শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বি. এন. মজুমদার জুয়েলার্স
Contact US : +91 70021 07440
প্রতিদিন প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে Special Offer
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৪৯ শিলচর ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ৪ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ১৮ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা www.samayikprasanga.in

কোণঠাসা গতিচ্যুত মমতা, বিদ্রোহের ঝড় তুলে বিরোধী দলনেতা বিক্ষুব্ধ ঋতব্রত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কলকাতা, ৩ জুন : আঘাতের পর আঘাতে বিধ্বস্ত তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজপাট থেকে বিতাড়িত হতেই সমস্যা আর সঙ্কট ঘিরে ধরেছে একদা দাপুটে নেত্রীকে। শুধু কি আর সদ্য শাসকের তকমা পাওয়া বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই। নিজের দলের ভেতরে আজ তাঁকে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্র করে সাফল্য পেয়ে গিয়েছেন বামপন্থী ঘরানায় বেড়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর কাছ থেকে ৫৭ জন বিধায়ককে ছিনিয়ে এনে বিরোধী দলনেতার পদ বাগিয়ে নিয়েছেন তিনি। জাল সইয়ের অভিযোগে এতদিনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শরবিদ্ধ করে ঋতব্রত স্পিকারকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে সহ ৫৮ জন এখনই প্রয়োজনে তাঁর সামনে হাজির হতে পারেন। শহরের বাইরে রয়েছেন আরও ২ জন। ফলে এই সময়ে ঋতব্রতের তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ৬০। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে বহিষ্কার করলেও বিধায়ক শক্তির নিরিখে স্পিকার তাঁকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাগে পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা দিতে এদিনই তিনি বিরোধী দলনেতার অফিসঘরের চাবি তুলে দেন প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তথা বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রতের হাতে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো বিরোধী দলনেতা হয়েই ঋতব্রত বলেন, তাঁরা এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি অনুগত। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর করতেই তাঁরা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।

তাঁর কথায়, এটা হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, টিএমসি এখনও বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করতে পারেনি। তাই দলকে বাঁচাতে আমরা এগিয়ে এসেছি। তাঁদের এই পদক্ষেপে অনুমোদন জানাতে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানান। ঋতব্রত ঘোষণা করেন, রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখেরুজ্জামান তাঁদের মুখ্য সচেতক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ঋতব্রতের বিধায়ক টানাটানির মধ্যেই এদিন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী ১৫ জুন হাজিরার নোটিশ পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে আরও এক বড় ধাক্কা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী

এরপর ছয়ের পাতায়

বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পর বিদ্রোহী তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সতীর্থরা। বুধবার কলকাতায়।

অসমের ৮৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : অসমের সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির এক বিশেষ দিক তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যের ৮৭.২ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে এবং এই সাফল্যের জন্য নীতি আয়োগের স্বীকৃতিও পেয়েছে অসম।

মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'খুব বেশিদিন আগেও অসমের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ সরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ পারফরমার রাজ্যগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে অসম। তবে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক শুভারম্ভ, আরও অনেক কাজ রয়েছে।' তিনি জানান, শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিকাঠামো সম্প্রসারণকে রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। স্কুলগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধির ফলে ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহার, অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়বে।

এদিকে, দিল্লি সফরে মঙ্গলবার নীতি আয়োগের নবনিযুক্ত সহ-সভাপতি অশোক লাহিড়ীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, জননীতি ও আর্থিক বিষয়ক ক্ষেত্রে অশোক লাহিড়ীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কার ও নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতি আয়োগের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে চায় অসম সরকার। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, স্কুল শিক্ষায় ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধি এবং নীতি আয়োগের সঙ্গে সমন্বয় জোরদারের বার্তা রাজ্যের উন্নয়ন ও মানবসম্পদ গঠনের ক্ষেত্রেই সরকারের অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শিলঙে এনইসি-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আজ, আসছেন শাহ ও সিন্ধিয়া

শিলং, ৩ জুন : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে আরও গতিশীল করতে বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব পরিষদ (এনইসি)-র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ডোনার (উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন) মন্ত্রী ও এনইসি-র উপ-সভাপতি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা।

বুধবার মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এই তথ্য জানিয়ে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারে এবারের অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এবারের বৈঠকে পর্যটন, কৃষি, উদ্যানপালন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, ক্রীড়া

এরপর ছয়ের পাতায়

দ্রৌপদীর দরবারে অসমের কথা তুলে ধরলেন হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ৩ জুন : দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে অসমের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা তুলে ধরলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত এই সৌজন্য সাক্ষাতে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাতের পর সামাজিক মাধ্যম এক্সে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ সবসময়ই তাঁর কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সাহস, ধৈর্য ও নেতৃত্বের এক অনন্য প্রতীক বলে উল্লেখ করে বলেন, দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণের পর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দরবারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

তিনি রাষ্ট্রপতিকে অসমের উন্নয়ন, দেশের দ্রুততম বিকাশশীল রাজ্যগুলির অন্যতম হিসেবে অসমের অগ্রগতি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

হিমন্ত সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'অসমের উন্নয়নের গতি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার কথা রাষ্ট্রপতির সামনে তুলে ধরেছি। জনকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদ ও দিকনির্দেশনা কামনা করেছি।'

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এই সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লিতে কর্পোরেট কর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ৩ জুন : অসমে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের গতি বাড়াতে রাজধানী নয়াদিল্লিতে কর্পোরেট জগতের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পাঁচদিনের দিল্লি সফরে পেপসিকো ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাগ্রুত কোটেচার সহ অন্যান্য শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ, বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজতর ব্যবস্থার বিষয় তুলে ধরেন তিনি।

টানা বৈঠকে অসমে পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়। এরপর সামাজিক মাধ্যম এক্সে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পেপসিকো ইন্ডিয়ার প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনে সংস্থার বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। শিল্প ও

পেপসিকো, এলঅ্যান্ডটি, ভারতী ও রশ্মি গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকল্প ও নতুন বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য অসম ক্রমশ একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। পেপসিকোর পাশাপাশি দিল্লি সফরে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর (এলঅ্যান্ডটি) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসএন সুব্রহ্মণ্যন, ভারতী এন্টারপ্রাইজেসের ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজন ভারতী মিত্তল এবং রশ্মি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি সূত্রে

এরপর ছয়ের পাতায়

সিবিএসই-র নয়া চেয়ারম্যান প্রশান্ত, সচিব পদে বরুণ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসি)-র অন-স্ক্রিন মার্কিং বিতর্কের মধ্যেই বড় প্রশাসনিক রদবদল করল কেন্দ্র সরকার। বুধবার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে লোখাণ্ডে প্রশান্ত সীতারামকে। একইসঙ্গে বোর্ডের নতুন সেক্রেটারি হয়েছেন বরুণ ভরদ্বাজ।

এই পরিবর্তন এমন সময়ে হল, যখন সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, উত্তরপত্রের স্ক্যান কপি, নম্বর যাচাই এবং পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক গরমিল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছে। বহু পরীক্ষার্থী দাবি করেছে, তাদের দেওয়া স্ক্যান করা উত্তরপত্রের হাতের লেখা পর্যন্ত মিলছে না। এর ফলে উত্তরপত্র অদলবদল বা মূল্যায়নে ভুলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অর্থনীতি বাঁচাতে সঞ্চিত সোনা বেচেছে সরকার, খবর উড়াল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : অর্থনীতির ভগ্নদশা, দিন দিন পড়ছে টাকার দাম, এই পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাঁচাতে দেশের সঞ্চিত সোনা রেকর্ড অঙ্কে বেচে দিয়েছে মোদি সরকার। এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সম্প্রতি এমনই খবর প্রকাশ করেছিল। সেই খবর এবার খণ্ডন করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক পিআইবি ফ্যাক্ট চেকের মাধ্যমে জানিয়ে দিল ওই খবর সঠিক নয়।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে জ্বালানির খরচ ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এদিকে ডলারের তুলনায় টাকার দামও সেঞ্চুরি পারের মুখে। বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার বাঁচাতে দেশবাসীকে একাধিক বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যেখানে আগামী এক বছরের জন্য সোনা কেনা, বিদেশ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মাঝেই ব্লুমবার্গের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সরকারের তরফে সোনায় আমদানি শুল্ক বাড়ানো সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার কমেছে। যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় সরকার আর্থিক ধাক্কা সামলাতে সোনা বিক্রির পথে হেঁটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সঞ্চিত কত সোনা বিক্রি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক? জানা যাচ্ছে, বিক্রিত সোনার মূল্য প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে যা এক লক্ষ কোটির বেশি।

রিপোর্টে ভারতের আর্থিক চাপের বিষয়টি বিশদে তুলে ধরে দাবি করা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত্যু ২১ জনের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : দিল্লির অভিজাত এলাকা মালব্য নগরে একটি হোটেলে আগুন লাগায় ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একাধিক ইঞ্জিন। এই অগ্নিকাণ্ডে ২১ জনের মৃত্যু ছাড়াও কমপক্ষে ৪৭ জন আহত হয়েছেন। এদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল। পাঁচতলা ওই হোটেলে বেসমেন্টে আগুন লাগে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে বেসমন্টে আগুন লাগে। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র।

স্থানীয় বিধায়ক সতীশ উপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ২১ জন মারা গিয়েছেন এবং ৪৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে সকাল ৮-৫১ মিনিটে। আমরা সকাল ৯টা থেকে এখানে আছি। মুহূর্তের মধ্যেই দমকল বাহিনী এবং উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা লোকজনকে উদ্ধারে সহায়তা করেছেন। এখনও পর্যন্ত ৪৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২১ জন নিহত হয়েছেন। কীভাবে আগুন লেগেছিল তা তদন্তাধীন। এটি একটি

এরপর ছয়ের পাতায়

নাবালিকাকে চলন্ত গাড়িতে দিনের পর দিন গণধর্ষণ, গ্রেফতার ৫

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : বিশ্বনাথ জেলায় এক ১৫ বছরের নাবালিকাকে চলন্ত গাড়িতে মাসের পর মাস ধরে গণধর্ষণ করার নৃশংস ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। গত ২৬ মে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় নির্যাতিতাকে উদ্ধার করার পর পুলিশ এই চক্রের মূল অভিযুক্ত সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

বিশ্বনাথের অতিরিক্ত পুলিশসুপার দীপ্তি মালি জানিয়েছেন, ২৬ মে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি সন্দেহভাজন গাড়ি আটকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। ঘটনার দিনই এক মূল অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ট্রমার মধ্যে থাকা নির্যাতিতার দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ২৮ থেকে ৩০ মে-র মধ্যে বাকি চার অভিযুক্তকেও জালে তোলে পুলিশ। ধৃতদের বয়স ১৯ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে এবং তারা সকলেই নির্যাতিতার স্থানীয় বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, চরম আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে ওই নাবালিকাকে খাবার ও টাকার টোপ দিয়ে গাড়িতে তুলেছিল অভিযুক্তরা। এরপর গত কয়েক মাস ধরে চলন্ত গাড়ির ভেতরে এবং বিভিন্ন বাড়িতে তাকে লাগাতার ২-৩ জন মিলে নির্যাতন চালাত। এমনকী উদ্ধারের আগের দিনও তাকে গাড়ির ভেতরেই ধর্ষণ করা হয় বলে জানিয়েছে নির্যাতিতা। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে তাকে একটি সরকারি শেল্টার হোমে রাখা হয়েছে।

বিশ্বনাথ চারিআলি থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র ১৪০(৩) (অপহরণ), ৭০(২) (গণধর্ষণ) এবং পকসো আইনের ধারা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরাধে ব্যবহৃত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে ফরেনসিক ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। রাজ্য সরকার যখন নারী নির্যাতন ও অপরাধের গ্রাফ হ্রাসের দাবি করছে, ঠিক তখনই এই নৃশংস ঘটনা নতুন করে অসমের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। নির্যাতিতার পরিবার অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির দাবি জানিয়েছে।

ধর্মীয় মেরুকরণে বাজিমাত করেছে বিজেপি, ওয়াজেদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ওয়াজেদ আলি চৌধুরী। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী বলেন, 'বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। ধর্মীয় মেরুকরণে এবার নির্বাচনে বাজিমাত করেছে তারা। তবে এই ধর্মীয় মেরুকরণ বেশি দিন চলতে পারে না। বছরের পর বছর শাসনে থেকেও মুসলমানদের গ্রহণ করেনি বিজেপি। এমনকী মুসলমানের ভোটের প্রয়োজন নেই বলেও একাধিকবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ দল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে কি অন্যায় করেছে মুসলমানরা?'

তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। আর সেসব ব্যর্থতা ঢাকতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমজনতার দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে বিজেপির ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হবে। ১৯ জন বিধায়ক থাকলেও বিধানসভার ভেতরে-বাইরে রাজ্যের সব ক'টি কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে সরব হবে কংগ্রেস। একজন মুসলমান হয়ে আমি যদি হিন্দুদের স্বার্থে কথা বলি, তা হলে নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে ধর্মীয় মেরুকরণ

এরপর ছয়ের পাতায়

তামিল বিজেপির 'পোস্টারবয়' আন্নামলাইর ইস্তফা

চেন্নাই, ৩ জুন : দ্রাবিড়ভূমে বিরাট ধাক্কা বিজেপির। যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ইস্তফা দিলেন তামিলনাড়ুতে বিজেপির পোস্টারবয় কে আন্নামলাই। জানা যাচ্ছে, নয়া দল গঠন করে তামিলভূমে নিজের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করতে চলেছেন তিনি। যার জেরেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। তবে শোনা যাচ্ছে, বিজেপির তরফে এখনও তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়নি। আন্নামলাইয়ের মান ভাঙাতে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে ঠোকাঠুকি চলছিল আন্নামলাইয়ের। সিবিএসই-র শিক্ষা নীতিতে তিন ভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের ব্যাপক বিরোধিতা করতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের আগে এআইডিএমকে-র সঙ্গে বিজেপির জোটের বিরোধিতায় সরব হন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়

এরপর ছয়ের পাতায়

রাহুল, খাড়গের উপস্থিতিতে কর্নাটকে নয়া মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের শপথ

বেঙ্গালুরু, ৩ জুন : কর্নাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুধবার শপথ নিলেন কংগ্রেসের নবনির্বাচিত পরিষদীয় নেতা ডিকে শিবকুমার। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দলিত নেতা জি পরমেশ্বর। গত বৃহস্পতিবার সিদ্দারামাইয়া দলীয়-হাইকমান্ডের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলে নতুন নেতা নির্বাচিত হন ৬৪ বছরের শিবকুমার। এদিন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উপস্থিতিতে এদিন তিনি শপথ নেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় সামাজিক, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশল নিয়েছে কংগ্রেস। রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলটের কাছে পাঠানো মন্ত্রীদের প্রস্তাবিত তালিকা থেকে স্পষ্ট, রাজ্যের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের বার্তা দিতে চেয়েছে দল।

মন্ত্রিসভা গঠনে ভোক্কালিগা, লিঙ্গায়েত, দলিত, কুরুবা, সংখ্যালঘু, রেড্ডি এবং তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন নয়,

ভবিষ্যতের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও নির্বাচনী সমীকরণ মাথায় রেখে তৈরি করা একটি সুপরিকল্পিত সামাজিক কাঠামো। ১২ জনের মন্ত্রী তালিকায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-পুত্র যতীন্দ্র, মল্লিকার্জুন-পুত্র প্রিয়ঙ্ক খাড়গে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ডিকে শিবকুমারের শপথের মাধ্যমে রাজ্যের প্রভাবশালী ভোক্কালিগা সম্প্রদায় সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে, প্রবীণ দলিত নেতা জি পরমেশ্বরকে উপমুখ্যমন্ত্রী করায় দলিত সমাজের অংশগ্রহণও

এরপর ছয়ের পাতায়

বিধানসভার রুপোর স্মারক, অনিয়মের অভিযোগ প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বের হচ্ছে সাপ। নিয়মবহির্ভূতভাবে চাকরি, খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি বিধানসভার সৌন্দর্যবর্ধনে অতিরিক্ত ব্যয়ের পর পর এবার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির আমলে সংঘটিত বিধানসভার রুপোর স্মারক নিয়ে আর্থিক অনিয়মের তথ্য সামনে এলো। দৈনিক নিত্য নতুন দুর্নীতির তথ্য সামনে উঠে আসায় রীতিমতো বিপাকে এখন প্রাক্তন অধ্যক্ষ দৈমারি। এমনকী মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন যে পূরণ হবে না এবার বিধায়ক বিশ্বজিতের, তাও নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইতোমধ্যেই প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অনিয়মের গাদা গাদা অভিযোগ উঠে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন অধ্যক্ষের ওএসডি সৌমেন বরুয়ার বিরুদ্ধেও। এবার নতুন বিধানসভার রুপোর স্মারক নিয়েও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। পঞ্চদশ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের শেষ দিনে বিধায়কদের রুপোর স্মারক দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কোনও

এরপর ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটি নিলামে ফের রেকর্ড, ঢেকিয়াজুলির চা বিক্রি হল কেজি প্রতি ১,১০৩ টাকায়

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : গুণগত মানের চায়ের জন্য ক্রেতাদের প্রতিযোগিতা আরও একবার দেখা গেল গুয়াহাটি টি-অকশন সেন্টারে। চলতি সপ্তাহের নিলামে ঢেকিয়াজুলি চা-বাগানের একটি প্রিমিয়াম সিটিসি লট কেজি প্রতি ১,১০৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে। একই বাগানের আরেকটি লটের দাম উঠেছে ৯৭৩ টাকা প্রতি কেজি।

চা শিল্পের বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দর শুধুমাত্র একটি বাগানের সাফল্য নয়, বরং গুয়াহাটি নিলাম কেন্দ্রের প্রিমিয়াম চা বাজারে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ইঙ্গিত। গুয়াহাটি টি অকশন বায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের

সম্পাদক দীনেশ বিহানি জানান, সাম্প্রতিক নিলামগুলিতে উচ্চমানের চায়ের জন্য ক্রেতাদের আগ্রহ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তাঁর তথ্য

৬৫ হাজার কেজির বেশি চা ৪০০ টাকার উপরে বিক্রি, প্রিমিয়াম সেগমেন্টে জোরদার উত্থান জিটিএসি-র

অনুযায়ী, সেল নম্বর ২৩-এ ৬৫ হাজার কেজিরও বেশি চা ৪০০ টাকার বেশি দরে বিক্রি হয়েছে। নিলাম বাজারের ভাষায় এই পরিসংখ্যানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঢেকিয়াজুলি চা-বাগান পরিচালনাকারী পারি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট (মার্কেটিং) জো লুইস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটি উচ্চমানের চা উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতার ফলেই এখন নিলামের দরপত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর মতে, গুণগত মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে বিপণন, সমস্ত স্তরের কর্মীদের অবদান রয়েছে।

এ সপ্তাহেই আরেকটি

এরপর ছয়ের পাতায়

সামায়িক প্রসঙ্গ শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৪৯২২, ২৩০০০৬

ADVERTISEMENT
G.C. PAUL COLLEGE OF EDUCATION
DHARANALA, KALINAGAR T.E. SRIBHUMI, ASSAM, 788166

Applications are invited from the intending candidates having latest UGC norms of qualification to teach the students in the Four Year Undergraduate Programme (B.A) for the post of one English, One Economics, one Philosophy and one Political Science. Applications may be sent via E-mail:- gcpce2011@rediffmail.com/krpaul1951@rediffmail.com within 10th days from the publication of this advertisement. Contact :- 8133869775/9957220943

Sd/- S. Rudra Gupta
Secretary

HAJ-2027 PRESS RELEASE
(Preparation for Haj, 2027)

In pursuance to the Circular No.1, dtd-02-06-2026 of the Haj Committee of India, Mumbai all the intending pilgrims under Joint State Haj Committee, Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Arunachal, Sikkim are hereby informed that, the announcement for Haj-2027 is expected to be issued shortly. As such, all individual intending to perform Haj, 2027 are hereby advised to keep their passport ready.

The following points must be ensured: -

1. Passports must be machine-readable.
2. Passports must be valid at least up to 31st December 2027.
3. Applicants applying for fresh passports are advised that the Surname/Last Name field must not be left blank.

Executive Officer & Secretary
Joint State Haj Committee,
Assam, Meghalaya, Nagaland etc.,
Ganeshguri, Dispur, Guwahati- 781 006.

DIPR/D/SMK 26 4-Jun-26

AFFIDAVIT

I, **Rakhi Nag**, D/o Sailendra Nath Nandi, W/o Raju Nag, resident of Quarter No. TR6/08, Near Majdoor Union Silchar, P.O. Tarapur, P.S. Silchar, Dist. Cachar, Assam, PIN-788003 do hereby solemnly declare that my actual and correct name is **Rakhi Nag** which is recorded in my Voter I.D., vide No. DAI0171215, and all other relevant documents, but inadvertently in my Aadhaar Card, vide No. 4149 9502 8665, PAN Card, vide No. AJDPN1877C, where my name has been recorded as **Rakhai Nag** instead of my actual and correct name "**Rakhi Nag**". Whereas, the names "Rakhi Nag" and "Rakhai Nag" is one and the same person having single legal identity i.e., myself. This affidavit is sworn for the purpose of correction of my name in the abovesaid Aadhaar Card and PAN Card as above and submit the same to the concerned authority as and when required.

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সামযিক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

সংশোধনী

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ সিওএন/জে-অহি/ইম্ফল/২০২৫-২৬/০২; তারিখ ঃ ১৭-০৩-২০২৬। টেন্ডার নম্বর ঃ ডিওয়াইসিই-সি-৩-অহিএমপি-এইচভি-২৫-২৬-০২আর -এর সংশোধনী; কাজের নাম ঃ জিরিবাম-ইম্ফল নতুন বিজি লাইন প্রকল্প নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত টুপুল-ইম্ফল সেকশনে টানেল, মাইনর ব্রিজ ইত্যাদি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য ০২ (দুই) বছর মেয়াদের জন্য ডেপুটি সিই/সিওএন-III/ইম্ফল, এক্সইএন/এএক্সইএন -এর যাতায়াতের জন্য ৪টি (চার) ৪ডব্লিউডি হালকা মোটর গাড়ি (যেমন- স্করপিও/বোলেরো/টাটা সুমো বা সমগোত্রীয়) এবং এসএসই/জেই/ওয়ার্কস-এর জন্য ৫টি (পাঁচ) ৪ডব্লিউডি মাল্টি-ইউটিলিটি গাড়ি ভাড়া ও পরিচালনা করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩১,৭৩,৩১৮.৮০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৮-০৬-২০২৬ থেকে ০২-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত এবং **খোলার সময়** ০২-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিই/সিওএন-৩/ইম্ফল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে পার্কিং অধিকার ঠিকার জন্যে ই-নিলাম আমন্ত্রণের নোটিস বাতিলকরণ

এতদ্বারা আপনার জ্ঞাতার্থে জানানো হয় যে **ই-নিলাম ক্যাটালগ নং. পার্কিং-এলএমজি-০৮ তারিখঃ** ২৬-০৫-২০২৬ যোগে লামডিং মণ্ডলের দ্বারা আমন্ত্রণ করা এই মণ্ডলে পার্কিং অধিকার ঠিকার জন্যে ই-নিলাম প্রশাসনিক কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাতিল করা নিলামের বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:

ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-এলএমজি-০৮

শ্রেণী	এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা.	ঠিকার সময়সীমা	বাতিল করা ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
পার্কিং	এএ/১	পার্কিং-এলএমজি-পিটিকেডি-এমএক্স-৫৮-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড)	০৩ বৎসর	১৫-০৬-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়
	এএ/২	পার্কিং-এলএমজি-কেইউজিটি-এমএক্স-২৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)		

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

চরলাপল্লী - আগরতলা - চরলাপল্লী এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)-এর সূচনা

নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নং. ১৭০৩১/১৭০৩২ চরলাপল্লী - আগরতলা - চরলাপল্লী এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং. **17031** চরলাপল্লী- আগরতলা এক্সপ্রেস ২৭-০৭-২০২৬ থেকে কার্যকর (সোমবার)

ট্রেন নং. **17032** আগরতলা - চরলাপল্লী এক্সপ্রেস ৩১-০৭-২০২৬ থেকে কার্যকর (শুক্রবার)

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
—	১৬.২০	চরলাপল্লী	২০.৪০	—
২২.০৫	২২.১৫	বিজয়ওয়াডা জং.	১১.০৫	১১.১৫
০৫.০০	০৫.১০	বিজয়ানগরম জং.	০২.৫০	০৩.০০
১০.২৫	১০.৪০	খুর্দা রোড জং.	২১.০৫	২১.২০
১৬.৩৫	১৬.৪৩	খড়গপুর জং.	১৪.০৫	১৪.১০
০৩.৩৫	০৩.৪৫	মালদা টাউন	০৬.৪০	০৬.৫০
০৭.২৫	০৭.৩৫	নিউ জলপাইগুড়ী	০২.২০	০২.৩০
১০.১৮	১০.২০	নিউ আলিপুরদুয়ার	২৩.২৩	২৩.২৫
১৫.৪৫	১৫.৫৫	গুয়াহাটি	১৮.২০	১৮.৩০
০০.২০	০০.৩০	বদরপুর জং.	০৯.৫০	১০.০০
০২.১৩	০২.১৫	ধর্মনগর	০৮.০৮	০৮.১০
০৬.৫৫	—	আগরতলা	—	০৫.৩০

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ পাগিডিপাল্লী, গুন্টুর জং., রাজামুন্ড্রী, দুভাদা, পেন্দুর্তি, কোট্টাভালসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, দানকুনি, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট, কিষানগঞ্জ, জলপাইগুড়ী রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা, ডিগারু, নিউ হাফলং, নিউ করিমগঞ্জ এবং আমবাসা।

গঠনঃ এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (আট), এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি (সাত), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (চার) এবং ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২২ টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লালা পুরসভা আয়োজিত নাগরিক সভা

জ্বলন্ত সমস্যা শীঘ্র সমাধানের আশ্বাস দিলেন বিধায়ক মিলন দাস

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৩ জুন : লালা শহরের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে বুধবার লালা রুরাল কলেজের অডিটরিয়ামে এক বিশেষ নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। লালা পুরসভা আয়োজিত এই নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস। সভায় পুরবোর্ডের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সোজাসাপটাভাবে আনুষ্ঠানিকতার ধারেকাছে না গিয়ে নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ শোনেন তরুণ বিধায়ক মিলন দাস। পানীয় জলের সমস্যা, শহরের জমা জলের সমস্যা, ফুটপাত দখল, শহর সাফাই, রাস্তাঘাটের সমস্যা ইত্যাদি তুলে ধরা হয় নাগরিকদের মধ্য থেকে। কপিল করপুরকায়স্থ সরাসরি বলেন, জমা জলের সমস্যা দূর হবে কীভাবে, যদি সর্ষের ভেতরে ভূত থাকে। বলেন, সদিচ্ছার অভাবে ভুগছে শহর। তিনি গুরুতর অভিযোগ করে বলেন, তথ্য জানার অধিকার আইনে তথ্য জানতে চাওয়া হলে তার জবাব দেওয়া হয় না। পুরবোর্ড চার-পাঁচজন ঠিকাদার দিয়ে সিন্ডিকেট চালাচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ।

লালায় নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক মিলন দাস। বুধবার।

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকেও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এক এক করে অনেকে। অর্থাৎ, নাগরিকদের পক্ষ থেকে শহরের পাহাড়প্রমাণ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন থেকে লালা শহর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। একাধিক নাগরিক আবার পুরসভার ওপর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায়। তবে এসব জ্বলন্ত সমস্যার কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিধায়ক মিলন দাস। বিধায়ক এসব সমস্যার কথা শুনে তাঁর বক্তব্যে জমা জলের সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, এসপি রোডের জমা জলের সমস্যা সমাধান করা খুব দরকার। রেল গেটের কাছে থেকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় ড্রেন করে যাতে কাটাখাল নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেজন্য উচ্চস্তরের পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। চার নং ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। এজন্য পুরসভার তহবিল নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে তহবিলের ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান। মিলন বলেন, সমস্যা সমাধানে সময়ের প্রয়োজন হবে। একসঙ্গে সব সমাধান সম্ভব নয়। পানীয় জলের সমস্যা তিনদিনে সমাধান হবে বলে জানান তিনি। পুরবোর্ডের পদাধিকারী ও সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, ২০২৭-এ পুরভোট। শহরের নাগরিকদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে তাদের সচেষ্ট হতে হবে। শহরের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে হবে। শহরকে সুন্দর করে তুলতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিধায়ক মিলন দাস আরও বলেন, এসব সমস্যা সমাধানে উচ্চস্তরীয় পরিকল্পনা তৈরি করে এক-এক করে শহরের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান করতে হবে। এছাড়া লালা শহরের জন্য কয়েকদিনের মধ্যে একটি ভাল খবর রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি তা প্রকাশ করেননি। এদিন তিনি লালা এইচএস অ্যান্ড স্কুল মাঠে মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে জানিয়েছেন। নাগরিকদের উদ্দেশে বিধায়ক বলেন, শহরকে নেশামুক্ত করতে তিনি আপ্রাণ প্রয়াস চালাবেন। তীর খেলা, কিংবা জুয়া খেলা বন্ধ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে তিনি নাগরিকদের সহযোগিতা চান। তিনি এ-ও বলেন, এসব জুয়া-তীর খেলা কিংবা নেশাখোরদের পুলিশ ধরে নিলে তাঁর কাছে না যাওয়ার জন্য তিনি বলে যান। এক্ষেত্রে তিনি কোনও সাহায্য করবেন না বলে স্পষ্টভাবে জানান। লালা শহরের দশটি ওয়ার্ডের শতাধিক নাগরিক এই সভায় উপস্থিত থেকে নিজস্ব সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভায় বিধায়ক আর বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে আবার এরকম একটি নাগরিক সভা আহ্বান করার জন্য তিনি লালা পুরসভাকে বলে যান।

উল্লেখ্য, এই নাগরিক সভায় লালা কলেজের অধ্যক্ষ ড. হিমব্রত চক্রবর্তী, লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডাঃ অমলেন্দু দাস, পুরসভার চেয়ারপার্সন তুরসি রায় থেকে শুরু বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

হাজি জিয়াউল ইসলাম লস্কর প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ৩ জুন : বাঁশকান্দির বিশিষ্ট নাগরিক, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, সমাজসচেতক হাজি জিয়াউল ইসলাম লস্কর আর নেই। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি দীর্ঘ বছর থেকে বাঁশকান্দি দারুল উলুম মাদ্রাসার মজলিসে সুরা কমিটির সদস্য ছিলেন। বাঁশকান্দি দারুল উলুমের ভূমিদাতা পরিবারের প্রবীণ সদস্য তিনি। বাঁশকান্দি জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন। বাঁশকান্দি নেনামিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালন ও উন্নয়ন কমিটির সদস্য পদেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন একসময়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বৃহত্তর বাঁশকান্দি এলাকায় শোকের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। অগণিত মানুষ বাড়িতে গিয়ে অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, নাতি-নাতনি ও বহু গুণমুগ্ধ। বুধবার রাত সাড়ে আটটায় দারুল উলুম মাদ্রাসায় জানাজা নামাজ আদায় করে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হাইলাকান্দি জেলা কারাগারে ফ্যান প্রদান করল রোটারি ক্লাব

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩ জুন: মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে হাইলাকান্দি রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে বুধবার হাইলাকান্দি জেলা কারাগারে একটি বৈদ্যুতিক ফ্যান প্রদান করা হয়। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে কারাগারের আবাসিকদের কিছুটা স্বস্তি প্রদান এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাবের প্রতিনিধিরা কারা কর্তৃপক্ষের হাতে ফ্যানটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন। কারাগার সুপার এধরনের মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

রোটারি ক্লাবের সম্পাদক ড. কামাল হোসেন চৌধুরী বলেন, রোটারি ক্লাব অতীতেও জেলা কারাগারের আবাসিকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান ও সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, ভবিষ্যতেও কারাগারের আবাসিকদের প্রয়োজন ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে ক্লাবের পক্ষ থেকে এধরনের মানবিক সহায়তা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

শ্রমিক নেতা নির্মল কুর্মি প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৩ জুন : লালামুখ চা বাগানের সর্দার তথা বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য, বর্তমান জেনারেল কাউন্সিল সদস্য নির্মল কুর্মি (৫৮) আর নেই। মঙ্গলবার বিকেল ৫-৪৫ মিনিটে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন এক ছেলে, এক বিবাহিত মেয়ে, তিন ভাই, দুই বোন-সহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। তাঁর মৃত্যুতে ইউনিয়ন পরিবার শোকাহত। ইউনিয়নের তরফ থেকে বিদেহী আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। জানা গেছে, তিনি কিছুদিন আগে গুয়াহাটি গিয়ে হার্টের সার্জারি করিয়ে আসেন। বাড়িতে সুস্থ ছিলেন। গতকাল তিনি বিকালের দিকে লালামুখ বাজারে ঘোরাফেরা করছিলেন। তখনও তিনি সুস্থ। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন প্রথমে লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা লালামুখ বাগান শোকাহত। নির্মল কুর্মির মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করে শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজদীপ গোয়ালা, সহ-সম্পাদক বাবুল নারায়ণ কানু, দুর্গেশ কুর্মি, রবি নুনিয়া, ক্ষীরোদ কর্মকার, বিপুল কুর্মি,সাংসদ কৃপানাথ মালা, সহ-সভাপতি রাধ্যেশ্যাম কৈরি-সহ লালামুখ বাগান ম্যানেজার সহ অনেকে। উল্লেখ্য, বুধবার শতাধিক শোকার্ত লোকের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

আশাকর্মী রত্নাবতী রায় প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৩ জুন : লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন লালাঘাট সাব-সেন্টারের আশা কর্মী রত্নাবতী রায় আর নেই। তিনি মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর জঙ্ঘাবাদ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন এক বিবাহিত মেয়ে, দুই ছেলে, নাতি-নাতনি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। এই আশাকর্মীর মৃত্যুতে লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডাঃ অমলেন্দু দাস, বিপিএম মঞ্জির আহমদ চৌধুরী, বিসিএম অরুণাভ দাশগুপ্ত, বিডিএম জামিল আহমদ লস্কর, তফজ্জুল হোসেন লস্কর, এএনএম তাইরুন নেছা বড়ভুইয়া, সিএইচও নীলিমা আলম মজুমদার, আশা সুপারভাইজর ও সহযোগী আশাকর্মী এবং স্থানীয় এনজিও-র পক্ষে সেলিম উদ্দিন মজুমদার শোক ব্যক্ত করে শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও প্রয়াতের আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।

জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে জেলা কমিশনারকে স্মারকপত্র, আন্দোলনের হুমকি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কালাইন, ৩ জুন : ৬ নং জাতীয় সড়কের কালাইন বাজার অংশের চরম বেহাল অবস্থার আশু সংস্কারের দাবিতে বুধবার কাটিগড়ার সর্কল অফিসার মারফৎ কাছাড়ের জেলা কমিশনারকে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন কালাইন বাজারের ব্যবসায়ী এবং সচেতন জনগণ। শতাধিক জনগণের স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, ৬ নং জাতীয় সড়কের অবস্থা একেবারে বেহাল। পায়ে হেঁটে চলাও দুষ্কর কালাইন বাজারে। এতে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, পথচারী এবং বাজার করতে আসা পুরুষ-মহিলারা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, কালাইন বাজারের এই ভয়ানক অবস্থার জন্য মানুষ বাজারমুখো হতে চান না। এতে কালাইন বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর দারুণ প্রভাব পড়ছে। এছাড়া কালাইন বাজারের বেহাল অবস্থার জন্য নিত্যদিন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে অবরুদ্ধ থাকে কালাইন বাজার এলাকা। এতে কালাইন,কাটিগড়া-সহ গোটা বরাক উপত্যকা এবং ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামের মানুষ দারুণভাবে নাজেহাল হচ্ছেন। কারণ, সড়কপথে গুয়াহাটি থেকে এসব জায়গায় যেতে কালাইন অতিক্রম করতে হয়। স্মারকপত্রে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কালাইন বাজারের চরম বেহাল অংশের সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে দু'টি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : উত্তর-পূর্ব ভারতের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক মাইলফলক স্পর্শ করল আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজকর্ম বিভাগ আয়োজিত নর্থ-ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সাস্টেনেবল সামিটের অংশ হিসেবে দু'টি সম্পাদিত গবেষণাগ্রন্থ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বই দু'টির মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য রাজীবমোহন পন্থ ও নিবন্ধক ড. প্রদোষকিরণ নাথ। এ উপলক্ষে উপাচার্যের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. লালজো এস থাংজম, অধ্যাপক এম তিনেশ্বরী দেবী, অধ্যাপক মৌসুম হ্যান্ডিক, এম ঈশ্বরজিৎ সিংহ, অবন্তিকা লাংথাসা, এন সুভাষিণী দেবী ও অন্যরা।

প্রকাশিত দু'টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি 'প্রমোটিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট থ্রো ইনোভেশন, কনজারভেশন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গ্রোথ ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া'। এই গ্রন্থে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ঐতিহ্যবাহী জীবিকা, আদিবাসী জ্ঞানব্যবস্থা, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, সুশাসন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। আন্তঃবিষয়ক ও সমাজভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে স্থানীয় অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্ভাবনকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাস্টেনেবল ফিউচারস ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া : ব্রিজিং ইনোভেশন, ইকোলজি অ্যান্ড ইকুইটি'তে ওই সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন আলোচনার নির্যাস তুলে ধরার পাশাপাশি গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। এতে জনস্বাস্থ্য, ডিজিটাল গণতন্ত্র, পরিবেশভিত্তিক পর্যটন, সম্প্রদায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, টেকসই কৃষি, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, সমাজকর্মমূলক হস্তক্ষেপ, লিঙ্গসমতা, জলবায়ু কার্যক্রম ও আদিবাসী জ্ঞানব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দু'টি গ্রন্থ-ই সম্পাদনা করেছেন ড. লালজো এস থাংজম, অধ্যাপক এম তিনেশ্বরী দেবী, এম ঈশ্বরজিৎ সিংহ ও অবন্তিকা লাংথাসা।

মোদি সরকারের ১২ বছর, মাসব্যাপী কর্মসূচি জেলা বিজেপির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাসব্যাপী জনসংযোগ ও সেবামূলক কর্মসূচির ঘোষণা করল কাছাড় জেলা বিজেপি। বুধবার শিলচরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের জেলা সভাপতি রূপম সাহা জানান, 'বিকশিত ভারত', 'সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণ'-কে সামনে রেখে আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ৫ জুন জেলাজুড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে। এর পাশাপাশি ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জনকল্যাণমূলক ও জনসংযোগ কর্মসূচি চলবে। বিভিন্ন এলাকায় প্রচার অভিযান, জনসভা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রূপম সাহা বলেন, 'গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীশক্তি বন্দন আইন, ডিজিটাল লেনদেনে বিপ্লব, আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্প দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।' তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে জেলা বিজেপির সমস্ত মোর্চা ও শাখা সংগঠনের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। ওইদিন যোগাভ্যাসের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন, আত্মনির্ভর ভারত গঠনের উদ্যোগ এবং ভারতকে বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথাও তুলে ধরা হবে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের জয়ের ফলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন জেলা সভাপতি।

No.PER-11011/1/2026-PER-KXJ/4,

ADVERTISEMENT

In pursuance of the approval accorded by the Government in General Administration Department, Assam communicated vide letter No. GAD-11384923 Dated, 13/03/2026 applications are hereby invited in standard form of application as published in the Assam Gazette in Part-IX from the citizens of India as defined in Article 5 & 8 of the Constitution of India for filling up of vacant post of **Revenue Sheristadar** in the amalgamated establishment of District Commissioner, Sribhumi in the Pay Band-3 Rs. 22000/- to 97000/-plus Grade Pay Rs.11500/- and other allowances as admissible as per provision of "The Assam Service (ROP), Rules, 2017" and amendments thereof.

The applicant must have served for at least 15(fifteen) years in any of the District Commissioner's Establishment in Assam and have working experience of different branches in general and in the Revenue Branch in particular.

Applications stating age, educational qualification, present and permanent address and experience in different branches with period of incumbency in each branch supported by attested copies of certificate, a copy of recent passport size photograph along with Annual Confidential Reports of last 5 (five) consecutive years should reach the undersigned on or before 16/06/2026 together with a copy of Treasury Challan of Rs. 250/- (Rupees Two Hundred Fifty) only, Rs.150/- (Rupees One Hundred Fifty) only in case SC/ST candidates as application fees to be deposited under Head of Accounts "0070-Other Administrative Services-60-other service-800 other receipt".

Application should be submitted through proper channel with service particulars to the District Commissioner, Sribhumi, Main Road, P.O. & Dist. Sribhumi, Pin-788710. The selection will be made by Govt. in General Administration Department as per the Assam Ministerial District Establishment Service Rules, 1967 and the Assam Ministerial District Establishment Service (Amendment) Rules, 1999.

DISTRICT COMMISSIONER
SRIBHUMI

DIPR/D/SMK 27 4-Jun-26

শুক্র ও শনি রামানুজ বিদ্যামন্দিরে বইমেলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : রজতজয়ন্তী বছর উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে শুক্র ও শনিবার রামানুজ বিদ্যামন্দির এইচএস স্কুল ক্যাম্পাসে আয়োজিত হচ্ছে দু'দিনের বইমেলা। শুক্রবার সকাল দশটায় উদ্বোধন হবে বইমেলার। বইমেলা আয়োজনে সহযোগিতায় রয়েছে শিলচরের সুপরিচিত পুস্তক বিপণি 'বাতায়ন'। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালে ২৫ বছরে পা দিয়েছে শিলচরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামানুজ বিদ্যামন্দির এইচএস স্কুল। গত ১৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই শুরু হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির রজতজয়ন্তী বছর উদ্‌যাপন। আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বছরভর রকমারি গঠনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে বলে আগেই প্রতিষ্ঠানটির তরফে জানানো হয়েছিল। এই সূত্রেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষ রোপণ, আর্ট কম্পিটিশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইতোমধ্যেই আয়োজিত হয়েছে। এবারে এই ধারা বজায় রেখে শুক্র ও শনিবার স্কুল চত্বরে আয়োজিত হচ্ছে বইমেলা। এই বইমেলা মূলত রামানুজের পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য হলেও স্থানীয় গ্রন্থপিপাসুরাও এতে যোগ দিতে পারবেন বলে স্কুল অধ্যক্ষ দীপ্তিমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।

দিনপঞ্জিকা

বৃহস্পতিবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৪ জুন, মুং ১৮ জেলহজ (ভাং তাং ১৪ জ্যৈষ্ঠ)। অ ২০ জেঠ, ফসলী মল ৪ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ৪ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।৪১ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৪।২৫ গতে সূর্যাস্ত। চতুর্থী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকুল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

কর্কট : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

জীবিত প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেককে মৃত ঘোষণা, ফেসবুকে ভুয়া পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য, মামলা

পাথারকান্দি থানায় পুলিশ আধিকারিকের হাতে এফআইআরের কপি তুলে দিচ্ছেন সালেহ আহমেদ সহ অন্যান্যরা।

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৩ জুন : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সিদ্দেক আহমদের মৃত্যুর ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে শ্রীভূমি জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জীবিত ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাকে মৃত বলে প্রচার করায় তাঁর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

জানা গেছে, ৩ জুন গভীর রাতে 'খান ভাই' নামে পরিচালিত একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সিদ্দিক আহমদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়। পোস্টটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বহু মানুষ সেটিকে সত্য বলে ধরে নেন। ফলে রাতভর প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে অসংখ্য ফোনকল আসে। আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও সাধারণ মানুষ মৃত্যুর খবরের সত্যতা যাচাই করতে যোগাযোগ করতে থাকেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ভুয়া পোস্টের কারণে পরিবারকে চরম মানসিক যন্ত্রণা ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে সিদ্দিক আহমেদ রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন এবং শারীরিকভাবে দুর্বল অবস্থায় নিজ বাসভবনে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

ঘটনার পর অভিযুক্ত জাবির হোসেন ওরফে 'খান ভাই'-এর বিরুদ্ধে পাথারকান্দি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালেও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রে ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট, অভিযোগের স্বীকৃতি নম্বরসহ বিভিন্ন প্রমাণপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেছেন সিদ্দেক আহমদের ব্যক্তিগত সহকারী সালেহ আহমেদ। তিনি জানান, অসুস্থতার কারণে প্রাক্তন মন্ত্রী নিজে থানায় উপস্থিত হতে না পারায় অনুমতিপত্রের মাধ্যমে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, জীবিত অবস্থায় একজন প্রবীণ ও ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত বলে প্রচার করা শুধু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধেরও চরম অবমাননা। এই ভুয়া প্রচারণা রোগী ও তাঁর পরিবারের ওপর গভীর মানসিক আঘাত হেনেছে। অভিযোগকারী পক্ষের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের ভুয়া সংবাদ ব্যক্তিগত মানহানির পাশাপাশি জনমনে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমি শহরে জমাজল, বেহাল জাতীয় সড়ক থেকে পরিত্রাণ পেতে গণধরনা

ধরনায় বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ সহ অন্যান্যরা। বুধবার শ্রীভূমিতে।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩ জুন : পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীভূমি শহরের জমাজল থেকে কৃত্রিম বন্যা এবং বেহাল জাতীয় সড়কের জন্য চরম দুর্ভোগে দিনযাপন সাধারণ মানুষকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষে গণধরনা কার্যসূচি আয়োজিত হয় বুধবার। স্থানীয় শম্ভুসাগর পার্কপ্রাঙ্গণে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে জড়ো হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা ও সচেতন নাগরিকরা সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত ধরনা কার্যসূচিতে যোগদান করে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না), জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, সহ-সভাপতি সুব্রত দেব, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, এসইউসিআই জেলা সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য, সিপিআই জেলা সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, সিপিআই (এম) দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নির্মল দে, আইনজীবী, সুব্রত পাল, আতিকুর বারি চৌধুরী, পূর্ণিমা চৌধুরী, পিঙ্কু দাস, সুজিতকুমার পাল, মনোলিনা নন্দী রায়, সুলেখা দত্ত চৌধুরী, সন্দীপ নন্দী, রুচিতা পুরকায়স্থ প্রমুখ জমাজল ও জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত আয়োজিত ধরনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সবাই জমাজলের সমস্যা তুলে ধরেন। অল্পবৃষ্টিতে শ্রীভূমি শহর জলে ডুবে যায়। গত ১৬ মে শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষের ঘরবাড়িতে নালা নর্দমার জল প্রবেশ করে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভ উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়কের আহ্বানে ২৯ মে বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবনে এক বিরাট নাগরিক সভা আয়োজিত হয়। শহরের বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে আয়োজিত নাগরিক সভায় ধরনা কার্যসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী বুধবারের ধরনা কার্যসূচির বাস্তবায়ন বলে জানান বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়।

উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) বলেন, জমাজলের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভে প্রথমেই জল নিষ্কাশনের সব পথগুলোকে বাধা মুক্ত করতে হবে।

এরপর সাতের পাতায়

এনএফ রেলে এজিএম হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রমেশ কুমার

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফ রেলওয়ে) অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রমেশ কুমার। গত ১ জুন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক রমেশ কুমার ১৯৯১ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স (আইআরএসই)-এর স্নাতক। ১৯৯২

এরপর সাতের পাতায়

ডবকায় গরু হত্যার মামলায় তিনজন গ্রেফতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৩ জুন : হোজাই জেলার ডবকা পুলিশ গরু হত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ডবকা থানায় দায়ের হওয়া ডবকা পিএস কেস নং ১৮০/২০২৫-এর ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দিঘলজারুনি গ্রামের তিন বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন নাজ উদ্দিন (৪৫), নাজিম উদ্দিন (২৭) এবং নাচির উদ্দিন (২৬)। তিনজনই ডবকা থানার অন্তর্গত দিঘলজারুনি গ্রামের বাসিন্দা এবং আলাউদ্দিনের পুত্র বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় নয় মাস আগে সংঘটিত দু'টি পৃথক গরু হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার

এরপর সাতের পাতায়

বিধায়ক অখিল গগৈর মা প্রয়াত, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : মাতৃহারা হলেন বিধায়ক অখিল গগৈ। বুধবার সকাল ৬-২০ মিনিটে বিধায়ক অখিলের গুয়াহাটির বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর মা প্রিয়দা গগৈ। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মা-র মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত নয়নে অখিল বলেন, 'মা আমার জীবনটা গড়েছেন। আজ চিরদিনের জন্য চলে গেলেন মা।'

বিধায়ক অখিলের মা-র মৃত্যুতে সামাজিক মাধ্যমে এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'বিধায়ক অখিলের মা-র মৃত্যুর খবর শুনে মর্মাহত হয়েছি। একজন সমাজহিতৈষী, ধর্মপ্রাণ এবং দয়ালু মহিলা হিসেবে সমাজে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছিলেন প্রিয়দা গগৈ।' তিনি বলেন, 'মাতৃ বিয়োগের অসহ্যকর বেদনা কোনও শব্দে পূরণ করা যায় না। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি এবং শোকসন্তপ্ত ছেলে অখিলকে ধরে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং

এরপর সাতের পাতায়

গুয়াহাটি যাত্রাপথে উধারবন্দে কাঁচাকান্তির চরণে পুজো কৃষ্ণেন্দুর

উধারবন্দ কাঁচাকান্তি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি ৩ জুন : গুয়াহাটি যাওয়ার পথে বুধবার কাছাড় জেলার ঐতিহ্যবাহী উধারবন্দ শ্রীশ্রীকালীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে মা কাঁচাকান্তির চরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন পাথারকান্দি বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আবহের মধ্য দিয়ে তিনি দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। মন্দিরে পৌঁছেই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন এবং মা কাঁচাকান্তির কাছে সকল মানুষের সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। পাশাপাশি তিনি প্রার্থনা করেন যাতে সমাজসেবার কাজে আরও নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন এবং জনসাধারণের কল্যাণে

এরপর সাতের পাতায়

ইউসিসি কার্যকর হলে সংবিধান প্রণেতাদের স্বপ্নপূরণ হবে : রাজদীপ

রাহুল চক্রবর্তী

হাইলাকান্দি, ৩ জুন : দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) কার্যকর হলে তা হবে ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের স্বপ্নপূরণ এবং তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য। কারণ সংবিধান রচনার সময় থেকেই তাঁরা সমগ্র দেশের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি কাঠামোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে দেশের তিনটি রাজ্যে ইউসিসি কার্যকর হয়েছে এবং আগামী দিনে অন্যান্য রাজ্যেও তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অসম প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি তথা শিলচরের নবনির্বাচিত বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায়। বুধবার হাইলাকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায় সহ অন্যান্যরা। বুধবার।

অসম প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ইউসিসি নিয়ে জনসচেতনতা কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় হাইলাকান্দিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রাজদীপ রায়। এদিন তাঁর

এরপর সাতের পাতায়

নরসিংহপুরে নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ, গ্রেফতার দুই যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৩ জুন : নরসিংহপুরে এক নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে সোনাই থানার পুলিশ। একই সঙ্গে নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২ জুন দশম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজের ভাড়াবাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সোনাই থানার অন্তর্গত মেনীপুর দ্বিতীয় খণ্ড এলাকার বাসিন্দা নিজাম উদ্দিন শেখ তাকে জোরপূর্বক নিয়ে যায়। ঘটনার পর নাবালিকার মা সোনাই থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সমাজকর্মী ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে তারা সোনাই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্রুত মেয়েটিকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

এরপর সাতের পাতায়

একাংশ লোক নিজের স্বার্থে সংবিধান মানেন না, তাদের জন্যই আইন

সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহ চালুর মতো সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ইউসিসি : মিলন

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক ড. মিলন দাস, কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা সহ অন্যান্যরা। বুধবার শিলচরে।

বিশ্বকল্যাণ পুরকায়স্থ

শিলচর, ৩ জুন : 'যেভাবে রাজা রামমোহন রায় সমাজের সঙ্গে লড়াই করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন, ঠিক একইভাবে সমাজের বহু পুরনো সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) বা সম অধিকার আইন অসমে বাস্তবায়িত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা', বুধবার শিলচরে বসে এমনটাই বললেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস।

বিধানসভায় যখন এই বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তিনি একটি শক্তিশালী ভাষণ দিয়েছিলেন। এবার বিধানসভায় জয়ী হওয়া যুবপ্রজন্মের বিধায়কদের মধ্যে তিনি অন্যতম উজ্জ্বল। সেটা ওইদিনই প্রমাণ করেছিলেন। বুধবার নতুন আইন নিয়ে অনেক খুঁটিনাটি তুলে ধরে আবারও প্রমাণ করেন, নতুন প্রজন্ম কতটা পড়াশোনা করে। তিনি জানান, বিলের প্রথম খণ্ডে বহুবিবাহ, তালাক প্রথা এবং লাভ জেহাদ-সংক্রান্ত বিধান ও শাস্তির বিষয় রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পত্তির অধিকার, তৃতীয় খণ্ডে লিভ-ইন সম্পর্কের আইনি স্বীকৃতি এবং চতুর্থ খণ্ডে ভবিষ্যতে আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁর অভিমত, ইউসিসি একটি সমাজ সংস্কারমূলক আইন, যা নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শরিয়ত নিয়ে দ্বিচারিতারও অবসান ঘটাবে এই আইন।

তিনি বলেন, 'সমাজের একটা অংশ যারা এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলেন ভারতের সংবিধান সর্বোপরি, আবার সেই লোকেরাই বিবাহ ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ে তাদের ধর্মীয় আইনকে প্রাধান্য দেন। বিবাহের ক্ষেত্রে তারা বলবেন ধর্ম তাদের বিশেষ কিছু অধিকার দিয়েছে, সেই ধর্মীয় আইন বলছে কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলা উচিত, তখন তারা বলবেন দেশের আইনই ভালো। এই দ্বিচারিতা দশকের পর দশক ধরে চলে এসেছে এবং কিছু

এরপর সাতের পাতায়

কিশোর নাথকে সংবর্ধনা জানাল জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা

বিধায়ক কিশোর নাথের হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন জিপি প্রতিনিধিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ৩ জুন : বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়া বিধায়ক কিশোর নাথকে জারইলতলা ভোলানাথ আশ্রম প্রাঙ্গণে জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিবৃন্দ সংবর্ধনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাক-ঢোলের বাদ্য, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, স্বাগত নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বিধায়ককে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিবৃন্দের পাশাপাশি বাজার কমিটি, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্থানীয় ক্লাব এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও স্মারক প্রদান করে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে একটি মানপত্র পাঠের মাধ্যমে বিধায়ক কিশোর নাথের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে সেই মানপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক

এরপর সাতের পাতায়

প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের বাড়িতে মওলানা মাহমদুল হাসান, সুস্থতা কামনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৩ জুন : প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সিদ্দেক আহমদের ভুয়া মৃত্যু খবরে যখন তোলপাড় নেটপাড়া সেই সময়ে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট জননেতা সিদ্দেক আহমদের বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জমিয়তের অন্যতম নেতা শেখ মওলানা মাহমদুল হাসান। এ সময় তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন।

সিদ্দেক আহমদের বাসভবনে সাক্ষাৎ করে সুস্থতা কামনায় দোয়া করছেন জমিয়ত নেতা মওলানা মাহমুদুল হাসান।

সাক্ষাৎটি ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ের মধ্যে দেশ, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। আলোচনায় বর্তমান সময়ে সমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং

এরপর সাতের পাতায়

নিষ্ক্রিয় জেলা সভাপতি! কংগ্রেসের পর্যালোচনা সভায় উত্তেজনা, রেগে বেরিয়ে গেলেন পর্যবেক্ষক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : না, মঙ্গলবার প্রথম দিনের মতো বুধবার পর্যালোচনা পর্বের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিন মারপিটের ঘটনা ঘটেনি। তবে মারপিট না হলেও পর্যালোচনাকে ঘিরে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এদিনও উত্তেজনার মাত্রা মোটেই কম ছিল না।

উত্তেজনার জেরে শিলচর বিধানসভা আসনের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। রেগে গিয়ে পর্যবেক্ষকদের একজন প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার বেরিয়ে যাওয়ায় মাঝপথেই ভণ্ডুল হয়ে যায় সভা। কাছাড়ের সাতটি আসনে দলের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিল বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন কর এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ারকে। মঙ্গলবার প্রথম দিন তারা পর্যালোচনা করেন লক্ষীপুর, ধলাই এবং সোনাই আসনের ফলাফল। এরপর বুধবার ফলাফল পর্যালোচনা করা হয় কাটিগড়া, বড়খলা, উধারবন্দ এবং শিলচর আসনের। জানা গেছে, এদিন প্রতিটি বিধানসভা আসনের

কোন নার্সিংহোম থেকে কে টাকা এনেছিলেন, কাকে নিশানা অভিজিতের ?

পর্যালোচনা পর্বেই নির্বাচনের সময়কালে দলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তেমন সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ করা হয় পর্যবেক্ষকদের কাছে। তবে এসবের মাঝেও কাটিগড়া, উধারবন্দ এবং বড়খলার ফলাফল পর্যালোচনা পর্ব মিটে যায় শান্তিপূর্ণভাবেই। শিলচর আসনের ফলাফল পর্যালোচনা শুরু হয় বিকেল ৫টা নাগাদ। ইন্দিরা ভবনের শ্যামাচরণ হলে পর্যালোচনা শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই হাওয়া হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। সভা যত গড়াচ্ছিল ততই চড়ছিল উত্তেজনার পারদ। এসবের মাঝেই রাত ৭টা নাগাদ ব্যক্তিগত কাজের তাগিদে সভা থেকে বেরিয়ে যান তিন পর্যবেক্ষকের একজন আমিনুর রশিদ চৌধুরী। এর কয়েক মিনিট পরই দেখা যায় সভাকক্ষের বন্ধ দরজা খুলে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে আসছেন দলের এক কর্মী অর্কদীপ রায়চৌধুরী। তাকে বলতে শোনা যায়,পর্যবেক্ষকরা যদি কর্মীদের কথাই না শুনতে চান তবে এমন সভা আয়োজনের কোনও মানে নেই। অর্কদীপ বেরিয়ে আসার কয়েক মিনিট পর একইভাবে উত্তেজনার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বেরিয়ে আসেন খোদ পর্যবেক্ষকদের একজন প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার। এরপরই ভণ্ডুল হয়ে যায় সভা।

দলীয় এক সূত্রে জানা গেছে, সভার শুরু থেকেই নির্বাচনের সময়কালে জেলা সভাপতি সজল আচার্য থেকে ধরে জেলা কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলে অভিযোগ করা হতে থাকে পর্যবেক্ষকদের কাছে। এরপর প্রার্থী অভিজিৎ পাল বক্তব্য রাখতে উঠে অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময়কালে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল তিনি নাকি ময়দান ছেড়ে বসে গেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজলবাবুর পাড়া সুভাষনগরে এক আড্ডায় যখন এনিয়ে চর্চা হচ্ছিল,তখন উপস্থিত ছিলেন খোদ সজলবাবুও। কিন্তু তিনি এর কোনও প্রতিবাদ করেননি। নীরব থেকে যেন এতে সায় দিয়ে গেছেন। নির্বাচনের সময়কালে সজলবাবু সহ দলের জেলা কমিটির একাংশ কর্মকর্তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ করে অভিজিৎ এও বলেন, শহরের এক বড়মাপের নার্সিংহোমে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলের কার কাছ থেকে কংগ্রেসের কে টাকা নিয়ে এসেছিলেন এর প্রমাণও তার কাছে রয়েছে। ব্যাপারটা তিনি প্রমাণ সহ সরাসরি তুলে ধরবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈর কাছে। দলীয় সূত্রটি আরও জানান, অভিজিৎ এভাবে গুরুতর সব অভিযোগ তুলে ধরার মাঝে পর্যবেক্ষক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার একজন জেলা সভাপতিকে এমনভাবে হেয় না করতে বলেন। এতে সভায় পরিস্থিতি আরও উত্তেজক হয়ে ওঠে।অভিজিতের পর বক্তব্য রাখতে উঠে জেলা সভাপতি

এরপর সাতের পাতায়

নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার সভায় সংবর্ধিত দুই বিধায়ক

সমাজের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার বার্তা কমলাক্ষ-কিশোরের

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুই বিধায়ক কিশোর নাথ ও কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ মহাসভার কর্মকর্তারা।

সুশীল কুমার সিনহা

কাটাখাল, ৩ জুন : ভজন্তিপুর জিপির ড. কালীপ্রসাদ মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় সমাজের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দুই বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয়। একই সঙ্গে প্রয়াত সমাজসেবী ড. কালীপ্রসাদ সিনহার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. কালীপ্রসাদ সিনহার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের শহিদ সুদেষ্ণা সিনহার প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত অতিথি ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তারা ড. কালীপ্রসাদ সিনহার সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৯, বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, জ্যৈষ্ঠ ২০, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-কাণ্ডে ভাবমূর্তি এখন তলানিতে

অতীতে এ দেশে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং গাফিলতির দায় নিয়ে বিভাগীয় বহু মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার মানদণ্ড কেমন, তার অনেকটাই নির্ভর করে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির যথার্থতা কতটুকু তার ওপর। এ দেশে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে নানা ধরনের গলদ সামনে এসেছে। তবে সবকিছুকে হার মানিয়েছে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে অনিয়ম এবং নানা পর্যায়ে দুর্নীতির কাণ্ড ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। গত ৩ মে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরিচালনাধীন মেডিক্যালের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশ তোলপাড় হয়েছে। এই ঘটনার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার খাতা দেখায় অন স্ক্রিন মার্কিং ক্ষেত্রে পদ্ধতিজনিত অব্যবস্থা নতুন বিতর্কের সূচনা করে। এরপর ৩০ মে ফের এনটিএ পরিচালিত কলেজসমূহে ভর্তির সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেও দেখা যায় চরম বিশৃঙ্খলা। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। এসব পরীক্ষা দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মেধাবী পড়ুয়া চয়ন করার ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, নানাবিধ গলদ বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। অভিভাবকরা হয়েছেন দিশেহারা।

কথার জালে এসব কুকাণ্ড ঢেকে রাখার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি। যারা পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে তাদের আড়াল করতে কিছু কিছু মহল গোটা শিক্ষক সমাজকে কাঠগড়ায় তুলে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই গোটা কেলেঙ্কারির ঘটনায় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি এই ঘটনার দায় কাঁধে নিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক মহল ও রাজনৈতিক পরিসর থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে নৈতিকতার আঁধারে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর দাবি তোলা হয়েছে। ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে যদি কিছু অধস্তন কর্তাকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তা হলে সার্বিক দায়িত্বে থাকা শিক্ষামন্ত্রী কেন নিজের পদ আঁকড়ে ধরে থাকবেন, এমন প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠেছে।

অতীতে এ দেশে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং গাফিলতির দায় নিয়ে বিভাগীয় বহু মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। বহু সরকারই এক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া মনোভাব নিয়েছে। কিন্তু হালে এই নীতিবোধকে শিকেয় তোলা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী যদিও গোটা ঘটনার দায় কাঁধে নিয়ে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন, তবু নৈতিকতার প্রশ্নে ইস্তফার বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর ইস্তফার দাবিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এটা বলতেও তিনি কালক্ষেপ করেননি। অবশ্য বিভিন্ন তরফে দাবি ওঠার পর নড়াচড়া শুরু হয়েছে। সিবিএসই-র চেয়ারম্যান রাহুল সিং এবং সচিব হিমাংশু গুপ্তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সংসদের স্থায়ী কমিটি হিমাংশুকে ডেকে পাঠানোর পরই চক্ষুলজ্জা এড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবু সিবিএসই-র ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হলো, এনটিএ-র ক্ষেত্রে ওই পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। সর্বভারতীয় স্তরে এই অব্যবস্থা শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও স্বদেশের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জীবিত প্রমাণে ছয় মাস ধরে সরকারি দফতরে চক্কর কাটছেন 'মৃত' প্রৌঢ়

ভোপাল, ৩ জুন : সরকারি খাতায় তিনি 'মৃত', অথচ বাস্তব বলছে বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে সরকারি দফতরে গত ছয় মাস ধরে চক্কর কেটে চলেছেন মধ্যপ্রদেশের এক প্রতিবন্ধী প্রৌঢ়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রশাসনিক দফতরে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত জেলাশাসকের কাছে হাজির হয়েছেন ৫৮ বছরের প্রৌঢ় কর্ণ সিং সাওয়ান। সেখানে তিনি বলেন, 'স্যার আমি জীবিত।' জানা যাচ্ছে, ডায়াবেটিসের কারণে এক বছর আগে পায়ে গুরুতর সংক্রমণ হয় হারদা জেলার বাসিন্দা কর্ণের। যার জেরে পা কাটা পড়ে তাঁর। বর্তমানে কৃত্রিম পায়ে হাঁটাচলা করেন তিনি। এই অবস্থায় প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে আবেদন করেন কর্ণ। তখনই তিনি জানতে পারেন সরকারি ভুলে পোর্টালে মৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় রেকর্ড সংশোধনের করতে গিয়ে সরকারি দফতরে গোলকধাঁধায় পড়েন তিনি। ছয় মাস ধরে একের পর এক দফতরে ঘুরেও কোনও কাজ কিছু হয়নি। কর্ণের আশঙ্কা, যদি সরকারি নথি সংশোধন না হয় সেক্ষেত্রে ৬০ বছর পার হওয়ার পর সরকারের সম্বল যোজনা-সহ বহু সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন তিনি। এ অবস্থায় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসকের অফিসে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে সরকারি আধিকারিকদের কাছে নিজের যাবতীয় নথিপত্র জমা দিয়েছেন কর্ণ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের শ্রম দফতরের শীর্ষ আধিকারিক মনীশ চৌরাসিয়া বলেন, বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টাল ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত বিষয় ও ওটিপি যাচাই প্রক্রিয়ার তদন্ত শেষে স্পষ্ট হবে ঠিক কোথায় সমস্যা হয়েছিল। তারপর অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

মানুষের ইতিহাসকে উদ্বাস্তু করা যায় না

বিধায়ক দাশ পুরকায়স্থ

ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটায়নি, এর সঙ্গে জুড়ে ছিল এক গভীর মানবিক বিপর্যয়— দেশভাগ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে পঞ্জাব ও বাংলার কোটি কোটি মানুষ রাতারাতি নিজেদের জন্মভূমিতে 'পর' হয়ে পড়েন। বাংলার ক্ষেত্রে এই বিভাজন ছিল আরও জটিল। কারণ, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি— সবকিছুতে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এর ফলেই পূর্ববঙ্গ (পরে পূর্ব পাকিস্তান এবং আরও পরে বাংলাদেশ) থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন।

এই মানুষদের একাংশকে রাষ্ট্র, প্রশাসন ও রাজনৈতিক পরিসরে 'উদ্বাস্তু বাঙালি' বা 'শরণার্থী বাঙালি' নামে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমদিকে এই অভিধা ছিল প্রশাসনিক— কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক পরিচয়ে পরিণত হয়। প্রশ্ন উঠেছে— এই নামকরণ কি নিছক বাস্তবতার বর্ণনা, নাকি এর পিছনে ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? 'উদ্বাস্তু' পরিচয় কি বাঙালি হিন্দুদের একটি স্থায়ী 'অপর' হিসেবে নির্মাণ করার প্রক্রিয়া? এবং স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে এই ট্যাগের আদৌ কোনও নৈতিক, সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো জরুরি।

'উদ্বাস্তু' শব্দ : প্রশাসনিক অভিধা থেকে রাজনৈতিক পরিচয় : 'উদ্বাস্তু' শব্দটি মূলত সংস্কৃত 'বাস্তু' শব্দ থেকে এসেছে— অর্থাৎ, যিনি নিজের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছেন। দেশভাগের পরে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের সরকারি নথিতে 'Refugee', 'Displaced Person', 'Evacuee' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করতে শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পুনর্বাসন, ত্রাণ, রেশন, জমি বণ্টন ও নাগরিক নথিভুক্তির প্রশাসনিক সুবিধা। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুব দ্রুত রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। কারণ, পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা তুলনামূলকভাবে দ্রুত পুনর্বাসন ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেলেও, পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে 'অস্থায়ী', 'আগত', 'বহিরাগত', এমনকী 'অর্থনৈতিক বোঝা' হিসেবেও চিহ্নিত হন। পশ্চিমবঙ্গের শহুরে সমাজে 'ঘটি-বাঙাল' বিভাজন যেমন সামাজিক দূরত্ব তৈরি করেছিল, তেমনই অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে 'বাঙালি' পরিচয়কে ধীরে ধীরে 'বহিরাগত' রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে 'উদ্বাস্তু' পরিচয়টি আর কেবল স্থানচ্যুতির বর্ণনা রইল না— এটি হয়ে উঠল ক্ষমতা, ভাষা, নাগরিকত্ব ও পরিচয়-রাজনীতির অংশ।

কারা এই পরিচয়কে স্থায়ী করল?

'উদ্বাস্তু' শব্দটি কোনও একক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি নয়। এটি রাষ্ট্র, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ভারতে জনগোষ্ঠীগুলিকে সর্বদা বিভক্ত ও শ্রেণিবদ্ধ করে শাসন করেছে— হিন্দু-মুসলিম, উপজাতি-অ-উপজাতি, দেশীয়-বহিরাগত ইত্যাদি পরিচয়ের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পরেও সেই প্রশাসনিক মানসিকতার একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের 'পূর্ণ নাগরিক' হিসেবে নয়, বরং 'পুনর্বাসনের প্রাপক' হিসেবেই দেখা হয়। একইসঙ্গে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ এবং ভাষিক রাজনীতিও এই পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করে তোলে। বিশেষত অসমে বহু ক্ষেত্রে 'বাঙালি' পরিচয়কে 'বহিরাগত' ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অথচ বাস্তবে বহু বাঙালি পরিবার দেশভাগের বহু আগেই অসমে বসবাস করত।

'উদ্বাস্তু' ও 'অনুপ্রবেশকারী' : দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতা

জনপরিসরে বহু সময় 'উদ্বাস্তু', 'অভিবাসী', 'অনুপ্রবেশকারী' এবং 'দেশভাগ-পীড়িত'— এই সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতাগুলোকে এক করে দেখানো হয়। অথচ ইতিহাসগত ও আইনগতভাবে এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দেশভাগ-পীড়িত জনগোষ্ঠী অবিভক্ত ভারতেরই নাগরিক ছিলেন। তাঁদের বাস্তুচ্যুতি ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল— কোনও বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনা নয়। এই পার্থক্যটি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করে দেওয়া হলে ইতিহাস বিকৃত হয় এবং একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়।

'উদ্বাস্তু' তকমার অন্তর্নিহিত রাজনীতি : রাজনীতিতে 'অপরীকরণ' বা othering একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল। যখন কোনও জনগোষ্ঠীকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম 'উদ্বাস্তু', 'বহিরাগত' বা 'অনুপ্রবেশকারী' বলা হয়, তখন ধীরে ধীরে তাদের নাগরিক আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করতে শুরু করে— 'এই দেশ কি সত্যিই আমার?' এই মানসিক অবস্থাই রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, তখন নাগরিক অধিকার আর স্বাভাবিক অধিকার থাকে না— তা পরিণত হয় অনিশ্চিত অনুমতিতে। ফলে একটি জনগোষ্ঠী সহজেই ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়, প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হয় এবং নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক অর্থে কি বাঙালি হিন্দুরা 'উদ্বাস্তু'? এখানেই মূল বিতর্ক। কারণ, দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গও ছিল অবিভক্ত ভারতের অংশ। যারা ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি বা সিলেট থেকে এসেছেন, তারা কোনও বিদেশি ভূখণ্ড থেকে আসেননি— তারা একই দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তরিত হয়েছেন। সুতরাং, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য হলো— তাঁরা বিদেশি নন— তাঁরা দেশভাগের বলি। 'উদ্বাস্তু' শব্দটি তাই অনেকাংশে রাজনৈতিক নির্মাণ— যা ধীরে ধীরে একটি জনগোষ্ঠীকে স্থায়ীভাবে 'আগত' হিসেবে দেখানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। দেশভাগ মানুষকে বিভক্ত করেনি, বিভক্ত করেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার মানচিত্র। মানুষ, ভাষা, সংস্কৃতি ও স্মৃতি সেই বিভাজনের বহু ঊর্ধ্বে ছিল এবং আজও রয়েছে।

'সিলেট প্রশ্ন' : ইতিহাসের সবচেয়ে উপেক্ষিত সত্য : 'উদ্বাস্তু বাঙালি' পরিচয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 'সিলেট' প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসের প্রতি অন্যায় হবে। ঐতিহাসিকভাবে সিলেট ছিল বাংলারই অংশ। ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস ও সামাজিক পরিচয়ের দিক থেকে সিলেট বৃহত্তর বঙ্গীয় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সিলেটকে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে। অর্থাৎ, সিলেট প্রথমে বাংলা, পরে প্রশাসনিকভাবে অসম, তারপর দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো— জমি এক হাত থেকে অন্য হাতে সরে গেলেও, তার মানুষ কি রাতারাতি বদলে যায়?

নিশ্চয়ই না।

একটি ভূখণ্ডের রাজনৈতিক মালিকানা বদলাতে পারে, কিন্তু সেই ভূখণ্ডের মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্মৃতি ও নাগরিক সত্তা রাতারাতি বদলে যায় না। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ সিলেটি মানুষ রাতারাতি দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু যারা বহু প্রজন্ম ধরে অসমে বসবাস করছিলেন, কর দিচ্ছিলেন, ব্যবসা করছিলেন, প্রশাসনে কাজ করছিলেন— তারা কীভাবে হঠাৎ 'বহিরাগত' হয়ে গেলেন? দেশভাগ ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের শিকার মানুষদের 'অনুপ্রবেশকারী' বা 'উদ্বাস্তু' আখ্যা দেওয়া এক গভীর নৈতিক ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতি।

ভারতের সিলেটিরা কারা?

ভারতের সিলেটিরা কোনও বহিরাগত জনগোষ্ঠী নন। তাঁরা এই দেশেরই নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসম— উভয় অঞ্চলের ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে সিলেট প্রথমে বৃহত্তর বাংলার অংশ ছিল— পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে অসমের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে সিলেটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত গড়ে উঠেছে বাংলা ও আসাম— উভয় ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অসমের আধুনিক প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং নগর সমাজ গঠনে যেমন সিলেটিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষাক্ষেত্র ও উদ্বাস্তু-উত্তর সামাজিক পুনর্গঠনের ইতিহাসেও তাঁদের অবদান গভীরভাবে জড়িত। বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্বভারতের বহু সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের ইতিহাসে সিলেটি জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

'সিলেটি' পরিচয়ও মূলত একটি ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়, যা ধর্মীয় বিভাজনের বহু আগেই গড়ে উঠেছিল। দেশভাগ রাজনৈতিকভাবে মানুষকে বিভক্ত করলেও ভাষা, লোকসংস্কৃতি, স্মৃতি ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারেনি। তাই ভারতের মাটিতে বসবাসকারী সিলেটিদের 'উদ্বাস্তু' বলা কেবল অপমানজনক নয়— এটি রাষ্ট্রের নিজের ইতিহাস অস্বীকার করার সামিল। কারণ, ভারতের সিলেটিরা অসমেরও সন্তান, বৃহত্তর বঙ্গীয় ইতিহাসেরও উত্তরাধিকারী। তাঁদের বহিরাগত বলা মানে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও ঐক্যবদ্ধ নৈতিক অবস্থানের প্রশ্ন : আজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে— বিশেষত অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য রাজ্যে— অসংখ্য জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন, যাঁদের সামাজিক বা পারিবারিক শিকড় সিলেটি সমাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্ন দলীয় সীমারেখার চেয়ে অনেক বড়। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে— দেশভাগের ইতিহাস, নাগরিক মর্যাদা এবং পরিচয়-সংকটের মতো মানবিক বিষয়ে কি একটি বৃহত্তর নৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়? কারণ, 'ভারতের সিলেটিরা' কোনও বিচ্ছিন্ন বা অস্থায়ী জনগোষ্ঠী নন। তাঁরা এই দেশেরই মানুষ— এই দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিসরের সক্রিয় নির্মাতা। তবু সময়ে সময়ে তাঁদের একাংশকে 'উদ্বাস্তু', 'বহিরাগত', 'অনুপ্রবেশকারী', 'ঘুসপেটিয়া' ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে— যা কেবল রাজনৈতিক ভাষা নয়, বহু মানুষের আত্মমর্যাদার ওপর-ও গভীর আঘাত। সম্ভবত সময় এসেছে রাজনৈতিক দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে এই ঐতিহাসিক প্রশ্নটিকে নতুনভাবে দেখার। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি বিভাজনে নয়, বরং তার ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীগুলোকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে। ভারতের সিলেটিরা 'অপর' নন। তাঁরা এই মাটিরই মানুষ। এই ইতিহাসেরই উত্তরাধিকারী। এই দেশ ও সমাজ গঠনের সমান অংশীদার।

অসমিয়া সমাজ ও সিলেটি প্রশ্ন : সংঘাত নয়, সহাবস্থানের প্রয়োজন : এই আলোচনার উদ্দেশ্য অসমিয়া সমাজ বা তাদের ভাষাগত-সাংস্কৃতিক উদ্বেগকে অস্বীকার করা নয়। অসমের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত সত্তা রক্ষার প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক উদ্বেগের সমাধান কোনও জনগোষ্ঠীকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম 'বহিরাগত' আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে হতে পারে না।

সহাবস্থান, ইতিহাসের সৎ পুনর্মূল্যায়ন এবং সাংবিধানিক নাগরিকত্বের ভিত্তিতেই দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সমন্বয় সম্ভব।

বর্তমান সময়ে এই তকমার প্রাসঙ্গিকতা : আজ স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে বহু প্রজন্ম ভারতে জন্মেছে, বড় হয়েছে, কর দিচ্ছে, সেনাবাহিনীতে কাজ করছে, প্রশাসনে আছে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে। তবু যদি তাদের 'উদ্বাস্তু বাঙালি' বলা হয়, তা হলে সেটা কার্যত নাগরিক সমতার ধারণার বিরুদ্ধে যায়, সাংবিধানিক পরিচয়ের বদলে বিভাজিত পরিচয়কে জোরদার করে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিচয়-সংকট তৈরি করে, গণতান্ত্রিক সহাবস্থানকে দুর্বল করে।

একজন তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের ভারতীয় বাঙালিকে 'উদ্বাস্তু' বলা কেবল অযৌক্তিক নয়— এটি মানবিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকেও অসঙ্গত।

ইতিহাসের পুনর্পাঠের প্রয়োজন : সম্ভবত সময় এসেছে দেশভাগের ইতিহাসকে নতুন করে দেখার। বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নয়, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিতে। কারণ, দেশভাগ কোনও সাধারণ অভিবাসনের ঘটনা ছিল না— এটি ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে সংঘটিত এক বৃহৎ মানবিক বিপর্যয়। যারা সেই বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিলেন, তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম 'আগত' হিসেবে চিহ্নিত করা ইতিহাসের অন্যায়কে দীর্ঘস্থায়ী করা ছাড়া আর কিছু নয়। একইসঙ্গে সিলেটি সমাজেরও প্রয়োজন নিজেদের ইতিহাস, দলিল, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আরও সুসংগঠিতভাবে সামনে আনা। কারণ, ইতিহাস যদি নীরব থাকে, তা হলে তার জায়গা দখল করে নেয় রাজনৈতিক বয়ান।

'উদ্বাস্তু বাঙালি' শব্দটি নিছক একটি প্রশাসনিক অভিধা নয়— এটি উপমহাদেশের বিভক্ত ইতিহাস, পরিচয়-রাজনীতি এবং নাগরিক মর্যাদার গভীর সংকটের প্রতীক।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো— যারা দেশভাগের শিকার হয়েছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই ইতিহাসের আদালতে অভিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ সত্য হলো— তাঁরা এই দেশেরই মানুষ। তাঁদের নাগরিকত্ব করুণার বিষয় নয়— এটি তাঁদের ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক অধিকার। বিশেষত সিলেটের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়— ভূখণ্ডের সীমানা বদলাতে পারে, মানচিত্র বদলাতে পারে, শাসক বদলাতে পারে, কিন্তু মানুষের ইতিহাস এবং আত্মপরিচয় রাতারাতি বদলে যায় না। ভারতের সিলেটিরা তাই 'উদ্বাস্তু' নন। তাঁরা এ দেশেরই মানুষ। অসমেরও সন্তান। বৃহত্তর বঙ্গীয় ইতিহাসেরও উত্তরাধিকারী। দেশভাগের ক্ষত বহন করে চলা ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। মানচিত্রের রেখা বদলাতে পারে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসকে উদ্বাস্তু করা যায় না।

দেশভাগের পরেও করাচির রাজপথে লড়ছে 'হিন্দু জিমখানা'

অন্বেষা বিশ্বাস

'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়...'

করাচির ব্যস্ত রাজপথের কোলাহল এড়িয়ে ওই পুরনো প্রাসাদটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, আজও যেন আচমকা সময় থমকে যায়। শত বছরেরও বেশি পুরনো, জীর্ণ পাথরের দেওয়াল, খোদাই করা কারুকাজে মোড়া খিলান আর একলা পড়ে থাকা শান্ত বারান্দাগুলো যেন আজও নিজেদের বুকের গভীরে লুকিয়ে রেখেছে এক হারিয়ে যাওয়া চেনা পৃথিবীর গল্প। একসময় যেখানে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেই জমে উঠত গান-বাজনা, সংস্কৃতি, উৎসব আর একরাশ স্বপ্নের মেলা, দেশভাগের নির্মম ঝড়ে সেই চেনা আঙিনাই রাতারাতি হয়ে উঠেছিল এক লহমায় সব হারিয়ে ফেলার বিচ্ছেদ, বেদনা আর কান্নার সাক্ষী।

ইতিহাসের ধুলোমাখা পাতাগুলো ওল্টালে বোঝা যায়, এই ভবনটি তো কেবল ইট-পাথরের কোনও জড় নির্মাণ নয়, এ যেন এক সময়ের সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকা হিন্দু সমাজের আত্মপরিচয়, দেশভাগের সেই রক্তাক্ত স্মৃতি আর নিজের ভিটেমাটি থেকে উপড়ে যাওয়া লক্ষাধিক মানুষের হারিয়ে যাওয়া শিকড়ের এক জীবন্ত দলিল।

দেশভাগে বদলে গেল সবকিছু : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতশত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে, হয়েছে রাজনৈতিক পালাবদল, বেদখল হয়ে গেছে নিজের বুক চিরে থাকা বিঘার পর বিঘা জমিও! আজ যখন মালিকানা আর অধিকারের আইনি বিতর্কেও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে এর অস্তিত্ব, তখনও করাচির বুকে বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই 'হিন্দু জিমখানা'। সে যেন নিভৃতে আমাদের কানে কানে মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কখনও পুরোপুরি মুছে যায় না। ইতিহাস বেঁচে থাকে পাথুরে স্থাপত্যের শরীরে, ইতিহাস বেঁচে থাকে মানুষের বুকের ভেতরের পুরনো স্মৃতিতে, আর সময়ের গভীরে জমে থাকা অগণিত না-বলা গল্পে।

জিমখানা— শব্দটা কানে আসতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্রিটিশ আমলের এক চিলতে সাহেবি কেতা, পুরনো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের আভিজাত্য আর সবুজ মাঠে খেলাধুলোর কোলাহল। গবেষকদের মতে, হিন্দি-উর্দু 'গেন্দ-খানা' অর্থাৎ বল খেলার জায়গা থেকেই কালক্রমে জন্ম নিয়েছিল এই 'জিমখানা' শব্দটি। উনিশ শতকের সেই ঔপনিবেশিক ভারতে এই জিমখানাগুলো কেবল টেনিস, বিলিয়ার্ড বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল না, তা ছিল সমাজের প্রভাবশালী মানুষদের সান্ধ্যকালীন আড্ডা, রাজকীয় নৈশভোজ আর সামাজিক মেলামেশার একচ্ছত্র কেন্দ্র। সময়ের চাকায় ভর করে সাহেবদের দেখাদেখি ভারতীয় সম্প্রদায়গুলোও একসময় নিজেদের মতো করে জিমখানা গড়ে তুলতে শুরু করে। ইতিহাসের এমনই এক সন্ধিক্ষণে, ১৯২৫ সালে করাচির বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এক অনন্য স্থাপত্য— 'হিন্দু জিমখানা'। শতবর্ষ ছোঁয়া সেই ঐতিহাসিক ভবন আজও অতীত আর বর্তমানের এক অদ্ভুত সেতুবন্ধন হয়ে টিকে রয়েছে।

এক রাতেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া 'জিমখানা' : যে সময় হিন্দু জিমখানা তৈরির পরিকল্পনা চলছে, তখন পৃথিবীর মানচিত্রে 'পাকিস্তান' নামক কোনও রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। করাচি তখন ব্রিটিশ ভারতের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রাণচঞ্চল বন্দরনগরী। বাণিজ্য, জাহাজ পরিবহন আর সম্পত্তির হাত ধরে শহরের অর্থনৈতিক রাশ ছিল মূলত তৎকালীন হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই, নিজেদের সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং আর্থিক সমৃদ্ধিকে উদ্‌যাপন করতে তাঁরা এমন এক মিলনায়তন চেয়েছিলেন, যা হবে তাঁদের ঐতিহ্যের প্রতীক। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শেঠ রামগোপাল গোবর্ধনদাস মোহাত্তা। তাঁরই আন্তরিক উদ্যোগে ব্রিটিশ প্রশাসন ১৯২১ সালে প্রায় ৪৭ হাজার বর্গগজ জমি ১০০ বছরের জন্য লিজ দেয়।

এরপর উপমহাদেশের অন্যতম প্রথম মুসলিম স্থপতি আগা আহমদ হোসেনের নকশায় শুরু হয় নির্মাণকাজ। মোগল ও ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটানো হয় এই ভবনে। অনেকে বলেন, এর কারুকার্যে আগ্রার ইতিমাদ-উদ্-দৌলার সমাধি এবং ফতেহপুর সিক্রির মহিমার প্রভাব স্পষ্ট। যোধপুর, বিজাপুর এবং করাচির স্থানীয় অঞ্চলের বিশেষ পাথর দিয়ে তৈরি এই ভবনের অষ্টভুজাকার টাওয়ার, ঝরোখা, ছত্রি, খোদাই করা পাথরের অলঙ্করণ আর রাজকীয় গম্বুজ ভবনটিকে এক রাজপ্রাসাদের রূপ দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে উদ্বোধনের পর এটি রাতারাতি করাচির হিন্দু সমাজের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এই প্রাসাদের ভাগ্য একঝটকায় বদলে দিল। দেশভাগের কাঁটাতারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে করাচির অধিকাংশ হিন্দু পরিবার রাতারাতি পাড়ি দিল ভারতে। একসময়ের উৎসবমুখর, প্রাণচঞ্চল জিমখানা আচমকা নিঃঝুম, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল। পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে এটিকে 'ইভাকুই প্রপার্টি' বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে। এরপরের কয়েক দশকে ভবনের মূল জমির ওপর দিয়ে একের পর এক কোপ পড়ে। কোথাও সরকারি দফতর, কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবার কোথাও নতুন নতুন নির্মাণ মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ, মূল ৪৭ হাজার বর্গগজ জমির প্রায় ৯০ শতাংশই কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে সামান্য কিছু অংশ।

দেশভাগের দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে...

গত শতাব্দীর সত্তরের ও আশির দশকে দেখভালের অভাবে ভবনটির অবস্থা এতটাই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, তা ভেঙে ফেলার আশঙ্কা তৈরি হয়। তবে পাকিস্তানের বিভিন্ন হেরিটেজ সংগঠন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণকর্মীদের তৎপরতায় সে যাত্রা রক্ষা পায় এই স্মৃতিসৌধ। সিন্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ আইনের অধীনে এটিকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একে জাদুঘর বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার নানা পরিকল্পনা হলেও, শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালে পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব পারফর্মিং আর্টস' (এনএপিএ)-র হাতে ভবনটি ৩০ বছরের জন্য লিজে তুলে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই এই ঐতিহাসিক আঙিনায় নাটক, সঙ্গীত, অভিনয় ও নানাবিধ শিল্পচর্চার কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

তবে এই লিজের হাত ধরেই শুরু হয়েছে এক নতুন আইনি ও সামাজিক বিতর্ক। করাচির হিন্দু সম্প্রদায় এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংগঠনগুলির দাবি— যেহেতু এই ভবনটি হিন্দু সমাজের ইতিহাস, পরিচয় ও আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এর ঐতিহাসিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে এর ওপর হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার স্বীকার করা হোক। অন্যদিকে, এনএপিএ-র যুক্তি, দীর্ঘদিন ধরে তারা এই স্থানটিকে করাচির সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচালনা করছে, সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের সরিয়ে দিলে শহরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(সৌজন্য : দ্য ওয়াল)

পলকে

‘গ্রুমিং গ্যাং’

লন্ডন, ৩ জুন : শিশু ও নাবালিকাদের উপর ভয়ংকর যৌন নির্যাতন চালানো পাকিস্তানি গ্রুমিং গ্যাংয়ের তথ্য প্রকাশ করা হল ব্রিটেনের সংসদে। ব্রিটেনে নির্যাতিতাদের বয়ান তুলে ধরে এমপি রুপের্ট লো সংসদের কাছে আর্জি জানালেন, নির্যাতিতাদের বয়ান শুনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ব্যক্তিগত তদন্তের ভিত্তিতে সংসদে তিনি জানান, দিনের পর দিন অসংখ্য নাবালিকা অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অথচ পুলিশ থেকে প্রশাসন সবাই চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। ২০০৩ সালে ব্রিটেনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল গ্রুমিং গ্যাং কেলেঙ্কারি। ‘দ্য টাইমস’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল এই রিপোর্ট। তদন্তে উঠে আসে পাকিস্তানিরা ব্রিটেনের মাটিতে বসে চালাত ভয়ংকর এই অপরাধচক্র। ১১ থেকে ১৬ বছরে অসহায়, অরক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ কিশোরীদের টার্গেট করত এই গ্যাং। সংসদে এক নির্যাতিতার বয়ান তুলে ধরেন এমপি রুপের্ট লো। যেখানে এক নির্যাতিতা বলছেন, তাঁর বয়স তখন ছিল ১২ বছর। সেই সময় তাঁর যৌনাঙ্গে মদের বোতল ঢুকিয়ে দিয়েছিল একজন। অন্য এক নির্যাতিতার দাবি, ৩ বছর ওরা তাঁকে যৌনদাসী করে রেখেছিল। তাঁর বয়স তখন ছিল ১৩ বছর। এই সময়ে ৬০০ থেকে ৭০০ জন পুরুষ তাঁকে ধর্ষণ করে। ১৫ বছরের আর একটি মেয়ে জানায়, নির্যাতনের জেরে তাঁর যোনি ও মলদ্বার দিয়ে ভয়ংকর রক্তপাত হচ্ছিল।

রুদ্রম-২

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন ‘আকাশ থেকে ভূমি’ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষায় সাফল্য পেল ভারতের ‘প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা’ (ডিআরডিও)। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ওড়িশার চাঁদিপুর উপকূলে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান থেকে শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন (সামরিক পরিভাষায় যাকে ‘ম্যাক থ্রি’ বলা হয়) ‘রুদ্রম-২’ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা হয়েছে। ডিআরডিও সূত্রের খবর, ‘রুদ্রম’ সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুপক্ষের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম) এড়িয়ে রাডার, ট্র্যাকিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে সক্ষম। ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা যেতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। ২০২০ সালে প্রথম বার সুখোই যুদ্ধবিমান থেকেই সফল পরীক্ষা হয়েছিল এই সিরিজের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র ‘রুদ্রম-১’-এর। মার্কিন ‘এজিএম-৮৮ই’ ‘অ্যান্টি রেডিয়েশন গাইডেড মিসাইল’-এর সমতুল্য রুদ্রমে রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন ‘আইএনএস-জিপিএস নেভিগেশন’ এবং ‘হোমিং হেড’। যা বিকিরণ বা বিচ্ছুরণের (তাপ, তেজস্ক্রিয়তা বা রশ্মি) উৎসগুলি সহজেই চিহ্নিত করতে পারে।

চলল গুলি

পাটনা, ৩ জুন : পাটনায় জনপ্রিয় শিক্ষক খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে চলল গুলি। মঙ্গলবার রাতে পাটনার মুসাল্লাপুর হাটের কাছে শিক্ষক খান স্যারের কোচিং ইনস্টিটিউটের বাইরে গুলি চলে। এই ঘটনায় একজন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন এবং তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাতেই ঘটনাস্থলে যান পাটনা এসএসপি, এসপি এবং একাধিক পুলিশ দল। অন্য একটি কোচিং ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। এসপি সিটি দীক্ষা জানিয়েছে, ‘এই ঘটনায় জড়িতরা রাস্তার ওপারে অবস্থিত কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানে সবকিছু যাচাই করা হচ্ছে; অভিযোগ নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। সমস্ত ভিডিও ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সবকিছু যাচাই করা হচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি, একজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে; এখনও পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে।’

সম্মত ইরান

তেহরান, ৩ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান ইতোমধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা অর্জন না করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে দিতে পারি না। দেশটি ইতোমধ্যেই সম্মত হয়েছে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র রাখবে না।’ ইরানে সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ‘অত্যন্ত বড় সাফল্য’ অর্জন করছে দাবি করে ট্রাম্প বলেন, ‘তেহরান কোনোভাবেই সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। তার ভাষায়, ‘ইরানের কোনও নৌবাহিনী নেই, কোনও বিমানবাহিনী নেই। তাদের খুব কম সেনা রয়েছে। তাদের কোনও নেতৃত্বও নেই। তাদের অর্থনীতি ধসে পড়ছে।’ তিনি আরও দাবি করেন, ইরানে মুদ্রাস্ফীতির হার ২৫০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং দেশটি নানা ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। হরমুজ প্রণালি অবরোধের সম্ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না— এ প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি সম্ভাবনা কম। আমার ধারণা, বিষয়টির সমাধান খুব দ্রুত হয়ে যাবে।’ ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা ও সংঘাত প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার ভূমিকা সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘তিনি অবশ্যই জড়িত। বলা হচ্ছে, তিনি অনুমোদন দিচ্ছেন, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই বিষয়গুলো পরিচালিত হয়ে আসছে।’

৫ দিনে ৮০৫৬ মৃত্যু ! তাপপ্রবাহে ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ৩ জুন : মাত্র ৫ দিনে ৮ হাজার ৫৬ জনের মৃত্যু ! শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু এটাই বাস্তব হতে পারে উত্তরপ্রদেশে ! যদি তাপপ্রবাহ পাঁচদিন ধরে চলে, তাহলে এই বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক অতীতে তাপমাত্রা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপে তাপপ্রবাহ ঘনঘন কামড় বসাতে শুরু করেছে। আর এই পরিস্থিতিতেই বিশেষজ্ঞরা উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি নিয়ে এহেন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এমন আশঙ্কা করছেন তাঁরা ? এক্ষেত্রে তাঁরা মাথায় রেখেছেন ২০২৪ সালের তাপপ্রবাহের পরিসংখ্যান। সেবছর তাপমাত্রা সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। কেবল উত্তরপ্রদেশেই নয়, বলা যায় গোটা পৃথিবীতে। এদিকে একই ভাবে আশঙ্কার মেঘ ঘন হয়েছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান নিয়েও। বিহারে ৩ হাজার ৬১৫ জনের মৃত্যু হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। একই ভাবে বাকি দুই রাজ্যে যথাক্রমে মৃত্যু হতে পারে ২ হাজার ৯৬৪ এবং ২ হাজার ৬৬৪ জনের। সব ক্ষেত্রেই ওই রাজ্যগুলির সাম্প্রতিক অতীতে তাপপ্রবাহে হওয়া মৃত্যু, জনঘনত্বের হিসেব ইত্যাদি দিকে নজর রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আরও দাবি, গোটা দেশে এমন দীর্ঘ তাপপ্রবাহে মারা যেতে পারেন ৩০ হাজার মানুষ। এর মধ্যে কেবল উত্তরপ্রদেশেই মৃত্যু হতে পারে ৮ হাজার মানুষের। কেন সেরাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে এতটা উদ্বেগ ? আসলে যোগীরাজ্যই দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। সাধারণ পরিস্থিতিতেও এখানেই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিসংখ্যানগুলি কেবল প্রাথমিক অনুমান মাত্র। বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। এর কারণ হল, এই সমীক্ষাটি শহরগুলোর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে।

গ্রামীণ এলাকার মানুষ (যেমন কৃষক ও শ্রমিক) প্রখর রোদের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন। অথচ তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার উপায় তাঁদের কাছে কম থাকে। তাই, গ্রামে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

কুয়েত বিমানবন্দরে ইরানের হামলায় হত ভারতীয়

তেহরান, ৩ জুন : ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। কুয়েত-বাহরিনের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এর জেরে কুয়েতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। মৃত্যু হয়েছে একজন ভারতীয় নাগরিকের। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস। কুয়েতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল্লা আল-সানাদ জানিয়েছেন, ইরানের হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানবন্দর। মোট ৬৩ জন আহত হয়েছেন। একাধিক হাসপাতালে তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেকেই আশঙ্কাজনক। বিস্ফোরণের পরেই ঘটনাস্থলে ২৫টি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়। এদিকে এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়ে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছে কুয়েতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। পাশাপাশি বলা হয়েছে, কুয়েত প্রশাসন নিহতের পরিবারকে সবরকম সাহায্য করবে। কুয়েতের অসামরিক বিমান পরিবহন দফতর জানিয়েছে, বুধবার হামলার জেরে বন্ধ রয়েছে দেশটির বিমান চলাচল। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পারস্য সাগর, হরমুজ প্রণালী ও কেশন দ্বীপে মার্কিন হানার ‘বদলা’ নিতেই তারা কুয়েতে হামলা চালিয়েছে। সেই সঙ্গে মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংসের দাবিও করেছে তারা। এদিকে বাহরিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, সাইরেনের শব্দ শোনা গিয়েছে দেশের বহু অংশে। সেদেশের নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এদিকে ইরানের সেনার শেয়ার করা একটি ভিডিওয় বাহরিনের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র দেখা গিয়েছে। গত কয়েকদিনে যুদ্ধের আগুনে হাওয়া দিতে শুরু করেছে দুই পক্ষই। সম্প্রতি ইরানের শীর্ষ নেতা বাঘের ঘালিবাফ স্পষ্ট করেন, ইরান আমেরিকাকে বিশ্বাস করে না। প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, যুদ্ধের প্রথম দিনে নিহত হলেও আয়াতোল্লা খামেনেই জানিয়েছিলেন আমাদের আলোচনার টেবিলে বসা প্রয়োজন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এখন আর আলোচনার জায়গা নেই। ইরানের বহু শীর্ষ আধিকারিক প্রকাশ্যে আমেরিকাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের সেই আগুন আরও গনগনে হয়ে ওঠার আশঙ্কাই সত্যি হল।

যুদ্ধের দামামায় ১০০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ৩ জুন : ফের ভল্লুকের থাবায় রক্তস্নাত দালাল স্ট্রিট। মধ্যপ্রাচ্যে ফের যুদ্ধের দামামা বাজতেই বিশ্ব বাজারে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। হরমুজের জট ছাড়ানোর সম্ভাবনা কার্যত শিকেয় উঠতেই হুড়মুড়িয়ে নামল দালাল স্ট্রিটের সূচক। বুধবার সকালে বাজার খুলতেই ১০০০ পয়েন্টের নিচে নেমে যায় সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে নামে নিফটিও। বুধবার সকালে বাজার খোলার পরই ধস নামতে দেখা যায় বাজারে। সেনসেক্স প্রায় ১০০০ পয়েন্ট নিচে নামে। এরপর বেলা যত বাড়তে থাকে লাগাতার নিম্নমুখী হয় বাজার। বেলা ১২.৩০ নাগাদ সেনসেক্স ১০০২.৫৪ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৩৪ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ৭৩,৬৪৭.৩০তে। পাল্লা দিয়ে নেমেছে নিফটিও। রিপোর্ট বলছে, এই সময়ে নিফটি ২৮৮.৮৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.২৩ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩,১৯৪.৭০ তে। ব্যাঙ্ক নিফটিও নেমেছে ১০০-র পয়েন্ট। বর্তমানে ব্যাঙ্ক নিফটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ৫৩,৬২০.৫৫তে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা টেকনোলজি সেক্টরের টিসিএস (-৮.৩৭%), টেকমহিন্দ্রা (-৫.৭১%), এইচসিএলটেক (-৪.৯৩%), ইনফোসিস (-৩.৯১%), এলটিএম লিমিটেড (-৭.২০%)-এর মতো শেয়ারগুলির। এই খারাপ অবস্থার মাঝেই উর্ধ্বমুখী হয়েছে ডিএমএআরটি (+২.৯৩%), অ্যাপলো হাসপাতাল (+২.৪৫%), সাইমেন্স এনার্জি (+২.০৪%), ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (+১.১৩%)-এর মতো শেয়ারগুলি। শেয়ার বাজারের এই দুর্দশার নেপথ্যে বেশ কতগুলি কারণ সামনে আসছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইরান-আমেরিকা শান্তিচুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা। বুধবার ফের কুয়েত, বাহরিনের মতো দেশে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট চরম আকার নিয়েছে। হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম বুধবার ০.৮৮ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৯৬.৮৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে মন্দা আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীরা গত কয়েকমাসে বিপুল টাকা তুলে নিয়েছে বাজার থেকে। বেলাগাম ভাবে পড়ছে টাকার দাম।

প্রয়াগরাজে একই পরিবারের ৪ সদস্যের দেহ উদ্ধার

প্রয়াগরাজ, ৩ জুন : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ মালাকা এলাকায় একই পরিবারের ৪ সদস্যের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ৪ জনকেই খুন করা হয়েছে। প্রতিবেশীরা বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন, পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে। পুলিশ কর্মীরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে বাড়ির মালিক বীরেন্দ্র বৈশ্য, তাঁর স্ত্রী অনিতা এবং তাঁদের মেয়ে মীনাক্ষীর মৃতদেহ আলাদা আলাদা ঘরে দেখতে পান। এছাড়াও একটি দোকান থেকে এক পুরুষের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। বুধবার প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অজয় পাল শর্মা বলেন, ‘আমরা প্রথমে দক্ষিণ মালাকায় বীরেন্দ্রর বাসভবন থেকে বীরেন্দ্র বৈশ্য, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করি। তাঁদের মালিকানাধীন একটি তালাবদ্ধ, খালি দোকান থেকে আরও একটি পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, যাকে তাঁদের ছেলে অভিষেক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাঁদের আরেক ছেলে, অশ্বিনী, বর্তমানে প্রতারণার অভিযোগে কৌশাম্বী জেলে বন্দি। ঘটনাস্থলের একটি দেওয়ালে ‘বান্টি, বাবলি আর বহু মেরেছে’ লেখা একটি বার্তা পাওয়া গেছে, যা তদন্তাধীন। ফরেনসিক দল আঙুলের ছাপ এবং অন্যান্য প্রমাণ পরীক্ষা করছে এবং আরও সূত্রের সন্ধানে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার জন্য পাঁচটি দল মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, পরিবারটিকে কোনও ভারি বস্তু দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের দল এখন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।’

বেঁচে আছেন মোজতবা খামেনেই

তেহরান, ৩ জুন : মোজতবা খামেনেই কোথায় ? তিনি কি বেঁচে রয়েছেন ? এই গুঞ্জন আজকের নয়। যদিও শোনা গিয়েছে, তিনি বেঁচে রয়েছেন। গোপন বাঙ্কারে থেকেই শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় অংশও নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন বিদেশ সচিবও একই দাবি করলেন। জানালেন, মোজতবা জীবিত। পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকাও নিচ্ছেন শান্তি আলোচনায়। মার্কিন সেনেটে বিদেশ-সম্পর্কিত কমিটির সামনে রুবিও জানিয়েছেন, ‘এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি ক্রমশ কোনও না কোনও পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন শান্তি আলোচনায়। যদিও তাঁর সমস্ত যোগাযোগই লিখিতভাবে এবং মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকদিন আগেই ইরানের একটি সংবাদমাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছিল, মোজতবা এখন অনেকটাই সুস্থ। তাঁর শরীরে যে ক্ষত ছিল সেগুলি সেরে গিয়েছে। তার হাঁটুতে সামান্য আঘাত রয়েছে। সেটিও শীঘ্রই সেরে যাবে। এছাড়া তাঁর কানেও সামান্য আঘাত রয়েছে। সেগুলি ছাড়া মোজতবার আর কোনও সমস্যা নেই। শত্রুরা ক্রমাগত গুজব ছড়াচ্ছে। আসলে তারা তাঁকে খুঁজছে। কিন্তু সন্ধান পাচ্ছে না। ইরানের সুপ্রিম লিডারকে নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষও। কিন্তু তাঁদের ধৈর্য ধরা উচিত। তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। সঠিক সময়ে তিনি জনসমক্ষে আসবেন। ফের মোজতবার উপরে হামলা হতে পারে এই আশঙ্কায় ইরানও যথেষ্ট সতর্ক থাকছে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও অনেকে নাকি জানেন না কোথায় আছেন মোজতবা। এই পরিস্থিতিতে রুবিও দাবি করলেন, মার্কিন হামলায় প্রাণ হারাননি মোজতবা।

যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর জবাবের হুঁশিয়ারি ইরানের

তেহরান, ৩ জুন : ইরানের কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে কোনও সামরিক হামলা চালালে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। ইরানের সামরিক নেতাদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র আবার হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হবে। তাদের মতে, কাতার, বাহরাইন এবং কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোও সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। এদিকে উত্তর ইজরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় বুধবার বিমান হামলার সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, আকাশসীমায় ‘শত্রু বিমান’ অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় এ সতর্কতা জারি করা হয়। তবে সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। অন্যদিকে হিজবুল্লাহ ও ইজরায়েলের মধ্যে আংশিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সমঝোতা অনুযায়ী, ইজরায়েল বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা বন্ধ রাখবে এবং হিজবুল্লাহও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও হামলা চালাবে না। তবে এই সমঝোতা চলমান সংঘাতের পূর্ণ অবসান ঘটাবে না বলে জানিয়েছে লেবাননের দূতাবাস।

ইজরায়েলের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ৮৯ মরদেহ বিক্রি করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় !

তেল আভিভ, ৩ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের দু’টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে দান করা অন্তত ৮৯টি মরদেহ মার্কিন নৌবাহিনীর মাধ্যমে ইজরায়েলের সামরিক সার্জনদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দানকারীদের পরিবারের সদস্যরা। তাদের প্রশ্ন, প্রিয়জনদের দেহ সামরিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে- এ তথ্য আগে জানানো হলে তারা কি শরীর দানে সম্মতি দিতেন? যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদায় বসে একদিন হঠাৎ একটি উদ্বেগজনক খবর পেলেন মেডিক্যাল কেস ম্যানেজার মরিয়ম ভলপিন। খবরটি পাঠিয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার এক শিক্ষানবিশ সাংবাদিক। জেনিফার নেহরা নামের ওই শিক্ষার্থী একটি অনুসন্ধানী দলের সদস্য ছিলেন। তারা তদন্ত করছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য দান করা মরদেহগুলো মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে একটি গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। আরও অভিযোগ উঠেছে, এর মধ্যে কিছু মরদেহ ইজরায়েলের সামরিক সার্জনদের প্রশিক্ষণেও ব্যবহার করা হয়েছে। মরিয়ম ভলপিন বলেন, খবরটা শুনে আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠেছিল। শারীরিকভাবে খুব খারাপ লাগছিল। ২০২১ সালে তার ১০১ বছর বয়সী মা জ্যানেট মারা যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিমানবাহিনীর নার্স ছিলেন জ্যানেট। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের শরীর ইউএসসিতে দান করে গিয়েছিলেন। এখন মরিয়মের আশঙ্কা, তার মায়ের দেহ হয়তো ইজরায়েলের সামরিক সার্জনদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে গাজায় চলমান যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য।

আহমেদাবাদে অভিযানে পাকড়াও ১৩১ জন অবৈধ বাংলাদেশি

আহমেদাবাদ, ৩ জুন : গুজরাটের আহমেদাবাদে বড়সড় অভিযান চালালো পুলিশ ও অপরাধ দমন শাখা। মঙ্গলবার গভীর রাতে এক বড়সড় অভিযানে আহমেদাবাদ পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ চান্দোলা, গুলাবনগর এবং খোদিয়ারনগর জুড়ে ২৯০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। এদের মধ্যে ১৩১ জনকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং আরও ১৬০ জনকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শহরব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে আধিকারিকরা নথি যাচাই করছেন। আহমেদাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিভিন্ন স্থান থেকে ১০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে এবং বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আহমেদাবাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেসিপি শারদ সিংঘল বলেন, ‘গভীর রাতে এক বড় অভিযানে আহমেদাবাদ পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ আহমেদাবাদের চান্দোলা, গুলাবনগর ও খোদিয়ারনগর-সহ বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হদিশ পেতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ২৯০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্তাদের মতে, বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ১৩১ জনকে আটক করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ১৬০ জন সন্দেহভাজন বর্তমানে ক্রাইম ব্রাঞ্চে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন।

সুদানে ভারতীয় সেনার দাপট, ৫৬৫ জন পেলেন রাষ্ট্রসংঘের শান্তি পুরস্কার

জেনেভা, ৩ জুন : দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ৫৬৫ জন ভারতীয় সৈনিককে পুরস্কৃত করল রাষ্ট্রসংঘ। নাগরিকদের সেবা, সুরক্ষা ও শান্তিরক্ষায় অসামান্য সাফল্যের নিরিখে তাঁদের রাষ্ট্রসংঘ মেডেল দেওয়া হয়েছে। পুরস্কৃত এই ৫৬৫ জন জওয়ানের মধ্যে রয়েছেন ৫৩ জন মহিলা সৈনিকও। রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া এই সম্মান শুধু সেনা তো বটেই, ভারতের জন্যও গর্বের। রাষ্ট্রসংঘের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, অশান্ত দক্ষিণ সুদানে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, পশুচিকিৎসা শিবির আয়োজন, মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ, লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই এবং মানবিক সাহায্য যাতে সহজে পৌঁছতে পারে সেক্ষেত্রে অসামান্য পদক্ষেপের জন্য ভারতের তরফে নিযুক্ত শান্তিরক্ষকদের এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনও এই সাফল্যের জন্য ভারতীয় বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ভারতের স্থায়ী মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ‘ভারতের ব্লু হেলমেটসরা তাঁদের দায়িত্বের সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পেশাদারিত্ব এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সর্বোচ্চ মর্যাদা রেখেছেন। দেশ তাঁদের এই সেবার জন্য গর্বিত।’ উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত এই ব্লু হেলমেটেরা হলেন সামরিক কর্মী, পুলিশ আধিকারিক, বেসামরিক বিশেষজ্ঞ। যাঁদেরকে রাষ্ট্রসংঘের তরফে নিয়োগ করা হয় বিশ্বের অশান্ত অঞ্চলগুলিতে। সেখানে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে শান্তিরক্ষার কাজ করে থাকেন তাঁরা। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ভারতের কার্যকলাপের গৌরবময় দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের পাঠানোর নিরিখে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে ভারতের ৪, ২০০-এরও বেশি সামরিক ও পুলিশ সদস্য রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন মিশনে মোতায়েন রয়েছেন। যার মধ্যে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ১৫৫ জন। এই শান্তিরক্ষার কাছে নিযুক্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত ১৮০ জন ভারতীয় শহিদ হয়েছেন।

ভারতের উপর ফের ১২.৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৩ জুন : ভারতের উপর ফের ১২.৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব আমেরিকার । তবে শুধু ভারত নয়, মার্কিন আইনের ৩০১ ধারাকে হাতিয়ার করে ভারত-সহ মোট ৬০টি দেশের উপর এই শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দিয়েছে মার্কিন বাণিজ্য দফতর। মার্কিন আইন অনুযায়ী, জোরপূর্বক শ্রমের বিনিময়ে তৈরি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করতেই এই শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া সংকটের মাঝে ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ভারতের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। মার্কিন বাণিজ্য দফতরের দাবি অনুযায়ী, যে ৬০টি দেশের উপর ১২.৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারত, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশ। হোয়াইট হাউসের দাবি, জোরপূর্বক শ্রমিকদের কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে যে দেশগুলি ব্যর্থ হয়েছে এবং যারা এই সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে ব্যর্থ তাদের বিরুদ্ধেই এই পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে দেশগুলি জোরপূর্বক শ্রম-ভিত্তিক আমদানির ওপর পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক এবং যারা এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি তাদের উপর ১২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে। যদিও এই প্রস্তাব এখনও আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে। জনমত গ্রহণ ও পর্যালোচনার পরই মার্কিন প্রশাসন এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আমেরিকার তরফে এই ধরনের শুল্কের প্রস্তাব এমন সময়ে এল যখন দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামী ২ জুন থেকে ৪ জুন পর্যন্ত চলা আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হল, দুই দেশের বাণিজ্যিক বাধা কমানো এবং শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতা দূর করা। এরই মাঝে এহেন প্রস্তাব নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে আমেরিকা এই বাণিজ্য আইন পাশ করেছিল। আইনের ৩০১ ধারা অনুযায়ী বিদেশি বাণিজ্যিক কার্যকলাপের তদন্ত ও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের ক্ষমতা পায় মার্কিন বাণিজ্য দফতর। যদি সরকার মনে করে বিদেশে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ অন্যায্য বা মার্কিন বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে আমেরিকা সেই দেশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চিনা আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল এই আইন।

দুস্থ ছাত্রীকে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্য সারদা সংঘের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : বুধবার শিলচর শ্রীসারদা সঙ্ঘ 'মায়ের বাড়ি' নতুনপট্টিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মালুগ্রাম গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া পাটোয়াকে পড়াশোনার জন্য আর্থিক অনুদান হিসেবে বার্ষিক ছয় হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। বিগত তিন বছর ধরে সঙ্ঘ শিলচর শহরের দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই সেবামূলক কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে।

দশম শ্রেণির ছাত্রীর হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দিচ্ছেন সারদা সঙ্ঘের সদস্যরা।

একের পাতার পর

কোণঠাসা গতিচ্যুত মমতা

হিসেবে পরিচিত ফিরহাদ হাকিম বুধবার কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মধ্যে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন। তিনি ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসে ভাঙনের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান টিএমসির সংকটের তুলনা টানেন। অধীররঞ্জন হতাশ তৃণমূলের কর্মীদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আদর্শের ভিত্তিতে যারা টিএমসির জন্য কাজ করেছেন এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কংগ্রেস তাদের জন্য দরজা খোলা রেখেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বুধবারের নাটকীয় বিদ্রোহের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ক্ষমতার সংঘাতের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দলের সমস্ত কমিটি ও শাখা সংগঠন ভেঙে দিয়েছেন। নতুন সংসার হলেও ঋতব্রত শিবিরও ঘর গোছানোর জন্য সময়ব্যয়ে রাজি নয়। এদিনই মুখ্য সচেতকের সঙ্গে চারজন উপনেতা মনোনয়নও সেরে নেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋতব্রতের সঙ্গে বহিষ্কৃত সন্দীপন সাহা, জাভেদ আহমদ খান, শিউলি সাহা ও সাবিনা ইয়াসমিন। এতদিন ধরে যে দলটিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হতো, এদিনের ঘটনাবলি সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ও অনিশ্চিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য একে মারাত্মক সংকট বলতে নারাজ। ঋতব্রতের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ফিরহাদের ইস্তফাকেও সাময়িক বলেই উল্লেখ করেন। কুণাল জানান, বিজেপি সরকারের সঙ্গে তাঁর কাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে ফিরহাদ আগেই ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। মমতা তাঁকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এদিন ফিরহাদ একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে দলনেত্রীর অনুমোদন পেয়ে যান।

শিলঙে এনইসি-র পূর্ণাঙ্গ

পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পের বিকাশ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আগে বুধবার অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি বৈঠকে বাঁশ ও আগরভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন, 'অষ্টলক্ষ্মী দর্শন' প্রকল্প এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্সগুলির কার্যক্রমও খতিয়ে দেখা হয়।

এনইসি সূত্রে জানা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) অধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে নর্থইস্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট ও ব্যাঙ্কার্স কনক্লেভের ফলাফল, যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, লজিস্টিক্স পরিকাঠামো, পর্যটন প্রসার এবং অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ সম্ভাবনাময় প্রকল্পসমূহ।

অধিবেশনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে 'নর্থইস্ট ভিশন প্ল্যান ২০৪৭'। এই দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখার লক্ষ্য হল স্বাধীনতার শতবর্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করা। এছাড়া সদস্যরা আঞ্চলিক অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবেন এবং আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে মতবিনিময় করবেন।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর উত্তর-পূর্ব পরিষদ (এনইসি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর উদ্যোগে গঠিত হয় ডোনার মন্ত্রক। বর্তমানে এই দুই সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে সড়ক, সেতু, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণে এবারের এনইসি অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

দ্রৌপদীর দরবারে অসমের কথা

রাষ্ট্রপতি ভবনের 'গ্রন্থ কুটির' পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ ঘুরে দেখেছেন। ১১টি শাস্ত্রীয় ভারতীয় ভাষার পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের সমৃদ্ধ সংগ্রহের মাধ্যমে 'গ্রন্থ কুটির' ভারতের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। 'গ্রন্থ কুটির' পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, এক ছাদের নীচে ভারতের শতাব্দীপ্রাচীন সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সত্যিই মুগ্ধকর। তিনি আরও বলেন, দেশের সভ্যতাগত ঐতিহ্যের এই অনন্য ভাণ্ডারকে সযত্নে তুলে ধরার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয় প্রশংসার দাবিদার। রাষ্ট্রপতি ভবনে এই সাক্ষাৎ এবং 'গ্রন্থ কুটির' পরিদর্শনের ছবি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়, ভারতের সমৃদ্ধ ও বহুধাবিস্তৃত সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন হল 'গ্রন্থ কুটির', যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ভাষার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ।

দিল্লিতে কর্পোরেট কর্তাদের

জানা গেছে, এই বৈঠকগুলোতে অসমে বিভিন্ন শিল্প ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং নতুন বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ, বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজতর ব্যবস্থার বিষয় তুলে ধরেন। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা এবং বিভিন্ন প্রণোদনার কথাও তিনি শিল্পগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন।

কলকাতা-ভিত্তিক রশ্মি গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠকে ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও লজিস্টিকস খাতে সম্ভাব্য বিনিয়োগ এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্য সরকার মনে করছে, পরিকাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জ্বালানি এবং লজিস্টিকস খাতে আগামী কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, গত বছর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০ : ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সামিট'-র পর থেকেই রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ওই সম্মেলনে উৎপাদন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, প্রযুক্তি, জ্বালানি ও লজিস্টিকস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা।

সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবায়নের পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতেই শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী এবং কর্পোরেট নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়েছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই দিল্লি সফরকে সেই বৃহত্তর বিনিয়োগ-কৌশলেরই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অর্থনীতি বাঁচাতে সঞ্চিত সোনা

ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ অনেকখানি কমেছে। এর উপর জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ভারতের জন্য গোদের উপর বিষফোঁড়া। আর্থিক চাপের জেরে টাকার দর কমতে থাকা ভারতের অর্থনীতির জন্য আরও বেশি উদ্বেগের। এই সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যেই সোনা বিক্রির পথে হেঁটেছে আরবিআই। যার লক্ষ্য দেশের বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার অটুট রাখা। ব্লুমবার্গের দাবি অনুযায়ী, গত ২২ মে শেষ হওয়া সপ্তাহ ও তার ঠিক আগের সপ্তাহ মিলিয়ে দু'দফায় দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণভাণ্ডার কমেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের।

কিন্তু ব্লুমবার্গের ওই রিপোর্টকে সঠিক বলে মানছে না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, দেশের সঞ্চিত সোনা বিক্রি করা নিয়ে আমরা কিছু রিপোর্ট দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এই খবরগুলি অসত্য। যদিও তাতে বিতর্কে পুরোপুরি ইতি টানা যাচ্ছে না।

তামিল বিজেপির 'পোস্টারবয়'

নাইনার নাগেন্দ্রনকে। এমনকী নির্বাচনে দল তাঁকে টিকিটও না দিয়ে কার্যত বসিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বিতর্ক মাথাচাড়া দিলে সাংবাদিক বৈঠক করে আন্নামলাই জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও গত কয়েকমাসে একাধিকবার বিজেপির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি। এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয় আন্নামলাইয়ের বিজেপি ত্যাগের জল্পনা। আন্নামলাইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, বিজেপিতে কোনও ভবিষ্যৎ দেখছেন না তিনি। যার জেরেই এই পদক্ষেপ।

সূত্রের খবর, আন্নামলাইয়ের মান ভাঙাতে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল গেরুয়া শিবির তবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। এই অবস্থায় মঙ্গলবার দফায় দফায় আন্নামলাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন ও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। এমনকী খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও বৈঠক করেন তামিলনাড়ুর এই নেতা। সেখানে আন্নামলাইকে ফেরানোর যাবতীয় চেষ্টা চালান নেতারা। তবে তাতে বিশেষ ফল হয়নি। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে আন্নামলাই জানান, বিজেপির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিচ্ছেদ চান তিনি। এরপরই সভাপতি নীতিন নবীনের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন।

তবে আন্নামালাইয়ের নয়া দল গঠনের চর্চা চরম আকার নিলেও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি চর্চিত আন্নামলাই। উল্লেখ্য, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে বিজেপি সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন আন্নামলাই। তিনিই ছিলেন তামিল বিজেপির পোস্টারবয়। তবে আন্নামলাইয়ের হাতে দায়িত্ব দিলেও দ্রাবিড়ভূমে বিশেষ সাফল্য আসেনি গেরুয়া শিবিরের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর আসনে আন্নামলাই নিজে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে হারেন।

রাহুল, খাড়গের উপস্থিতিতে

আরও শক্তিশালী হয়েছে। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এমবি পাটিল, শরণপ্রকাশ পাটিল এবং ঈশ্বর খাণ্ড্রেকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়েছে। কর্নাটকের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলিত সম্প্রদায় থেকেও তিনজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বর ছাড়াও কেএইচ মুনিয়াপ্পা এবং প্রিয়ঙ্ক খাড়গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন ইউটি খাদার। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন কেজে জর্জ। রেড্ডি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন রামলিঙ্গা রেড্ডি এবং তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন সতীশ জারকিহোলি। কুরুবা সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যতীন্দ্র সিদ্দারামাইয়া এবং ব্যারাথি সুরেশকে। ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের আরেক প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন কৃষ্ণ বাইরে গৌড়া। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে নিয়ে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ মুখ সরকারে স্থান পেলেন। সামাজিক সমীকরণের নিরিখে দেখা যাচ্ছে, লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় থেকে তিনজন, দলিত সম্প্রদায় থেকে তিনজন (উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ), ভোক্কালিগা থেকে দু'জন, কুরুবা থেকে দু'জন, মুসলিম সংখ্যালঘু, খ্রিস্টান, রেড্ডি এবং তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায় থেকে একজন করে প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডিকে শিবকুমারের প্রথম মন্ত্রিসভা সামাজিক বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন প্রভাবশালী সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব দিয়ে কংগ্রেস স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, তাঁদের সরকার সব শ্রেণিকে সঙ্গে নিয়েই চলবে। ভবিষ্যতে এই সামাজিক ভারসাম্য কর্নাটকের রাজনীতি ও কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

বিধানসভার রুপোর স্মারক

ধরনের টেন্ডার না দিয়েই কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে রুপোর স্মারকগুলো কেনা হয়েছিল। বলতে গেলে, নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করেছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ দৈমারি। শুধু তাই নয়, বিধানসভার সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পেও ফুলের নামে প্রাক্তন অধ্যক্ষের আমলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, কোনও ধরনের লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা আয়োজন না করেই শতাধিক যুবক-যুবতীকে চাকরি দিয়েছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ। আর প্রাক্তন অধ্যক্ষের এ ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ বর্তমানে খবরের শিরোনাম দখল করেছে। তবে নতুন অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েই ইতোমধ্যেই ২৯ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন রণজিৎকুমার দাস। একইসঙ্গে প্রাক্তন অধ্যক্ষের আমলে সংঘটিত আর্থিক অনিয়মের তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ দাস।

এদিকে, প্রাক্তন অধ্যক্ষের আমলে বিধানসভার দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী। বুধবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'নতুন বিধানসভার রুপোর স্মারক দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ভালো পাইনি আমরা। কারণ স্মারকটি ব্যবহারযোগ্য নয়। ঘরেই সাজানো রয়েছে স্মারকটি। এর পরিবর্তে অন্য কিছু জিনিস দিলে ভালো হতো।' তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই নতুন অধ্যক্ষ বিধানসভার আর্থিক অনিয়ম নিয়ে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং সঠিকভাবে তদন্ত হওয়াও দরকার।

এদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে রণজিৎকুমার দাসকে বেছে নেওয়ায় মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ দৈমারি। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে শুরুতে তাঁর নাম চর্চায় ছিল। কিন্তু মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের আগেই প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একের পর এক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠে এসেছে। ফলে তাঁর মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়।

দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে

অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সরকারি সংস্থাগুলো অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত রয়েছে। সংস্থাগুলো সময়মতো সাড়া না দিলে ঘটনাটি আরও ভয়াবহ হতে পারত। এখানে চিকিৎসার জন্য আসা বাংলাদেশি এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর লোকজন বিএনবি-তে থাকতেন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রিয়জনদের যারা হারিয়েছেন শোকসন্তপ্ত সেই পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। নিহতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ধর্মীয় মেরুকরণে বাজিমাত

নিঃশেষ হবে। সেইসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও সরব হবে কংগ্রেস। ইতোমধ্যেই রেশন কার্ডে চিনি, লবণ, ডাল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে বাজেটের পর আবার সেসব সামগ্রী দেওয়ার ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমজনতা যখন হাহাকার করছেন, সেই সময় রেশনের সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়ায় পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়েছে, তা বলার আর প্রয়োজন নেই।' এদিকে, এবারের নির্বাচনে উজান অসমে কংগ্রেস একটি আসন জিততে না পারার বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'উজান অসমে কংগ্রেস ভোট পায়নি, সেটা ভুল ধারণা। তবে এটা ঠিক, উজান অসমে একটি আসনও জিততে পারেনি কংগ্রেস। নির্বাচনে হারা-জেতা থাকেই।' এমনকী মিঞা-প্রীতির জন্য উজানের সব ক'টি আসন হারাতে হয়েছে এবার কংগ্রেসকে, এই অভিযোগও উড়িয়ে দেন বিরোধী দলনেতা। এদিকে, নলবাড়ির লাভ-জেহাদের ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'একতরফা প্রেমের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে। যার দরুন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে। আর এটা স্বাভাবিক। তবে জনগণকে সংযমী হওয়ার পাশাপাশি লাভ-জেহাদের ঘটনা নিয়ে সজাগ হওয়া দরকার।'

গুয়াহাটি নিলামে ফের রেকর্ড

উল্লেখযোগ্য নজির গড়েছে সোটাই চা-বাগান। বাগানটির চা কেজি প্রতি ৮৮৯ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দর। গুয়াহাটি নিলাম কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটিসি চা নিলাম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখন লক্ষ্য অর্থোডক্স চায়ের বাজারেও বড় অংশীদারিত্ব অর্জন করা। সম্প্রতি অর্থোডক্স চা উৎপাদনে কেজি প্রতি ১৫ টাকা ভর্তুকি ঘোষণা করেছে অসম সরকার। ফলে এই খাতে নতুন বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। চা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মহলের মতে, প্রিমিয়াম দরে বিক্রি হওয়া লটের সংখ্যা বাড়া এবং ৪০০ টাকার উপরে বিপুল পরিমাণ চা বিক্রি হওয়া, দুই-ই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বাজারে মানসম্পন্ন অসম চায়ের চাহিদা এখনও শক্তিশালী। আর সেই চাহিদার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে গুয়াহাটি টি অকশন সেন্টার।

অদৃতির জন্মদিনে রক্তদান শিবির সার্ভিস ওয়ার্ল্ড-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : সত্যিই এক ব্যতিক্রম। মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষা করার জন্য ইনহাউস রক্তদান শিবির আয়োজনের মাধ্যমে মেয়ে অদৃতির সপ্তম জন্মদিন পালনের এক অভিনব পথ বেছে নিলেন সার্ভিস ওয়ার্ল্ড-র সত্ত্বাধিকারী প্রণব (তাপস) বিশ্বাস ও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। ২ জুন (মঙ্গলবার) কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারে অদৃতির জন্মদিন পালন হল এভাবেই। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বরাকভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের কাছাড় জেলা কমিটিও।

অদৃতির মঙ্গল কামনায় এদিন ৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এরা হলেন সত্যজিৎ দত্ত চৌধুরী, মেঘাঞ্জন চক্রবর্তী, শুভদীপ দত্ত, মনীষ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্র দাস ও বাপন নাগ। শিবির চলাকালীন রক্তদাতাদের মানবিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রত্যেক রক্তদাতাকে ফোরাম এবং ব্লাড সেন্টারের পক্ষ থেকে পৃথক দু'টি সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করা হয়।

রক্তদানের শিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ভিস ওয়ার্ল্ড-র স্বত্বাধিকারী তথা ফোরামের এগজিকিউটিভ মেম্বার প্রণব বিশ্বাস জানান, শুধু নিজের মেয়ের মুখের হাসি নয়, হাসি ফুটুক সেই রোগী সহ তাঁদের পরিবারের সবার মুখে, যারা আজ রক্তের অভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ফোরামের কাছাড় জেলা সভাপতি দেবব্রত পাল। তিনি এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রণব বিশ্বাসকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি অদৃতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন। প্রণবের এই অভিনব পথ অন্যদের উৎসাহিত করবে বলে সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তব্য রাখেন কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের ইনচার্জ ডাঃ শবনম বাহার বড়ভুইয়াও।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের কাছাড় জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক দেবালয় ভাওয়াল, ব্লাড সেন্টারের আরএমও ডাঃ দিলোয়ার হোসেন, টেকনিশিয়ান সুপারভাইজর জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। ব্লাড ডোনার্স ফোরামের কেন্দ্রীয় প্রচার সচিব সুজয় নাথ এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন।

বরাকে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চের দাবি, প্রধান বিচারপতিকে স্মারকলিপি সিআরপিসি-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে এবার প্রধান বিচারপতির কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করল নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি (সিআরপিসি)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাছাড়, শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি এবং ডিমা হাসাও জেলার মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সহজ ও সুলভ করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বুধবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বরাক উপত্যকা ও ডিমা হাসাওয়ের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে গুয়াটিতে অবস্থিত গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান আসনে যেতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভৌগোলিক দূরত্ব, বিপুল যাতায়াত ব্যয় এবং মামলার আনুষঙ্গিক খরচের কারণে সাধারণ মামলাকারীরা চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, ছাত্রছাত্রী এবং আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার কেবল একটি আইনি অধিকার নয়, তা মানবিক মর্যাদা, মানসিক স্বস্তি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিচার ব্যবস্থা যদি ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে তা মানুষের মৌলিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ণ করে। সংগঠনের দাবি, বরাক উপত্যকায় একটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমান ন্যায়বিচারের নীতি আরও সুদৃঢ় হবে। পাশাপাশি মামলার খরচ কমবে, সময় বাঁচবে এবং দক্ষিণ অসমের লক্ষাধিক মানুষের জন্য দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বরাক উপত্যকা ও ডিমা হাসাও অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা গৌহাটি হাইকোর্টে পৌঁছায়। উনিশশো আশির দশক থেকে এই অঞ্চলে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে আসছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমর্থনও পেয়ে এসেছে। এসব কথা উল্লেখ করে ন্যায়বিচার, সমতা এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে বরাক উপত্যকায় অবিলম্বে গৌহাটি হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে প্রধান বিচারপতির কাছে।

নুনছুড়ি ফরেস্ট বিট কার্যালয়ে প্রকাশ্যে বনকর্মীর মদ্যপান! কর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

কালাইন, ৩ জুন : বিট অফিসার নেই, নেই দায়িত্বে থাকা বনকর্মীও। এই ফাঁকে কার্যালয়ে বসে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে মদ্যপান করছেন এক বনকর্মী। বুধবার এমনই এক অনভিপ্রেত দৃশ্য পরিলক্ষিত হল নুনছুড়ি ফরেস্ট বিট কার্যালয়ে। করিমগঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের অন্তর্গত কালাইন ফরেস্ট রেঞ্জের আওতাধীন বিহাড়াস্থিত নুনছুড়ি ফরেস্ট বিট কার্যালয় আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। কর্ম-সংস্কৃতির কোনও বালাই নেই। দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত এই অভিযোগের সত্যতা বুধবার উজ্জ্বলভাবে প্রকট হল। বুধবার দুপুরে নুনছুড়ি বিট কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, এক ব্যক্তি চেয়ারে বসে বিছানায় বোতল রেখে মদ্যপান করছেন। তাকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান বুধবার তার ছুটি রয়েছে। এবং ডিউটিতে রয়েছেন জনৈক আব্দুল নামের বনকর্মী। ওই ব্যক্তির কথায় বিসঙ্গতি ধরা পড়ে। তখন সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পর নেওগ পদবির ওই ব্যক্তি জানান তিনি ফরেস্ট গার্ড। বিট অফিসার কাজল সেন গাছের চারা আনতে গিয়েছেন এবং আব্দুল নামের ফরেস্ট গার্ড অন্যত্র গিয়েছেন। দিনের আলোয় বিট কার্যালয়ে বসে মদ্যপান করার অধিকার কে দিয়েছে, এই প্রশ্ন করলে নেওগ পদবির বনকর্মী কোনও উত্তর দিতে পারেননি। এ ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে দিনের আলোয় যদি নুনছুড়ি ফরেস্ট বিট কার্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় তা হলে রাতে কি হতে পারে। এদিকে, বিট কার্যালয়ের অদূরবর্তী অসম সরকারের বিক্রমপুর গো-উন্নয়ন কেন্দ্র চত্বরে বিশাল পাথরের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিক্রমপুর গো-উন্নয়ন কেন্দ্রের ইনচার্জ ডাঃ দীপঙ্কর পালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান এ বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই বিশাল পাথর মজুত করেছেন এক পঞ্চায়েৎ প্রতিনিধির স্বামী। এ ব্যাপারে বিট অফিসার কাজল সেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এই পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে, প্রশ্ন উঠছে যদি পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়ে থাকে তা হলে বিক্রমপুর গো-উন্নয়ন কেন্দ্রের ইনচার্জকে জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। এতে সত্যিই এই বিশাল পরিমাণ পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না, এ নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে।

PROGRESSIVE PEOPLE's FOUNDATION (PPF)
(Registration No. 2146, Dated 15th September, 2020)

NOTICE NO. 152, DATED 3rd June, 2026

APPEAL ON WORLD ENVIRONMENT DAY (5TH JUNE)

Plant a Tree, Protect Our Future

On the occasion of World Environment Day, 5th June, the Progressive People's Foundation (PPF), Guwahati, earnestly appeals to all District Committees, PPF, students, parents, members, well-wishers, and the general public to actively participate in a plantation drive by planting at least one tree in their homes, institutions, workplaces, or localities.

Trees are indispensable for human survival. They absorb carbon dioxide, release oxygen, regulate temperature, prevent soil erosion, conserve biodiversity, and help combat the growing challenges of climate change and environmental degradation. In an age marked by increasing pollution, deforestation, and extreme weather events, plantation is not merely an environmental activity but a collective responsibility towards future generations. A single tree planted today can provide shade, clean air, and ecological benefits for decades to come. Therefore, let us transform our concern for the environment into meaningful action by planting and nurturing trees.

PPF urges everyone to make this World Environment Day a memorable occasion by contributing to a greener, healthier, and more sustainable world. PPF has decided to organise planation activities in various places on this auspicious occasion. If anyone wishes to undertake a plantation drive on behalf of PPF, the Foundation may provide support in the form of banners, saplings, and other necessary materials for the programme."

"Plant a Tree Today for a Better Tomorrow."

Regards,

(Adv. Abu Yousuf Choudhury)
Trustee, PPF & Coordinator,
Humanity Services Sub Committee, PPF
Mobile No. 9678605786

PPF Address
H No.: 205-A, Ganeshguri, PO.: Assam sachivalaya, P.S: Dispur, Guwahati, Dist: Kamrup (M), Assam, India, Pin: 781006
pmgghyonline@gmail.com www.ppfguwahati.com

Courtesy : Samayik Prasanga

কাছাড়ে বাজেয়াপ্ত হেরোইন ও মদ, ধৃত ২

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : কাছাড়ের কালাইন থানা এলাকার দিগরখালে হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। এর পাশাপাশি ধলাই থানা এলাকার লায়লাপুরে বাজেয়াপ্ত করা হলো মদ। এসব বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিগরখালে একটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৭০ গ্রাম হেরোইন। ১৪টি সাবানের কেসে লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল এসব। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে কালাইন নাতানপুর এলাকার আজাদ উদ্দিন নামের একজনকে।

লায়লা পুরে মিজোরামগামী একটি লরি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৪০ কার্টন দেশে তৈরি বিদেশি মদ। মেঘালয় বিক্রির জন্য নির্ধারিত এসব মদ পাচার করা হচ্ছিল মিজোরামে। গ্রেফতার করা হয়েছে এসব মদ পাচারের সঙ্গে যুক্ত সোনাইর বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন লস্করকে।

পাটনায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারের সামনে চলল গুলি, উত্তেজনা

পাটনা, ৩ জুন : বিহারের পাটনার মুসাল্লাপুর এলাকায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারের সামনে চলল গুলি। মঙ্গলবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি ছোড়ে বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে। গুলিতে কেউ হতাহত না হলেও কোচিং সেন্টারের এক রক্ষীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন খান স্যার। ওই রক্ষীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশের কাছে খান স্যারের দাবি, তিনি কম পারিশ্রমিক নিয়ে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেন। তা কোচিং সেন্টার মাফিয়াদের গাত্রদাহর কারণ।

এসপি শহর দীক্ষা জানিয়েছে, 'এই ঘটনায় জড়িতরা রাস্তার ওপারে অবস্থিত কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানে সবকিছু যাচাই করা হচ্ছে, অভিযোগ নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। সমস্ত ভিডিও ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সবকিছু যাচাই করা হচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি, একজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে।'

মঙ্গলবার রাতে খান স্যারের কোচিং ইনস্টিটিউটের বাইরে গুলি চলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুধবার সকালে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউটটির বাইরে জড়ো হন। তাঁরা প্রতিবাদ দেখান, তাই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় সূত্রের খবর, দু'টি কোচিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে বিবাদ থেকে পাথর ছোড়াছুড়ি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, খান স্যারের ইনস্টিটিউটে হামলা চালানো হয়, এতে একজন নিরাপত্তাকর্মী গুরুতর আহত হন। পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। একজন শিক্ষার্থী জানায়, 'ঘটনাটি গতকাল রাত প্রায় ১০:১৫-১০:২০ মিনিটের মধ্যে ঘটে। আমরা রাত প্রায় ১০টা নাগাদ এখান থেকে বেরিয়েছিলাম এবং সাধারণত ৫-১০ মিনিটের মধ্যে লাইব্রেরিতে যাই। বেরিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে যাই এবং তারপর ছাদে যাই, যেখানে আমি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম। রাত প্রায় ১০:২০ মিনিটের দিকে, আমি একটি বিকট শব্দ শুনি যা গুলির শব্দের মতো মনে হয়েছিল, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে সেটি কিসের শব্দ ছিল।' অপর এক শিক্ষার্থী বলে, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন কখনোই আক্রান্ত না হয়।'

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন খান স্যার। বুধবার সকালে তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত পুলিশের ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের নিরাপত্তার জন্য সারারাত এখানে ৫০-৬০ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই।'

এদিকে গুলি-কাণ্ডে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, শিক্ষক খান স্যারের কোচিং ইনস্টিটিউটের বাইরে গুলি চালানোর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের মতে, ধৃতদের মধ্যে একটি কোচিং ইনস্টিটিউটের পরিচালকও রয়েছেন। বর্তমানে পুলিশ পুরো ঘটনাটি এবং এতে অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা নিয়ে সক্রিয়ভাবে তদন্ত করছে। এই ঘটনায় আরও গ্রেফতারের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বারইগ্রামের নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ বিধায়ক জাকারিয়ার

আব্দুর রহমান

বিনোদিনীবাজার, ৩ জুন : উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পাপ্পা সম্প্রতি বারইগ্রাম চেরাগীর মহিমা ফাউন্ডেশন পরিচালিত 'মহিম নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' পরিদর্শন করেন। তার এই সফরকে কেন্দ্র করে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, মহিমা ফাউন্ডেশন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি সমাজে ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ফাউন্ডেশন পরিচালিত 'মহিম নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'। পরিদর্শনের শুরুতে মহিমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সুহেল আহমদ ও সহ-সভাপতি সাজার হোসেন বিধায়ক জাকারিয়াকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান। পরবর্তীতে বিধায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। আলোচনায় যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির কারণ, এর সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সি যুবকদের মধ্যেই মাদকাসক্তির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনসচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মকর্তারা মনে করেন, শুধুমাত্র চিকিৎসা নয় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারভিত্তিক উদ্যোগই মাদকাসক্তি প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায়। এ প্রসঙ্গে ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি সাজার হোসেন বলেন, 'জাকারিয়া আহমদ শুধু উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক নন তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। একজন যুব সমাজকর্মী হিসেবে অতীতেও বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে তিনি পাশে ছিলেন। তার জনমুখী চিন্তাভাবনা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সবসময় অনুপ্রাণিত করে।

বিধায়ক হিসেবে আগামীদিনেও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমে তার সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বিধায়ক জাকারিয়া ফেন্দ্রটির কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে সামাজিক সংগঠন, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন এবং সাধারণ জনগণকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করে ভবিষ্যতে গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। পরিদর্শনকালে বিধায়কের সঙ্গে নকিব উদ্দিন, মাসুম আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, মহিমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি সাজার হোসেন, সম্পাদক সুহেল আহমদ, সুবীর নাথ, মাসুম আহমদ, সমাজকর্মী ইনজামুল হক বাবু, শামিম আহমদ তাপাদার, জায়জুল হোসেন, মকবুল হক, আব্দুল মুকিত প্রমুখ।

মালুগ্রাম সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাকে সংবর্ধনা

বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার সঙ্গে সংগঠন মন্ত্রী সহ মালুগ্রাম সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের আচার্য-আচার্যারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : মালুগ্রাম সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে উধারবন্দ কেন্দ্রের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাকে সংবর্ধনা জানানো হল। এ উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ অসম প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী মহেশ ভাগবতজী, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ড. বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র দাস, সমিতির অভিভাবক প্রতিনিধি অনুপমা ভট্টাচার্য, প্রধান আচার্য অঙ্কিতা দেব রায়, সহ আচার্য -আচার্যাবৃন্দ। বিদ্যালয়ের পরম্পরানুযায়ী প্রদীপ শিখার প্রজ্বলন ও মাতৃ বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিধায়ক ও উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের চন্দন ও উত্তরীয় প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়।

বিধায়ককে বিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র ও বিদ্যা নিকেতনের আচার্য বিশাল চক্রবর্তীর হাতে অঙ্কন করা বিধায়কের প্রতিচ্ছবি উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। বিধায়ক বিদ্যার্থীদের প্রতি অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। বিদ্যানিকেতনের উন্নতিকল্পে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি আচার্য-আচার্যাদের একনিষ্ঠ শিক্ষা সেবাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং পরম্পরাগতভাবে কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গান্ধাইবাজারে একই রাতে দুই দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ৩ জুন: দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ফের চুরি-ডাকাতির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে নিলামবাজার থানার অধীন গান্ধাইবাজারে মঙ্গলবার গভীর রাতে দু'টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, গান্ধাইবাজারের সেতুর সামনে অবস্থিত ব্যবসায়ী আব্দুল বাছিত ও উমাচরণ মালাকারের মুদিখানার দোকানের টিনের ছাউনি কেটে চোর দোকানে প্রবেশ করে। চোরেরা নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আব্দুল বাসিত জানান, দোকানের মালপত্রের পাশাপাশি নগদ অর্থও চুরি হয়েছে। অন্যদিকে উমাচরণ মালাকার অভিযোগ করেন, তাঁর দোকান থেকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা নগদ এবং বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় দুই ব্যবসায়ীই ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে নিলামবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ব্যস্ত সড়কের পাশে অবস্থিত দোকানে টিন কেটে চোরেরা নির্বিঘ্নে চুরি চালাতে সক্ষম হওয়ায় পুলিশের রাতের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে গরু, মহিষ, ছাগল, আগরগাছ, দোকানপাট ও বাড়িঘরে চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। অথচ এসব রোধে কার্যকর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। স্থানীয় সচেতন মহল দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে নিলামবাজার থানা অঞ্চলে পুলিশের রাত্রিকালীন টহলদারি আরও জোরদার করার জন্য জেলার পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মাই ভারত পোর্টালে নিবন্ধনের আবেদন জানিয়ে সাইকেল র‍্যালি শ্রীভূমিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩ জুন : শ্রীভূমির মাই ভারত শাখা এবং নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় বুধবার শ্রীভূমির সেটেলমেন্ট রোডের শ্যামসুন্দর বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরজেন্দু রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ অফিসার গৌরব পাণ্ডী বিশ্ব সাইকেল দিবস পালনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং যুবসমাজকে মাই ভারত পোর্টালে নিবন্ধনের আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে দেবাশিসচন্দ্র দেব তার বক্তব্যে নিয়মিত সাইকেল ব্যবহারের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, সাইকেল চালানোর অভ্যাস ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ অফিসার গৌরব পাণ্ডী সবুজ পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে র‍্যালির সূচনা করেন। অর্ধশতাধিক যুবক-যুবতী র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমির নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিসচন্দ্র দেব, লিও ক্লাবের সদস্য অনিরুদ্ধ নন্দী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর কর্মসূচি ও গ্রন্থ উন্মোচন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩ জুন: আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ হল 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও মোকাবিলায় আমাদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন। শ্রীভূমি তথা সমগ্র বরাক উপত্যকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকি এবং করণীয় বিষয়ক এ ধরনের গ্রন্থ প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হতে চলেছে। গ্রন্থটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, পরিবেশগত প্রভাব, প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান, জীববৈচিত্র্যের ওপর জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, দুর্যোগ ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের করণীয় বিষয়গুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায়বিচার, বৃক্ষরোপণ, টেকসই জীবনযাপন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ড. পার্থঙ্কর চৌধুরী, ড. কস্তুরী হোম চৌধুরী, ড. প্রদীপ নাথ, ড. মালবিকা ভট্টাচার্য, ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী, ড. দেবাশিস গুহঠাকুরতা, ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান ও আগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৩: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা) বিষয়ক একটি বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জলবায়ু সংকটের কারণ, প্রভাব ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে নিজেদের মতামত ও জ্ঞান উপস্থাপনের সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছেন ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর সম্পাদক পরিবেশবিদ শ্যামলপ্রসাদ চৌধুরী। আয়োজকদের আশা, এ ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করবে।

এতদসঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব নিয়েও আলোকপাত করা হবে। ফ্রেন্ডস অব আর্থ-এর সভাপতি অপূর্ব দত্ত বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আজ বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবভিত্তিক সমাধান নিয়ে আলোচনা সময়ের দাবি। এই উদ্যোগ সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ। সংস্থার সহ-সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষ সব পরিবেশপ্রেমী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী, গণমাধ্যম প্রতিনিধি সহ সচেতন নাগরিকদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মসূচিকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনের পাতার পর

শ্রীভূমি শহরে জমাজল, বেহাল

ছোট ছোট নালাকে যেমন বড় করতে হবে তেমনি হিউম পাইপের বদলে জল বেরোনোর জন্য কয়েকটি স্থানে বক্স কালভার্ট তৈরি করতে হবে। তাছাড়া সরকারি জমিকে বেদখল মুক্ত করতে হবে জানান বিধায়ক। পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ বলেন, নিয়মিত নালা নর্দমা পরিষ্কার করলে সমস্যা থেকে যেমন কিছুটা পরিত্রাণ লাভ সম্ভব ছিল তেমনি নতুনভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নালা তৈরির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক ছিল বলে মত ব্যক্ত করেন জাকারিয়া আহমদ। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থায়ী কাজ না হলে ফের বেহাল পথের জন্য জনদুর্ভোগ বাড়বে। পথ সংস্কারে এনএইচআইডিসিএলের সক্রিয়তা কামনা করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পাপ্পা)। শ্রীভূমি শহরের চরবাজার চরাকুরি এলাকায় স্লুইচ গেট সংলগ্ন এলাকা ভূমি ধসের কবলে পড়েছে। যে কোনও সময় স্লুইচ গেট ভেঙে কুশিয়ারা নদীর জল শহরে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভাগীয় কর্তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। উন্নয়ন কাজে জেলার বাইরে থাকায় দুরাভাষযোগে সদরবিধায়কের সঙ্গে কথা বলে জেলাশাসকের দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী। তবে দুরভাষে তিনি জানান, ধরনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সবার সঙ্গে থাকবেন। জমাজল ও জাতীয় সড়ক সংস্কারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দেন সবাই।

বিধায়ক অখিল গগৈর মা প্রয়াত

গুণমুগ্ধদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।' এদিকে, সকালে বিধায়ক অখিলের মা-র মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গুণমুগ্ধদের মধ্যে এক এক করে অনেকেই গুয়াহাটির বাসগৃহে এসে তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। এরপর অখিলের মা-র নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় মরিয়নির চেলেংহাট লুখুরাখন গ্রামের বাসগৃহে। সেখানে বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী সহ অজস্র গুণমুগ্ধ অখিলের মা-কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। শোক প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ-এর সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলও। পরে লুখুরাখন গ্রামেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

জীবিত প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেককে

সৃষ্টি করে। বিশেষত জনপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। এদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে বলে জানা গেছে। সাইবার অপরাধের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ও সচেতন নাগরিক সমাজ। তাঁদের মতে, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্য আদান-প্রদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলেও সেখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুয়া তথ্য প্রচার সমাজ ও গণবিশ্বাসের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এনএফ রেলে এজিএম হিসেবে

সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় রেলে যোগদানের পর থেকে রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। দীর্ঘ কর্মজীবনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, রেলওয়ে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, রেল বোর্ড এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন রমেশ কুমার। কর্মজীবনের শুরুতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে সহকারী প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গের তমলুক থেকে দীঘা নতুন রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে সহকারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব সামলান। এছাড়াও রেলওয়ে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে যুগ্ম জেনারেল ম্যানেজার এবং রেল বোর্ডে ভূমি ও সুযোগসুবিধা বিষয়ক পরিচালক পদেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজিএম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্টেশন উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই সময় বিভিন্ন স্টেশন পুনর্নির্মাণ প্রকল্প এবং অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। স্টেশন আধুনিকীকরণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং সালিশি সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমা নতুন রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে মুখ্য প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও চক্রধরপুর বিভাগের দুর্গম পাহাড়ি রেলপথ অঞ্চলে কাঠামো উন্নয়নের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করেছেন তিনি। রমেশ কুমারের দায়িত্ব গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। নতুন দায়িত্বে তাঁর সফল কর্মকাল কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা। রেল মহলের মতে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল কাঠামো উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

সমাজের উন্নয়নে একযোগে কাজ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের জন্য তাঁর কর্মযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরে বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ এবং কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে ফুলাম গামোছা ও স্মারক প্রদান করে সংবর্ধিত করা হয়। উভয় বিধায়কই সমাজের ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ, শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন দাবি পূরণে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন। সভায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের কেন্দ্রীয় ওবিসি মর্যাদা প্রদান, ওবিসি-এনসিএল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার স্বীকৃতি এবং পাঠক্রম চালুসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে দুই বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে মহাসভার সভাপতি রাজকুমার অনিল কৃষ্ণ, এক্সিকিউটিভ সাধারণ সম্পাদক গোপীদাস সিনহা, সহ-সভানেত্রী রীতা সিনহা সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিভিন্ন জেলা শাখার প্রতিনিধি এবং সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমাজের উন্নয়ন, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র রক্ষার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার সাহিত্য সভার সহ-সভাপতি সমীর সিনহা, শিক্ষাবিদ সুশীল কুমার সিনহা, হরিকান্ত সিনহা, সূর্যকান্ত সিনহা, মন্টু সিনহা, চিরকুমার সিনহা, গুরুদাস সিনহা (গুরু), গোপীনাথ সিনহা, ব্রজেন্দ্র সিনহা, প্রীতম সিনহা (পাপাই), নন্দকুমার সিনহা, রঞ্জিত সিংহ, দিলীপ সিনহা, নগেন্দ্র সিনহা, আদিত্য গিরি বড় পাত্র সিনহা, শ্যাম সিনহা প্রমুখ।

সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহ চালুর

রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে এসবের বিরুদ্ধে যায়নি। তবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগেই বলেছিলেন, ইউসিসি আটকাতে হলে তাকে আটকাতে হবে এবং তিনি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হলে প্রথম অধিবেশনেই আইন পাস হবে। তিনি এবার আগের থেকে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং প্রথম অধিবেশনেই আইনটি পাস হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা ওই সময় সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শিক্ষার সাহায্যে। কুসংস্কার প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে এবং এসবের বিরুদ্ধে যুগের পর যুগ ধরে সংস্কার হয়েছে। তবে এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশের আইনকে মানেন না, তাই তাদের বিরুদ্ধে আইনের মাধ্যমেই লড়াই করতে হয়েছে। তাই আমি মনে করি এই আইনকে বাস্তব রূপ দেওয়া এমন একটি সমাজ সংস্কার, যার তুলনা সতীদাহ প্রথা বন্ধের সঙ্গে করা যায়।'

আইন পাস হওয়ার পর এটি ব্যবহারের স্তরে আসার আগে বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে এটি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে এবং বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে শেষমেষ রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছবে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেওয়ার পর এটি ব্যবহারের জন্য নিয়ম ঘোষণা হবে। তারপরেই আইনটি বলবৎ হবে। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় মাস লেগে যেতে পারে। মিলন জানান, আইনটিতে চারটি খণ্ড রয়েছে, ১৬টি চ্যাপ্টার, ৩৯৮টি সেকশন এবং ৭টি সিডিউল রয়েছে। তিনি বলেন, 'আজকের যুগে বহু যুবক-যুবতী লিভ-ইন সম্পর্কে থাকেন। তবে দেখা যায় একটা সময়ের পর বিশেষ করে ওই সম্পর্কে থাকা মেয়েরা হেনস্তার শিকার হন। এই আইনের অধীনে এবার থেকে এসব সম্পর্কের বিষয় প্রশাসনকে অবগত করাতে হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে যদি কোনও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে, পুলিশ নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পারবে। অনেকে বলছেন, এর মাধ্যমে পুলিশ মানুষের বেডরুমে ঢুকে যাবে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এক মাসের মধ্যে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানোর প্রয়োজন। তবে সেটা যদি কেউ না করেন, তখনও প্রথমে পুলিশ আগে তানের অভিভাবকদের কাছে বিষয়টি জানাবে। অতীতে বহু আইন হয়েছে এবং আইনের রক্ষক হিসেবে কাজ করে পুলিশ। তাদের নিয়ে অযথা ভীতি ছড়ানো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।'

তিনি জানান, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল মেনে পার্বত্য উপজাতিদের এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে এবং এর পেছনেও রয়েছে দেশের সংবিধান। তিনি বলেন, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং আইনের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির শাস্তি সমান হবে, সেখানে কেউ আলাদা নয়। তবে সংবিধান কিছু কিছু সম্প্রদায়কে বিশেষ অধিকার দিয়েছে, সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের জীবনশৈলী অত্যন্ত আধুনিক এবং সুন্দর। তাদের সুরক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য, তাই তাদের বাইরে রাখা হয়েছে। এনিয়েও অনেকে অযথা মন্তব্য করছেন, তবে তাদের আগে সংবিধান বোঝা উচিত।' ইউসিসি নিয়ে জনমনে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে এদিন শিলচরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বিধায়ক ড. মিলন দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা, সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ রায় ও গোপাল রায় এবং মুখপাত্র জয়ন্ত চক্রবর্তী। রূপম বলেন, 'এই আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে আরও বেশি জানানো প্রয়োজন। তাই আমরা বিভিন্ন এলাকায় এ নিয়ে আলোচনা করছি। বিধানসভায় মিলন যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন, আমরা চাই তাঁর মাধ্যমে এই বার্তা আরও বেশি করে জনগণের কাছে পৌঁছাক।' এদিন সাংবাদিক সম্মেলন শেষে দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

ইউসিসি কার্যকর হলে সংবিধান

সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, হাইলাকান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান মানব চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় রায়, উপ-সভাপতি সঞ্জয় কুমার দে, প্রবীণ নেতা সন্দীপন পাল, আইনজীবী পৃথ্বীশ কান্তি দাস এবং জয়দীপা দাস লস্করসহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ রাজদীপ রায় বলেন, ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের সময় দেশকে একটি অভিন্ন দেওয়ানি ব্যবস্থার আওতায় আনার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। সংবিধান সভার হাজার হাজার বৈঠকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। ড. বি আর আম্বেদকর, জে মুন্সি এবং কৃপালনিজির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ইউসিসির পক্ষে জোরালো মতামত দিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অপরিহার্য।

তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, উত্তরাধিকার এবং পারিবারিক আইন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সেই সময়ে ইউসিসি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। যদিও ড. আম্বেদকর ও তাঁর সহকর্মীরা ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এবং উত্তরাধিকার আইনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা দেশে অভিন্নতা আনতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনগুলোর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়ে যায়। তবুও সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন, ভবিষ্যতে সমাজ আরও পরিণত হলে একসময় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ ও পারিবারিক আইনের অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব হবে।

ডাঃ রায় বলেন, স্বাধীনতার পর সাত দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ দেশের সামাজিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে ৩০টি রাজ্যের মধ্যে ইতোমধ্যে দু'টি রাজ্যে ইউসিসি কার্যকর হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে ২০২৪ সালে এবং গুজরাতে ২০২৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এই আইন চালু হয়েছে বলে তিনি জানান। অসমের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, রাজ্যের প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ৩৪ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে ইউসিসির প্রশ্নে অসমের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই অসম বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাশ করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে ডাঃ রাজদীপ রায় বলেন, ১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা পূর্বতন জনসংঘ ইউসিসি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে। লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে দলের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার ছিল। তিনি বলেন, বিজেপি বরাবর তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রামমন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এর মধ্যে প্রথম দু'টি বাস্তবায়িত হয়েছে, আর এখন ইউসিসিও সমগ্র দেশে কার্যকর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ রাজদীপ রায় আরও বলেন, অসমে ইউসিসি কার্যকর হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু মহিলাদের মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে। পৈতৃক সম্পত্তি, পিতা-মাতার সম্পত্তি কিংবা পারিবারিক সম্পদের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার লাভ করবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার ইউসিসি বিলের মাধ্যমে সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে। আইনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বিলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমত, বহুবিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারবেন না এবং এ বিষয়ে আইনে স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ত্রিপল তালাক প্রথার অবসান ঘটবে। তৃতীয়ত, লিভ-ইন রিলেশনশিপ সম্পর্কেও নির্দিষ্ট বিধান আনা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীরা বিবাহ ছাড়া একসঙ্গে বসবাস করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পূর্বে অবহিত করতে হবে বলে তিনি জানান।

প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের

মানবিক মূল্যবোধ জোরদারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। মওলানা মাহমদুল হাসান বলেন, 'সিদ্দেক আহমদ একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও জনদরদি নেতা। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা সমাজের জন্য এখনও অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে আগের মতোই মানুষের পাশে থাকতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা সময়ের দাবি। মানুষের কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদও এ সৌজন্য সাক্ষাতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভালোবাসা ও দোয়া তাঁকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। তিনি সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্মানবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকালে উভয় নেতা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি, যুবসমাজের নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও মতবিনিময় করেন। তাঁরা মনে করেন, একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠনে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের ইতিবাচক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশ-জাতির শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

নরসিংহপুরে নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ দায়ের করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযানে নেমে দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয় এবং নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া দুই যুবকের নাম নিজাম উদ্দিন শেখ এবং জয়নুল আহমদ শেখ। অভিযোগ, তারা একটি মোটরসাইকেলে করে নাবালিকাকে নিয়ে গিয়েছিল। তদন্তের ভিত্তিতে সোনাই থানার পুলিশ ধলাই থানার অন্তর্গত শুকতলা এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করে। বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। স্থানীয় সমাজকর্মী অমলেন্দু দাশ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় সোনাই থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাটি সোনাই পি এস কেস নং ৪৮/২৬ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ধারায় তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ডবকায় গরু হত্যার মামলায় তিনজন

করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা তদন্তের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারের পর তিনজনকেই হোজাই আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, গরু হত্যার এই ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে পুলিশ মামলার আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

কিশোর নাথকে সংবর্ধনা জানাল

কিশোর নাথের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তা আশিস হালদার। অনুষ্ঠানস্থলে তাঁকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিধায়ক কিশোর নাথ বড়খলার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, জনগণের দেওয়া এই বিপুল সমর্থন ও আশীর্বাদের মর্যাদা রক্ষা করে তিনি এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে সর্বদা কাজ করে যাবেন। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা, সমাজসেবী, জনপ্রতিনিধি, বিজেপি কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

গুয়াহাটি যাত্রাপথে উধারবন্দে

আরও বেশি কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা লাভ করেন। পূজার্চনার সময় স্থানীয় ভক্তবৃন্দ, মন্দির কমিটির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। মায়ের আরাধনায় মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র মন্দির চত্বর। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করে। পূজা শেষে উপস্থিত ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন কৃষ্ণেন্দু পাল।

নিষ্ক্রিয় জেলা সভাপতি! কংগ্রেসের

সজল আচার্য আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলতে শুরু করলে, মাঝখানে অভিজিৎ আপত্তি জানিয়ে বলেন তার কাছে অনেক কিছুরই প্রমাণ রয়েছে। এবার পর্যবেক্ষক ঘাটোয়ার ফের হস্তক্ষেপ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন অর্কদীপ রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, অভিযোগ তুলে ধরার যদি সুযোগ দেওয়াই না হয় তবে এভাবে পর্যালোচনা সভা আয়োজনের কোনও মানে নেই। একথা বলে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে যান অর্কদীপ। অর্কদীপ বেরিয়ে যাওয়ার পর নির্বাচনে জেলা সভাপতি সহ জেলা কমিটির একাংশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়ে ওঠেন জ্যোতিলাল দাস, দেবদীপ দত্ত সহ আরও কয়েকজন। এতে পর্যবেক্ষক ঘাটোয়ার আর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যে কাগজে অভিযোগ নথিবদ্ধ করছিলেন তা মোচড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান সভাকক্ষ থেকে। এই অবস্থায় পিছু পিছু বেরিয়ে আসেন অন্যান্যরাও। ভণ্ডুল হয়ে যায় সভা।

দলীয় সূত্রটি জানান, তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন সভার শুরুর দিকে দীনেশ কাহার নামে দলীয় এক কর্মী পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যা অভিযোগ তুলে ধরা হচ্ছে সেসব যেন ডাস্টবিনে ফেলে না দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়। শুধু শিলচরের সভাই নয়,জেলার অন্য বিধানসভা আসনগুলোর পর্যালোচনা পর্বেও সাংগঠনিক দুর্বলতা তথা জেলা কমিটির নিষ্ক্রিয়তার যে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে তা স্বীকার করেছেন পর্যবেক্ষক আমিনুর রশিদ চৌধুরী। তিনি বলেন, এসবের পাশাপাশি অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করাটাও সৃষ্টি করেছে সমস্যার। এত স্বল্প সময়ে সংগঠনের সঙ্গে তাদের তালমিলটা ঠিক মতো গড়ে ওঠেনি। আমিনুর রশিদ বলেন, তারা অভিযোগ পেয়েছেন এবার সেসব তুলে ধরবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈর কাছে। দলকে যাতে শক্তিশালী করে তোলা যায়, এসব যাচাই করে দেখে অবশ্যই এ নিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অবৈধ বাজার গুঁড়িয়ে দিতে শ্রীভূমি শহরে শুরু ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান

বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ময়দানে পুরসভা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩ জুন : পুরসভার ডাকা নাগরিকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীভূমি শহরের বিভিন্ন স্থানে শুরু হল অবৈধ বাজারে উচ্ছেদ অভিযান। বুধবার পুরসভার তরফে বিভিন্ন অবৈধ বাজারে অভিযান চালিয়ে সবকিছু গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযানে নেতৃত্ব দেন পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রীতম শইকিয়া। অল্প বৃষ্টিতেই শ্রীভূমি শহর ডুবে যায় কৃত্রিম বন্যায়। কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের সময় কোটি টাকা ব্যয়ে মাস্টার ড্রেন তৈরি করে জল নিষ্কাশনের পথকে ছোট করে দেওয়া হয়। ফলে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শহর। বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ড ক্ষমতায় আসার পর সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। তবে প্রতিটি ওয়ার্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন নালা তৈরি হয়েছে। জমা জলের সমস্যা নিয়ে ব্রজেন্দ্র রোড এলাকার মানুষ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন এবং পরিণতি হিসেবে

পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রীতম শইকিয়ার উপস্থিতিতে পূর্ত বিভাগের কার্যালয় সংলগ্ন বাজারে চলছে উচ্ছেদ অভিযান।

মাঠে নামে পুরসভা। প্রথমে নালা পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং পরবর্তীতে সরকারি জমি জবরদখলমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যদিও প্রথম দিন ব্রজেন্দ্র রোডে জমি জরিপ করতে এসে সদর সার্কলের কর্তারা নিয়মবর্হিভূতভাবে মাপজোখ করেছেন বলে অভিযোগ। জমা জলের সমস্যা ও জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে নামেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার পুরসভার তরফে জেলা কমিশনারের কনফারেন্স হলে এক নাগরিকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদি, পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে আয়োজিত বৈঠকে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা দোকানপাট ও ঘরবাড়ি উচ্ছেদে আপসহীন হতে হবে। শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অবৈধ বাজার ও স্ট্যান্ডও সরাতে হবে। পুরসভার আওতাধীন এলাকায় অবৈধ বাজার চলতে থাকলে দায়ভার নিতে হবে পুরসভাকে। ফলে অবৈধ বাজার ও গাড়ির স্ট্যান্ড সরিয়ে নিতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভাকে মাঠে নামতে আহ্বান জানান বিধায়ক। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুধবার থেকেই অবৈধ বাজার উচ্ছেদ অভিযান। টাউন ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকা, পূর্ত বিভাগের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা এবং ছত্তরবাজারের সম্মুখস্থলে উচ্ছেদ চালিয়ে অবৈধ বাজার সরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালান পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রীতম শইকিয়া। তিনি বলেন, উচ্ছেদ অভিযান চলবে। সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল যে আবেদন জানিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর পুরসভা। তিনদিন পর ঘাটলাইন, রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ বাজারে অভিযান চালানো হবে বলে জানান প্রীতম শইকিয়া। এদিকে, অগ্রিম কোনও বার্তা না দিয়ে বুধবার বাজারে অভিযান চালানোয় পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ড মাস্টার ড্রেন করে যে সমস্যা সৃষ্টি করে সেটা নিরসনে ব্যর্থ বিজেপি পুরবোর্ড উচ্ছেদ চালিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এখন অনাহারে দিনযাপনে বাধ্য করছে।

বদরপুরকে সিদ্ধেশ্বর ধাম পুরসভা করা হবে, উন্নয়নেও বড় পদক্ষেপ : কমলাক্ষ

এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে শপথ কাটিগড়ার বিধায়কের

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন পুরসভার কার্যবাহী আধিকারিক সিদ্ধার্থ দেব শর্মা।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বদরপুর, ৩ জুন : সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেখানেই সরকারি জমি দখল করে কেউ বসবাস করছেন বা জমি দখল করে রেখেছেন তাদের উচ্ছেদ করা হবে। উচ্ছেদ অভিযান চলবেই। মঙ্গলবার দুপুরে বদরপুর পুরসভায় এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে শপথ নিয়ে এ মন্তব্য করেন কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। তাই কোনও এক বিধায়ক বদরপুর পুরসভার নাম বদল করে সিদ্ধেশ্বর ধাম পুরসভা করার বিপক্ষে তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে বদরপুরকে সিদ্ধেশ্বর ধাম পুরসভা করা হবেই। শহরের আশপাশ এলাকা সহ কাটিগড়ার কিছু অংশ নিয়ে নতুন পুরসভার গঠন হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সেইসঙ্গে বিধায়ক বলেন, তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী বদরপুর শহরকে আধুনিকীকরণ সহ সবরকমে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টার কোনও খামতি রাখবেন না। সব কমিশনারকে সঙ্গে নিয়েই শহরের উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে বিধায়ক এবং সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যও সহযোগিতা করে যাবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। আগে সাংসদ, বিধায়ক এবং পুরসভার মধ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল না তাই কাজ হয়নি। আগে যারা এক্স অফিসিও মেম্বার ছিলেন তাঁরা শুধু কমিশন নিয়েছেন।

এবার কমিশন ছাড়াই কাজ হবে। আগের এক্স অফিসিও সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি। এবার গুরুত্ব সহকারে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন বলেও মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, শহরের জল নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, অডিটরিয়াম হল, খেলার মাঠ সবকিছুই তিনি এই পাঁচ বছরে করে দেখাবেন। তিনি জানান, শহরের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের জন্য টিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এটা হয়ে গেলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের অনুষ্ঠান অনেক আনন্দের। তিনি কমলাক্ষকে জয়ী করার কৃতিত্ব দলের প্রাক্তন ও বর্তমান সব কর্মকর্তা, জেলা সভাপতি এবং চার মণ্ডল সভাপতিকে দেন। সেইসঙ্গে কমলাক্ষকে করিৎকর্মা বিধায়ক হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। এখানকার সংসদ-বিধায়কও বিজেপির। তাই বদরপুর পুরসভার উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে না। তিনি সর্বাবস্থায় পুরবোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার পরামর্শ দেন। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপারসন রুবি নাগ, ভাইস চেয়ারম্যান সীতাংশু রায়, কাটিগড়া কেন্দ্রের বিজেপির চার মণ্ডল সভাপতি মিঠুন শুক্লবৈদ্য, বিশালাক্ষ দে, নিরাপদ দাস, নিত্যগোপাল দে, দীপক দেব, তপন মুহুরি, রঘুনাথ ভুঁইয়া, দীপঙ্কর রায় কর্মকার, মাধব রায় কর্মকার, অনিতা বরুয়া, সান্ত্ব নাগ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বড়বাবু পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। শুরুতে বিধায়ক কমলাক্ষকে এক্স অফিসিও মেম্বার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান পুরসভার কার্যবাহী আধিকারিক সিদ্ধার্থ দেব শর্মা। অনুষ্ঠান শেষে বিধায়ক কমলাক্ষ সাংবাদিকদের জানান, শহরের উন্নয়নে কোনও খামতি থাকবে না। নতুন করে পুরবোর্ড সাজানোর প্রয়াস তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারি জায়গায় বসবাসকারীদের প্রয়োজনে উচ্ছেদ করা হবে বলেও জানান তিনি।

জমা জলে ফের ভাসছে লালা শহর। বুধবার তোলা ছবি।

অবিরাম বর্ষণের জেরে কৃত্রিম বন্যায় ফের ভাসল লালা শহর

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ৩ মে : রাতের অবিরাম বর্ষণে কৃত্রিম বন্যায় ফের ভাসল লালা শহর। অবৈজ্ঞানিক পয়ঃপ্রণালীর কারণে একটু ভারি বর্ষণ হলেই এসপি রোড জলের তলায় চলে যায়। কৃত্রিম বন্যা শহরের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন থেকে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাধিক সড়কের উপর থাকে হাঁটু জল। মানুষের পথচলা ভীষণ দায় হয়ে উঠে। যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। দোকানিদের ঘরেও জল ঢুকে পড়ে। এভাবে দীর্ঘদিন থেকে ভারি বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়লেও লালা পুরসভা রয়েছে ভাতঘুমে। এনিয়ে বারবার পুরসভাকে জানিয়েও জমা জলের সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি বলে স্থানীয় ভুক্তভোগীদের অভিযোগ। ফলে ভারি বর্ষণ হলেই জলমগ্ন হয়ে উঠে লালা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। বছরের প্রথম বর্ষণ থেকেই সব সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এখানকার প্রায় দোকানে জল ঢুকে মালামালের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে বলে অভিযোগ। অনেকের ঘরেও জল ঢুকে যায়। বেশকিছুক্ষণ লোক চলাচলে প্রচণ্ডভাবে ব্যাঘাত ঘটে। আরও অভিযোগ, পুরসভার অকর্মণ্যতায় আজ লালা শহরবাসীকে কৃত্রিম জলে ভাসতে হচ্ছে। একটু ভারি বর্ষণে এভাবে জলমগ্ন হয়ে উঠলেও বাকি ভরা বর্ষায় এখানকার নাগরিকরা যে কৃত্রিম জলে ভাসবেন সেটা বলাই বাহুল্য। এবার হাইলাকান্দির নবনির্বাচিত বিধায়ক মিলন দাসের দিকে চেয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁরা আশাবাদী, বিধায়ক মিলন দাস লালা শহরের জমা জলের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন। স্থানীয়রা বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, এই সমস্যা সমাধানে বিধায়ক দ্রুত বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তাঁরা আশাবাদী। উল্লেখ্য,সময়মতো লালা শহরের ড্রেন পরিষ্কার না করার ফলে এভাবে কৃত্রিম জলে ভাসতে হচ্ছে লালা শহরবাসীকে।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা কাজল চৌধুরীকে অসম বিজ্ঞান সমিতির সংবর্ধনা জ্ঞাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩ জুন : অসম বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্যোগে এবং হাইলাকান্দি শাখার ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা কাজল চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তিনি শ্রীকিষন সারদা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং দীর্ঘদিন ধরে অসম বিজ্ঞান সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। তাঁর এই মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে সম্মাননা জানানো হয়। এ উপলক্ষে অসম বিজ্ঞান সমিতির এক প্রতিনিধি দল এদিন তাঁর বাসভবনে গিয়ে সম্মান জানান। তাঁকে শাল ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন সমিতির সদস্যরা।

সংবর্ধনা প্রদানকারী দলে উপস্থিত ছিলেন অসম বিজ্ঞান সমিতির হাইলাকান্দি শাখার প্রাক্তন সভাপতি তথা কাজল চৌধুরীর কন্যা অধ্যাপিকা সুকন্যা চৌধুরী। এছাড়া প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান জেলা সম্পাদক লুৎফুর রহমান বড়ভূইয়া, ড. রূপম সেন, ড. অসীম কল্যাণ, পারভিন চৌধুরী, প্রসেনজিৎ চৌধুরী, সঞ্জীবকুমার দেব এবং সভাপতি ড. দেবাশিস গুহঠাকুরতা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা অসম বিজ্ঞান সমিতির বিকাশ, প্রসার এবং বিভিন্ন জনমুখী কর্মকাণ্ডে কাজল চৌধুরীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অবদানের কথা স্মরণ করেন। পাশাপাশি সমিতির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক ও সাংগঠনিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির প্রবীণ সদস্যদের গত বছরই সংবর্ধনা জানানোর কথা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে জানান সভাপতি। আগামীতে আরও কয়েকজনকে অনুরূপভাবে সম্মান জানানো হবে।

এএসইবি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যভুক্তির জন্য আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (এএসইবি) এবং এর উত্তরসূরি সংস্থাগুলি এপিডিসিএল, এইজিসিএল ও এপিজিসিএল-র অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠন এএসইবি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠনের আজীবন সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অ্যাসোসিয়েশন পেনশনভোগীদের অধিকার রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি কল্যাণ তহবিল গঠন করে অসহায় ও বিপন্ন সদস্যদের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সেবাও প্রদান করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অসমের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নানা কারণে এখনও সংগঠনের সদস্য হতে পারেননি। পেনশনভোগীদের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদের ওল্ড পেনশন স্কিম (ওপিএস) ও নিউ পেনশন স্কিম (এনপিএস)-র অধীনে অবসরপ্রাপ্ত সব কর্মচারীকে এএসইবি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সদস্যভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোনও কারণে শাখা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হলে,সরাসরি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমূল্য মহন্ত (৯৮৬৪১-৩৪১৭১) অথবা মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক দীপককুমার সাহার (৯৮৬৪৪-৪৮০৩৩) সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

এদিকে, বরাক উপত্যকা জোনাল কমিটির সভাপতি নির্মলকুমার দাস এবং মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক দীপককুমার সাহা সর্বস্তরের অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ কর্মীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাঁচ বছরের 'গ্রহণ' কেটে বড়খলায় ফিরে এসেছে 'আচ্ছে দিন' : কিশোর

শিবির আহমদ বড়ভূইয়া

বড়খলা, ৩ জুন : দীর্ঘ পাঁচ বছরের গ্রহণ কাটিয়ে বড়খলায় 'আচ্ছে দিন' ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার বড়যাত্রাপুরে বিজেপির শ্রীকোণা মণ্ডল কমিটি আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় এভাবেই নিজের বক্তব্যে মন্তব্য করেন নবনির্বাচিত বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। বিজেপির শ্রীকোণা মণ্ডল কমিটির তরফে ফুলাম গামছা, উত্তরীয়, স্মারক ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা জানানো হয় বিধায়ককে। বড়যাত্রাপুরের এক বিবাহ ভবনে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকোণা মণ্ডল সভাপতি জয়প্রকাশ নারায়ণ সিন্‌হা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক কিশোর নাথ বলেন, আমি অতীতে বড়খলাবাসীর পাশে ছিলাম, এখনও পাশে আছি এবং ভবিষ্যতে পাশে থাকব। বড়খলার সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নিজের রাজনৈতিক যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

২০২১ সালে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে দলের জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন। সেই নিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে দল তাঁকে পুনরায় মনোনয়ন দেয় এবং জনগণের আশীর্বাদে তিনি পুনরায় বিধায়ক নির্বাচিত হন। নাম উল্লেখ না করে এক প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমালোচনা করে কিশোর নাথ বলেন, জনগণ ভোটের মাধ্যমে যথাযথ জবাব দিয়েছেন। তবে তিনি অতীতের সব রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভায় জয়প্রকাশ নারায়ণ সিন্‌হা বলেন, ২০১৬ সালে মাত্র ৪২ ভোটে জয়ী হওয়া কিশোর নাথ এবার ৩৬ হাজারেরও বেশি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এটা দলীয় কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফল। তিনি পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করার আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের প্রবীণ নেতা রমাংশুশেখর নাথ, প্রাক্তন শালচাপড়া মণ্ডল সভাপতি বিজয় সিন্‌হা, প্রাক্তন বড়খলা মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম নাথ, বেণুভূষণ নাথ, শ্রীকোণা মণ্ডলের প্রভারী সমর সাহা, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রাজ্জাক বড়ভূইয়া, রাজ্য সদস্য নুরুল আলম মজুমদার, পীযুষকান্তি নাথ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক জেলা ও মণ্ডল পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। এদিন বিধায়ক কিশোর নাথের হাত দিয়ে ১০ জন অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীর হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক কিশোর নাথকে সংবর্ধনা জানানোর একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার বড়যাত্রাপুরে।

অটোভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নাগরিকদের তীব্র প্রতিবাদ শরিফনগরে, গঠিত কমিটি

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৩ জুন : শ্রীভূমি শহর সংলগ্ন রেলওয়ে গেট থেকে অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক হয়ে পোয়ামারা, শরিফনগর, বাঘন ও নলুয়া পর্যন্ত চলাচলকারী কয়েকজন অটোচালক হঠাৎ করেই যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করায় এলাকাজুড়ে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা বা মতবিনিময় ছাড়াই একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় শরিফনগর বাজারে বৃহত্তর এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণকে নিয়ে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জিপি সভাপতি তথা মালেগড় আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সহ-সভানেত্রীর প্রতিনিধি হোসেন আহমদ চৌধুরী।

সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শরিফনগর এলাকার কিছু অটোচালকের মনগড়া সিদ্ধান্তে ভাড়া বৃদ্ধি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সভায় উপস্থিত প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সুখেন্দু শুক্লবৈদ্য, সমাজসেবী মহি উদ্দিন চৌধুরী, মইন উদ্দিন, হোসেন আহমদ চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সামান্য জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে জেলার অন্য কোনও অটো অ্যাসোসিয়েশন ভাড়া বৃদ্ধি করেনি। সেক্ষেত্রে শুধু শরিফনগর এলাকায় একতরফাভাবে ভাড়া বৃদ্ধি অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। তাঁরা উদাহরণ টেনে বলেন, শ্রীভূমির বিশাল এলাকার সামনে থেকে সুপ্রাকান্দি পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার পথের অটোভাড়া ২০ টাকা এবং নিলামবাজার পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটারের ভাড়া ৩০ টাকা।

সেই তুলনায় রেলওয়ে গেটের আসাম মেডিক্যাল থেকে শরিফনগর বাজার পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটারের ভাড়া ১০ টাকা এবং নলুয়া পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটারের জন্য পূর্বনির্ধারিত ২০ টাকা ভাড়াই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বলে তাঁরা মতপ্রকাশ করেন।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, জেলার কোথাও ভাড়া না বাড়লেও শরিফনগর এলাকায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার পথের জন্য ভাড়া ২০ ও ৩০ টাকা নির্ধারণ করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রয়োজনে এ বিষয়ে জেলা কমিশনার ও জেলা পরিবহন আধিকারিকের (ডিটিও) কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও সভায় হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বক্তারা অভিযোগ করেন, শরিফনগর এলাকায় কোনও বৈধ অটো অ্যাসোসিয়েশন নেই। অনেক চালকের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই এবং কিছু অটোর প্রয়োজনীয় নথিপত্রও অসম্পূর্ণ। ফলে একতরফাভাবে ভাড়া বাড়ানোর কোনও নৈতিক বা আইনগত অধিকার তাঁদের নেই। তবে ভবিষ্যতে জ্বালানি তেলের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে সাধারণ জনগণ ও অটোচালকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে বলেও সভায় মতপ্রকাশ করা হয়। আপাতত পূর্বনির্ধারিত ভাড়াতেই যাত্রী পরিবহন চালিয়ে যাওয়ার জন্য অটোচালকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সুখেন্দু শুক্লবৈদ্যকে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া হোসেন আহমদ চৌধুরী, মইনুল হক, কবীর উদ্দিন, মইন উদ্দিন, মহি উদ্দিন চৌধুরী, আজু মিয়া, মতলিব আলি, নামর আলি সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এলাকার অটোভাড়া ও অন্যান্য জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে প্রয়োজনে নাগরিক সভা আহ্বান এবং জনমত গঠনের দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি। উল্লেখ্য, অটোভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী শরিফনগর বাজারে এক প্রতিবাদী কর্মসূচির আয়োজন করেন। সেখানে তাঁরা উচ্চকণ্ঠে '১০ টাকা ও ২০ টাকা ভাড়া বহাল রাখতে হবে' স্লোগান দেন এবং অটোচালক ও যাত্রীদের পূর্বনির্ধারিত ভাড়ায় চলাচল করার আহ্বান জানান। এলাকাবাসীর দাবি, জনমতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অবিলম্বে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।

অটোভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নাগরিকদের প্রতিবাদে উত্তাল শরিফনগর বাজার। মঙ্গলবার তোলা ছবি।

বিদ্যাপতি পর্ব সমারোহে মৈথিলী সংস্কৃতির প্রদর্শন

বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পাশে অন্যান্যরা।

কলকাতা, ৩ জুন : কলকাতা-ভিত্তিক সংস্থা 'মৈথিল যুব সামাজিক বিকাশ মঞ্চ'-র তত্ত্বাবধানে রবিবার সন্ধ্যায় মুকুন্দপুর স্কুল মাঠে বিদ্যাপতি পর্ব সমারোহের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুভাষ সরকার-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি দিলীপ ঘোষ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি মিথিলার সংস্কৃতির প্রশংসা করে বলেন, মিথিলাবাসীরা যেন এভাবেই তাঁদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেন ও আরও সমৃদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর জেলা সাংগঠনিক সভাপতি মনোরঞ্জন জোধা, সহ-সভাপতি গোবিন্দজি, সাধারণ সম্পাদক মৌসুমী দাস, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক কুন্দন সাহ, সহ-সভাপতি পঙ্কজ ঝা, মণ্ডল-১ সভাপতি সজল রায়, সমাজসেবী প্রকাশ ঝা সহ মিথিলা ও মৈথিলী সমাজের বিভিন্ন সংস্থার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই সমারোহে মৈথিলী ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মিথিলাঞ্চলের বিখ্যাত গায়কেরা মহাকবি বিদ্যাপতি রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে মৈথিলী সংস্কৃতির এক অপূর্ব রূপ ফুটিয়ে তোলেন। শ্রোতা ও দর্শকদের সুরের জাদুতে মুগ্ধ করেন পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী মিশ্র, ড. চন্দ্রমণি ঝা, সুরেশ পঙ্কজ, রামবাবু ঝা, মাধব রায়, আদিত্য ঠাকুর, রোশন ঝা, জুলি ঝা। এছাড়াও অন্যান্য শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী মিশ্রকে 'মিথিল মণি', গায়ক সুরেশ পঙ্কজকে 'মিথিলা মণি', গায়ক ও কবি রাধে ভাই এবং সমাজসেবী বিষ্ণু ঝা-কে 'মিথিলা বৈভব' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রেমজির বক্তব্য, এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে বিয়েতে সাহায্য করা এবং বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই আয়োজনটিকে সফল করে তুলতে সংস্থার সভাপতি মালতী ঝা, লক্ষ্মীকান্ত ঝা, সুনীল পাঠক, উমেশ মিশ্র, প্রমোদ মিশ্র, যতীন্দ্র নাথ মিশ্র, বিভূতি রায়, রাজেশ পাণ্ডে, সুমিত সিং, ত্রিলোক নাথ ঝা, দুর্গেন্দ্র ঝা সহ সংস্থার অন্যান্য কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তদন্তের আশ্বাস প্রশাসনের

রাস্তা খুঁড়ে নালা, সার্কল অফিসারের দ্বারস্থ ভুক্তভোগীরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, তারিণীপুর, ৩ জুন : কাটিগড়া রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত বিহড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চম খণ্ড এলাকায় একমাত্র যাতায়াতের পথ খুঁড়ে নালা তৈরি করায় কয়েকটি পরিবার গত প্রায় ২০ দিন ধরে কার্যত অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা কাটিগড়া সার্কল অফিসারের নিকট একটি স্মারকপত্র প্রদান করে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানান।

স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১২ মে এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি একটি জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে বহুদিনের ব্যবহৃত যাতায়াতের পথ খনন করে প্রায় ছয় ফুট গভীর নালা তৈরি করেন। এতে ওই পথ দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁরা প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় বসবাস করে আসছেন এবং ওই পথটিই ছিল তাঁদের বাড়িতে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শিশুদের স্কুলে যাওয়া-আসা ব্যাহত হচ্ছে, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়া খনন করা গভীর নালার কারণে ছোট শিশুদের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। স্মারকপত্রে আরও অভিযোগ করা হয় যে, রাস্তা খননের পাশাপাশি গাছপালা কেটে ফেলা, পানীয়জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং বসতভিটার অংশ বিশেষে মাটি কাটার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় তাঁরা পূর্বে বিহাড়া পুলিশ ওয়াচপোস্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি করেন।

বুধবার আলি আকবর, আলি হোসেন, ফরিজুল হক, দিদারুল ইসলাম, কমরুল ইসলাম, আসিকুল ইসলাম, রুহুল ইসলাম সহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিরা কাটিগড়া সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে স্মারকপত্র জমা দেন। তাঁরা অবিলম্বে চলাচলের পথ পুনরুদ্ধার, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার অভিযোগকারীদের বক্তব্য শোনার পর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট লাটমণ্ডল ও কানুনগোকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা হবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল বিপর্যয় নিয়ে এআইডিএসও-র ক্ষোভ, তদন্তের দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ফলাফল প্রকাশের পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও গভীর হতাশা তৈরি হয়েছে। এই নজিরবিহীন ফল বিপর্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইডিএসও-র কাছাড় জেলা কমিটি। এবারের ফলাফল প্রকাশের পর লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ক্র্যাশ হয়ে রয়েছে। ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফলাফল চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের পরিকাঠামো অত্যন্ত লজ্জাজনক। সংগঠনের পক্ষ থেকে এও বলা হয় যে, এবার উত্তরপত্র মূল্যায়নেও রয়েছে যথেষ্ট ত্রুটি। যে সমস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পরীক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, তাদের ফলাফলেও দেখা যায় ২/৩টি বিষয়ে তারাও অনুত্তীর্ণ (ব্যাক) হয়েছে।

পরবর্তীতে তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে উত্তরপত্র সংগ্রহ করে দেখা গেছে, উত্তরপত্র মূল্যায়ন একেবারেই সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে করা হয়নি। এমন বহু নজির রয়েছে যেখানে পুনর্মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীদের নম্বর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা হলে প্রথমবারের মূল্যায়নের সময় কেন এই চরম গাফিলতি হল। কেন ছাত্রছাত্রীদের মানসিক নির্যাতন এবং বাড়তি আর্থিক বোঝায় ফেলা হয়? বছর বছর ধরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন ঘটে? ফলাফল নিয়ে এই ধরনের ছেলেখেলা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় যে, দ্রুত কারিগরি ত্রুটি দূর করে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ফলাফল দেখার ব্যবস্থা করতে হবে, ত্রুটিপূর্ণ খাতা পুনর্মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নম্বর প্রদান করতে হবে, বছরের পর বছর ধরে চলা এই ফলাফল কেলেঙ্কারির পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই নোংরা খেলা বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবিলম্বে জবাবদিহি ও কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে।

হাফলং কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলোর স্মারকলিপি এফওয়াইজিপি ফলাফলে স্বচ্ছতা ও সংশোধনের দাবি

স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৩ জুন : হাফলং কলেজের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচরের উপাচার্যের উদ্দেশে ডিমা হাসাও জেলার জেলা কমিশনারের মাধ্যমে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত চার-বছর মেয়াদি স্নাতক কর্মসূচি এফওয়াইজিপি-র ফলাফল নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এফওয়াইজিপি-র বিজোড় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল প্রায় ছয় মাস পর ২০২৬ সালের ৩০ মে প্রকাশ করা হয়। ফলাফল ঘোষণার পর বহু শিক্ষার্থী নম্বর ও গ্রেড প্রদানে ব্যাপক অসঙ্গতি, ফলাফল স্থগিত রাখা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন। ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং পর্যাপ্ত স্বচ্ছতার অভাবের কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। ফলাফল নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বহু শিক্ষার্থী পৃথকভাবে আবেদন জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীর এবং অসন্তোষজনক বলে অভিযোগ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক অনুপকুমার দে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে বার্তা প্রদান করেছেন, তা যথেষ্ট নয়। এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা উচিত বলেও ছাত্র সংগঠনগুলো মত প্রকাশ করেছে। সমগ্র ঘটনাকে 'শিক্ষাগত সংকট' হিসেবে আখ্যায়িত করে ছাত্র সংগঠনগুলো ফলাফলের স্বচ্ছ পুনর্মূল্যায়ন, ত্রুটি সংশোধন, অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা এবং পুরো প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ফলাফলকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। বহু শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাজীবন, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সুরক্ষিত করতে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে।

শ্রীভূমি জেলায় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩ জুন : তামাকমুক্ত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা এবং তামাকজনিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও সংবেদনশীলতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২৬ পালন করা হয়। কর্মসূচিগুলি আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন (কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম) এবং জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষ, শ্রীভূমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। দিবস পালন উপলক্ষে ৩০ মে একটি বিশাল সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়, যেখানে আশাকর্মী, জিএনএম ও এএনএম শিক্ষার্থী, স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক, শিক্ষক এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করে এবং তামাকবিরোধী স্লোগান প্রদানের মাধ্যমে তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব ও সুস্থ জীবনধারার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করেন। ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিক শিক্ষা ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাকারশাল উচ্চ বিদ্যালয়ে ইয়েলো লাইন মার্কিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যাতে বিদ্যালয়ের আশপাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিরুৎসাহিত করা যায়। এছাড়াও গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শ্রীভূমি এবং পাথু মহিষাশন উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীভূমি-তে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে শিক্ষার্থীদের ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব, পরোক্ষ ধূমপানের ঝুঁকি এবং তামাকের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক সম্পর্কে অবহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে তামাকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সফল অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে বাজার ও অন্যান্য জনবহুল স্থানে মাইকিংয়ের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব, ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব এবং শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে উপলব্ধ পরিষেবা সম্পর্কে প্রচার চালানো হয়। দিবস পালনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য তামাকমুক্ত জীবন' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, যা শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীভূমির যুগ্ম স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালক, শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ও হাসপাতাল প্রশাসক, আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের জোনাল কো-অর্ডিনেটর, ওএনজিসি সিএসআর দলের প্রতিনিধিবৃন্দ, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষের আধিকারিক, চিকিৎসক, প্যারামেডিক্যাল কর্মী এবং নার্সিং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা উল্লেখ করেন যে, তামাক ব্যবহার এখনও ক্যান্সার সহ বহু অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান প্রতিরোধযোগ্য কারণ। তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে, ধূমপান ও চিবিয়ে খাওয়া তামাক মানবদেহের কোষ ও ডিএনএ-র ক্ষতি করে, যার ফলে ক্যান্সার সহ বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তামাকাসক্তির কারণে পরিবার ও সমাজের উপর সৃষ্ট অর্থনৈতিক বোঝার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

ইউসিসি সমাজে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে : ধুবড়ি বিজেপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ৩ জুন : ইউসিসি নিয়ে ধুবড়ি জেলা বিজেপির উদ্যোগে সোমবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধুবড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি রঞ্জিতকুমার রায়, প্রদেশের রাজ্য মিডিয়া প্যানেলিস্ট বানেন্দ্রকুমার মুসাহারি, জেলা প্রেস বিভাগের আহ্বায়ক শ্রীবাস দাস, জেলা সহ-সভাপতি দেবপ্রসাদ সিং এবং জেলা সম্পাদক উত্তম প্রসাদ। সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার রায় অসম বিধানসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল নিয়ে ধুবড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক বেবি বেগমের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ওই মন্তব্যকে 'অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেন। এদিকে, বিজেপির রাজ্য মিডিয়া প্যানেলিস্ট বানেন্দ্রকুমার মুসাহারি সাংবাদিকদের জানান, ইউসিসি বিল ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘদিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। তিনি বলেন, দলটির লক্ষ্য দেশের প্রতিটি রাজ্যে এই আইন কার্যকর করা। তাঁর দাবি, ইউসিসি কোনওভাবেই অসাংবিধানিক নয়, বরং পূর্ববর্তী সরকারগুলি তোষণমূলক রাজনীতির কারণে এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা দেখায়নি। তিনি আরও বলেন, ২০২৬ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলে আসামের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনেই ইউসিসি বিল উত্থাপন ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই আইন জনস্বার্থে বাস্তবায়িত হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিজেপি নেতারা দাবি করেন, ইউসিসি কার্যকর হলে বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর অধিকার সুরক্ষা এবং সমাজে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁরা বলেন, বিজেপি জোট সরকার সবসময় নারী সমাজের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রামনগরে হাই ভোল্টেজে পুড়ল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : শিলচরের রামনগর হাইস্কুল রোডের লামারগ্রাম ও পেঁচাডহর এলাকায় ট্রান্সফরমারে হাই ভোল্টেজের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ভোল্টেজ ওঠানামা ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানানো হলেও বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বাসিন্দারা জানান, সোমবার গভীর রাতে হঠাৎ অতিরিক্ত ভোল্টেজ দেখা দিলে বহু বাড়ির ফ্যান, ফ্রিজ, টিভি, ইনভার্টার, ই-অটো চার্জার সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল হয়ে যায়। এতে বহু পরিবার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সুষ্ঠু তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান। বিষয়টি বিধায়ক রাজদীপ রায়ের নজরে আনা হলে তিনি বিদ্যুৎ বিভাগের এসডিই-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে বিভাগের উদ্যোগে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়, ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য এলাকাবাসী বিধায়ক রাজদীপ রায় ও বিদ্যুৎ বিভাগের এসডিই-কে ধন্যবাদ জানালেও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বিধায়ক জাকারিয়াকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিজনক মন্তব্য, মামলা করল শ্রীভূমি কংগ্রেস

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩ জুন : উত্তর করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক জাকারিয়া আহমদকে (পান্না) নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগে প্রিন্স দেব নামের যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল কংগ্রেস। বুধবার কংগ্রেসের পৃথক পৃথক প্রতিনিধি দল পুলিশসুপার ও সদর থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, মিডিয়া সেলের ইনচার্জ শাহাদাত আহমদ চৌধুরী, তন্ময় মজুমদার, অহিরঞ্জন দে, লিটন বণিক, রুচিতা পুরকায়স্থ, সুস্মিত দেব, শুভম দাস, আইনজীবী হাসিনা রহমান চৌধুরী, আফজল আহমদ, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির বিধায়ক জাকারিয়া আহমদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি, ভুয়ো তথ্য, উসকানিমূলক পোস্ট এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের উদ্দেশ্যে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ তুলে দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সিনিয়র পুলিশসুপার ও সদর থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস কর্মকর্তারা জানান, বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই একটি স্বার্থান্বেষী ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। প্রিন্স দেব নামের একটি যুবক সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে বিধায়ককে নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং উসকানিমূলক ক্যাপশন সহ নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে। এসব প্রচার শুধু একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মানহানিই করছে না, বরং জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক সৌহার্দ্য ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে পারে। একটি সুসংগঠিত চক্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অপপ্রচার চালিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ। অন্যদিকে মিডিয়া

এসএসপি-র কাছে স্মারকপত্র প্রাদানের পর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

সেলের ইনচার্জ শাহাদাত আহমদ চৌধুরী সহ অন্যরা প্রিন্স দেব নামের যুবকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে মামলা রুজু করা, সংশ্লিষ্ট সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট ও পেজগুলোর বিরুদ্ধে সাইবার ফরেনসিক তদন্ত পরিচালনা করা, ভুয়ো ও মর্ফড কনটেন্ট তৈরি ও প্রচারের সঙ্গে জড়িতদের সনাক্ত করা, সংশ্লিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস ও ডিজিটাল তথ্য অনুসন্ধান করা, আপত্তিকর পোস্ট ও অ্যাকাউন্ট অপসারণ করা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), তথ্য প্রযুক্তি আইন সহ প্রযোজ্য আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান। জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জনশান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেন কংগ্রেস কর্মকর্তারা। অভিযোগের সমর্থনে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম পোস্টের স্ক্রিনশট ও অন্যান্য প্রমাণপত্রও প্রশাসনের কাছে তুলে দেন জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। দোষীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকিও দিয়ে রাখেন তাঁরা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জননেতা ননীগোপাল বর্মনের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : কাছাড় জেলার জয়পুর তৃতীয় খণ্ডস্থিত ডিমাসা কমিউনিটি হলে গত ৩১ মে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রাক্তন জননেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত ননীগোপাল জরাসা বর্মনের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। ডিমান্ডস ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি, কাছাড়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র ডাউলাগুপু বর্মন। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রয়াত জননেতার প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর স্মরণসভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহিত হোজাই। নির্বাচিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাছাড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, হৈড়িম্ব ডিমাসা লিপির সংস্কারক ও প্রবর্তক বিধানচন্দ্র ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপিকা মমতা নাইডিং লাংঠাসা, অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি সানমণি কেম্পাই, ডিমাসা পিপলস কাউন্সিলের সহ-সভাপতি মহেশ্বর হাসনু বর্মন এবং হাফিলা বর্মন প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে প্রয়াত ননীগোপাল জরাসা বর্মনের সমাজসেবা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং দেশের কল্যাণে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, ননীগোপাল বর্মন রাজাবাজার আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি, শিলচর মহকুমা পরিষদের উপ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও কংগ্রেস, অসম গণ পরিষদ, ভারত সেবক সমাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ইউনিয়ন টেরিটরি ডিম্যান্ড কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৬০-৬১ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি রাজাবাজার ব্লক এলাকার ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে আন্দোলনের চেতনা জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রয়াত পরিতোষ পাল চৌধুরী, অনিলকুমার বর্মন ও নন্দকিশোর সিনহার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ডিমাসা সমাজের অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শেষে সমাজ ও দেশের শান্তি, উন্নতি এবং কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বীরেন্দ্র ডাউলাগুপু বর্মন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গরমে পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ঘরোয়া পানীয়

তীব্র গরমে পেট ফাঁপা, গ্যাস, অম্বল বা বদহজমের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। চিকিৎসকদের মতে, কেবল ওষুধ নয়, প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে কিছু ঘরোয়া পানীয় যোগ করলেই অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব। এই গরমে সুস্থ থাকতে কোন্ পানীয়গুলো তালিকায় থাকা জরুরি, তা জেনে নিন—

পুদিনা চা : পুদিনার মেন্থল পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রদাহ কমাতে ও পেটের অস্বস্তি দূর করতে বিশেষ কার্যকর। পেট ফাঁপা অনুভব করলে হালকা গরম পুদিনা চা পান করলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।

ডাবের জল : গরমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে ডাবের জলের বিকল্প নেই। এতে থাকা পটাসিয়াম ও সোডিয়াম শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে।

কালো কফি : চিনি ছাড়া কালো কফি নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে। তবে দিনে দুই থেকে তিন কাপের বেশি না খাওয়াই শ্রেয়।

আদা-চা : হজমের সমস্যায় আদার জুড়ি মেলা ভার। আদার রস পাচনকারী উৎসেচক নিঃসরণে সাহায্য করে, যা দ্রুত হজমক্ষমতা বাড়ায় এবং বমিভাব কমায়।

ছাস : টক দই, জল, সামান্য নুন ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ছাস প্রোবায়োটিকের চমৎকার উৎস। এটি অন্ত্রে উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে মাইক্রোবিয়াল ভারসাম্য বজায় রাখে। বিশেষত অ্যান্টি-বায়োটিক সেবনের পর অন্ত্রের স্বাস্থ্য ফেরাতে এটা অত্যন্ত কার্যকর।

—সংবাদ সংস্থা

ঘুম থেকে উঠে হাত অবশ লাগে? যেভাবে স্বস্তি মিলবে

রাতে ঘুমানোর সময় বা সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ দেখলেন আপনার হাত একেবারে অবশ হয়ে রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে পারছেন না কিংবা হাতে সুচ ফোটানোর মতো ঝিনঝিন করছে। অনেক সময় মনে হয় হাতটা যেন শরীরের অংশই নয়! শুধু আপনার নয়, এমন অভিজ্ঞতা প্রায়ই অনেকের হয়। কিন্তু এর কারণ কী জানেন? এতে কি ভয়ের কিছু আছে?

আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল এবং সংকেত পাঠানোর জন্য স্নায়ু কাজ করে। যখন কোনও কারণে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে, তখন সেটি মস্তিষ্কে ঠিকমতো সিগনাল পাঠাতে পারে না। তখনই হাত অবশ মনে হয়। এর পেছনে কয়েকটি বড় কারণ থাকতে পারে। যেমন—

ভুল ভঙ্গিতে ঘুমানো : এটি সবথেকে সাধারণ কারণ। ঘুমের ঘোরে হয়তো হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়েছেন বা হাতটা এমনভাবে ভাঁজ হয়ে আছে যে, রক্ত চলাচল কমে গিয়েছে। এতে স্নায়ু সাময়িকভাবে চেপে যায়।

কার্পাল টানেল সিনড্রোম : মোবাইল বা ল্যাপটপে খুব বেশি টাইপ করেন? আমাদের কব্জির মাঝখান দিয়ে একটি সরু পথ (টানেল) আছে। সেই পথ দিয়ে যাওয়া স্নায়ু যদি চাপে থাকে, তবে হাতের তালু ও আঙুল অবশ হয়ে যায়।

সার্ভাইকাল স্পন্ডিলোসিস : বয়সের কারণে বা ভুলভাবে বসার ফলে ঘাড়ের হাড়ের সমস্যা হয়। ঘাড়ের কোনও স্নায়ু যদি হাড়ের চাপে থাকে, তবে তার প্রভাব হাতে এসে পড়ে।

ভিটামিনের ঘাটতি : আমাদের স্নায়ু বা নার্ভ সুস্থ রাখার জন্য ভিটামিন বি১২ অত্যন্ত জরুরি। শরীরে এই ভিটামিন কমে গেলে হাত-পা ঝিনঝিন করা বা অবশ হওয়ার সমস্যা শুরু হয়।

ডায়াবেটিস : যাদের সুগার অনেক বেশি, তাদের স্নায়ু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। একে বলা হয় 'ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি'। এর ফলেও সকালে হাত অবশ লাগতে পারে।

ঘরোয়াভাবে স্বস্তি পেতে কী করবেন

১. শোয়ার ভঙ্গি বদলান : চেষ্টা করুন চিৎ হয়ে ঘুমানোর। হাত দু'টি শরীরের দুই পাশে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন। হাতের ওপর চাপ দেবেন না।

২. হাতের ব্যায়াম : সকালে ঘুম থেকে উঠে কব্জি গোল করে ঘোরানো এবং আঙুলগুলো মুঠো করা ও ছাড়ার ব্যায়াম করুন। এতে রক্ত চলাচল বাড়বে।

৩. পুষ্টিকর খাবার : দুধ, পনির, ডিম বা মাছের মতো খাবার খান, যাতে পর্যাপ্ত ভিটামিন পাওয়া যায়।

৪. কব্জির যত্ন : ঘুমানোর সময় খেয়াল রাখুন কব্জি যেন খুব বেশি মুড়ে না থাকে। প্রয়োজনে কব্জিতে নরম ব্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কখন সাবধান হতে হবে? যদি প্রতিদিন এমন হতে থাকে, হাতের পেশি দুর্বল হয়ে যায় বা কোনও কিছু আঁকড়ে ধরতে সমস্যা হয়, তবে হালকাভাবে নেবেন না। দীর্ঘদিনের অবহেলা থেকে নার্ভ বা স্নায়ুর বড় ক্ষতি হতে পারে। এমন অবস্থায় অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে এবং সচেতন থাকলে এ সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

—সংবাদ সংস্থা

মেদ ঝরাতে জিমকেও হার মানাবে যে অভ্যাস

কোমরের মাপ চওড়া হয়ে যাওয়া কিংবা পেটের চারপাশে মেদের স্তর বা ভুঁড়ি জমা— আজকালকার দিনে অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, শরীরের অন্যান্য অংশের মেদ সহজে ঝরানো গেলেও, পেটের এই জেদি চর্বি বা বেলি ফ্যাট কেবল ডায়েট বা খাবার নিয়ন্ত্রণ করে কমানো বেশ কঠিন। তথ্য বলছে, গোটা দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ বর্তমানে এই সমস্যায় ভুগছেন। মনে রাখতে হবে, ভুঁড়ি কেবল দেখতেই খারাপ লাগে তা নয়, এটি ওবেসিটি, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মতো মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদি ক্রনিক ব্যাধির ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়। তবে এই মেদ কমানোর জন্য আপনাকে কোনও দামি জিমের সরঞ্জাম কিনতে হবে না বা কঠোর কসরত করতে হবে না। নিজের জীবনযাত্রায় অত্যন্ত সহজ এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি অভ্যাস যোগ করলেই কেল্লাফতে!

আন্তর্জাতিক এক বিজ্ঞান জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবার ভারি খাবার খাওয়ার পর মাত্র ১০ মিনিট সাধারণ গতিতে হাঁটলে তা শরীরের মেদ জমতে বাধা দেয়। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, খাওয়ার পর অলসভাবে বসে না থেকে একটু হেঁটে নিলে পরবর্তী দুই ঘণ্টায় রক্তে শর্করার মাত্রা বা গ্লুকোজ স্পাইক আচমকা বাড়তে পারে না, বরং তা খুব ধীর ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর রক্তে শর্করার এই নিয়ন্ত্রণই সরাসরি পেটের চারপাশে চর্বি জমার প্রক্রিয়াকে রুখে দেয়।

খাওয়ার পর হাঁটা : পাঁচ অবিশ্বাস্য ফ্যাক্টর : ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট এবং ডায়েটেশিয়ান তপস্যা মুন্ধরা জানান, খাওয়ার পর হাঁটার অভ্যাস রক্তে শর্করার আকস্মিক বৃদ্ধি রোধ করে এবং মেটাবলিজম বা হজমপ্রক্রিয়াকে উন্নত করে, যা দীর্ঘমেয়াদে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। জেনে নিই এই অভ্যাসের পাঁচটি প্রধান গুণ—

১. দ্রুত হজমপ্রক্রিয়া বা ডাইজেস্টন বুস্ট করে : আমরা যা খাচ্ছি তা শরীরে কীভাবে ভাঙছে এবং হজম হচ্ছে, তার ওপর পেটের মেদ জমা অনেকটাই নির্ভর করে। খাওয়ার পর শরীরকে সচল রাখলে খাবার দ্রুত হজম হয়। এর ফলে খাবার থেকে চর্বি আলাদা হয়ে পেটে জমা হওয়ার সুযোগ পায় না।

২. রক্তে শর্করার মাত্রা বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ : 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব জেনারেল মেডিসিন'-এ প্রকাশিত গবেষণা নিশ্চিত করে যে, খাওয়ার পর হাঁটা ওজন কমাতে অত্যন্ত কার্যকরী। বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে বা যারা প্রি-ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের জন্য খাবার খাওয়ার পর রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই অভ্যাস এক চমৎকার ওষুধের মতো কাজ করে।

৩. পেটের জেদি চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে : খাবার খাওয়ার পর আমাদের শরীর পুষ্টি উপাদানগুলো ভাঙার কাজ শুরু করে। এই সময়ে মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া যদি সক্রিয় থাকে, তবে শরীর খাবারকে চর্বি হিসেবে জমিয়ে না রেখে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ফলে ভুঁড়ি বাড়ার সম্ভাবনা একেবারে কমে যায়।

৪. পেট ফাঁপা এবং গ্যাস-অম্বল থেকে মুক্তি : অনেক সময় ভুল খাবার বা অসময়ে খাওয়ার কারণে বুক জ্বালা, গ্যাস বা পেট ফাঁপার (Bloating) মতো সমস্যা দেখা দেয়। খাওয়ার পর মৃদু হাঁটাচলা পেটের এই অস্বস্তি নিমেষেই দূর করতে পারে এবং পরিপাকতন্ত্রকে শান্ত রাখে।

৫. হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : 'বিএমসি কার্ডিওভাসকুলার ডিসঅর্ডারস জার্নাল'-র একটি গবেষণায় দেখা গেছে, খাওয়ার পর দশ মিনিটের হাঁটা পুরো শরীরে রক্ত সঞ্চালন সচল রাখে। এটি মেটাবলিক সিন্ড্রোম বা বিপাকীয় জটিলতা কমায়, যার ফলে পেটের চর্বি কোনও ক্ষতিকর রোগে রূপ নেওয়ার সুযোগ পায় না।

কখন এবং কীভাবে হাঁটবেন?

খাওয়ার পর হাঁটার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি, অন্যথায় উপকারের চেয়ে অপকার হতে পারে —

খাবার শেষ করার পরপরই তাড়াহুড়ো করে হাঁটবেন না। খাওয়ার পর অন্তত ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন, যাতে খাবারটি পরিপাকতন্ত্রে কিছুটা থিতু হওয়ার সুযোগ পায়। হাঁটার গতি হবে একদম স্বাভাবিক বা মাঝারি। জোরে দৌড়ানো বা ব্রিস্ক ওয়াকিং করার কোনও প্রয়োজন নেই।

১০ থেকে ১৫ মিনিট হাঁটার জন্যই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি সময় ধরে হাঁটার প্রয়োজন নেই।

খাওয়ার পরপরই কোনও ভারি বা তীব্র ব্যায়াম করতে যাবেন না, এতে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এই অভ্যাস কাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি?

চিকিৎসকদের মতে, এই অভ্যাসটি সকলের জন্যই ভাল, তবে নীচে উল্লেখ করা এই চার শ্রেণির মানুষের রুটিনে এটি অবশ্যই থাকা উচিত—

➲ যারা পেটের মেদ বা ভুঁড়ি কমানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

➲ যারা ডেস্কে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফিস করেন এবং অলস জীবনযাপনে (Sedentary Lifestyle) অভ্যস্ত।

➲ যাদের রক্তে শর্করার তারতম্য বা ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে।

➲ যাঁরা প্রায়শই বদহজম, গ্যাস ও পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন।

ফলাফল পেতে কতদিন সময় লাগবে?

পেটের মেদ কমার গতি এক-একজনের শরীরের ক্ষেত্রে এক-একরকম হতে পারে। তবে যদি নিয়ম মেনে এটি করতে পারেন, তবে প্রথম ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যেই পেটের হালকা ভাব এবং হজমের দারুণ উন্নতি টের পাবেন। টানা ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ নিয়ম মেনে চললে পেটের চর্বি বা বেলি ফ্যাট দৃশ্যমানভাবে কমতে শুরু করবে।

তবে মনে রাখবেন, এই অভ্যাসটি তখনই সবচেয়ে ভাল কাজ করবে, যখন এর সঙ্গে একটি সুষম ডায়েট এবং পর্যাপ্ত জল পানের অভ্যাস বজায় রাখবেন।

মেদ দ্রুত ঝরানোর কিছু বোনাস টিপ্স—

প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার : নিজের প্রধান খাবারগুলোতে (লাঞ্চ বা ডিনার) প্রোটিনের মাত্রা বাড়ান। প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পর হাঁটলে মেদ সবচেয়ে দ্রুত গলে।

মিষ্টি খাবার বর্জন : অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। কারণ, এগুলো রক্তে গ্লুকোজের বন্যা বইয়ে দেয় এবং পেটে চর্বি জমায়।

দৈনিক স্টেপ গোল : প্রতিবার খাওয়ার পর এই ১০ মিনিট হাঁটার পাশাপাশি সারাদিনে অন্তত ৭,০০০ থেকে ১০,০০০ স্টেপ হাঁটার লক্ষ্যমাত্রা রাখুন। খাওয়ার পর ১০ মিনিট হাঁটা অত্যন্ত ছোট একটি পদক্ষেপ হলেও, শরীরের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এখানে হাঁটার তীব্রতা বা গতির চেয়ে প্রতিদিনের ধারাবাহিকতা বা কনসিস্টেন্সি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই অলসতা ঝেড়ে ফেলে আজ থেকেই এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসটি নিজের জীবনে আপন করে নিন। আর যদি আগে থেকেই অন্য কোনও গুরুতর শারীরিক জটিলতা থাকে, তবে ডায়েট ও লাইফস্টাইলে বড় পরিবর্তনের আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডায়েটেশিয়ানের পরামর্শ নিন।

—সংবাদ সংস্থা

বশে থাকবে ডায়াবেটিস

রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্লান্তি, বারবার পিপাসা পাওয়া, ঘন ঘন প্রস্রাব, দুর্বল লাগা— এসবই হতে পারে উচ্চ রক্তশর্করার লক্ষণ। তাই অনেকেই ঘরোয়া উপায়ে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। সেই তালিকায় অনেক পুরনো এবং পরিচিত নাম হলো মেথি।

মেথি দানা হোক বা মেথি পাতা, দুটোই শরীরের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মেথিতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং এমন কিছু উপাদান, যা শরীরে শর্করা শোষণের গতি কিছুটা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ফলে খাওয়ার পর হঠাৎ করে ব্লাড সুগার খুব দ্রুত বাড়ার সম্ভাবনা কমে। অনেকেই রাতে ১ থেকে ২ চা-চামচ মেথি দানা এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখেন। সকালে খালি পেটে সেই জল পান করেন। কেউ কেউ ভেজানো মেথি দানাও চিবিয়ে খান। আবার, অনেকে মেথি পাতার রস বা রান্না করা মেথি শাকও নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখেন। ডাল, তরকারি, পরোটা বা রুটির সঙ্গে মেথি পাতা খাওয়া যায় সহজেই। মেথি শরীরে ইনসুলিনের কাজকে কিছুটা ভাল করতে সহায়তা জোগাতে পারে বলেও মনে করা হয়। ফলে যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এটি সহায়ক হতে পারে। তবে এখানে একটা বিষয় খুব জরুরি। শুধু মেথি খেলেই সাত দিনের মধ্যে ব্লাড সুগার পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। এটি কোনও ম্যাজিক চিকিৎসা নয়।

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দরকার নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক খাবার, কম চিনি, কম তেল-মশলা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং চিকিৎসকের পরামর্শ। মেথি শুধু একটি সহায়ক উপায় হতে পারে।

যারা আগে থেকেই ডায়াবেটিসের ওষুধ খান, তাদের ক্ষেত্রে বেশি মেথি খেলে রক্তে শর্করা অতিরিক্ত কমে যেতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া খুব বেশি পরিমাণে মেথি খাওয়া উচিত নয়। গর্ভবতী মহিলা বা অন্য কোনও গুরুতর অসুস্থতা থাকলেও সতর্ক থাকা জরুরি।

সবমিলিয়ে, মেথি শরীরের জন্য উপকারী এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। তবে শুধু ঘরোয়া টোটকার ওপর ভরসা না করে, নিয়মিত পরীক্ষা ও সচেতন জীবনযাপনই হওয়া উচিত আসল পথ।

—সংবাদ সংস্থা

শিশুর পেট খারাপ? দ্রুত সুস্থতায় দিন এই ঘরোয়া স্যুপ

বর্তমানে ঘরে ঘরে শিশুদের মধ্যে ডায়ারিয়া, বমি বা পেটের সমস্যার প্রকোপ বেড়েছে। দূষিত জল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে ছড়ানো বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া এর প্রধান কারণ। এই পরিস্থিতিতে ওষুধের পাশাপাশি শিশুর সঠিক পথ্য অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে আর্দ্র ও পুষ্ট রাখতে বাড়িতে তৈরি সহজপাচ্য স্যুপ হতে পারে সেরা সমাধান।

শিশুর পেটের সমস্যা দূর করতে নীচে দেওয়া স্যুপগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে :

চিকেন-সব্জির স্যুপ : সেদ্ধ চিকেনের টুকরো, গাজর, রসুন, পালং শাক, ব্রকোলি ও মাশরুম দিয়ে তৈরি এই স্যুপটি প্রোটিনে ভরপুর। সব সব্জি সেদ্ধ হলে শেষে সামান্য ফেটানো ডিম মিশিয়ে গোলমরিচ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

রাগির স্যুপ : প্রথমে রাগির আটা জলে গুলে রাখুন। প্যানে সামান্য ঘি দিয়ে আদা, রসুন ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে তাতে গাজর, বিন, কড়াইশুঁটি ও মাশরুম দিয়ে রান্না করুন। সব্জি সেদ্ধ হলে রাগির মিশ্রণ ঢেলে ঘন করে নামিয়ে নিন। ক্যালসিয়ামে ভরপুর রাগির স্যুপ শিশুর দুর্বলতা কাটাতে দারুণ কার্যকর।

মুগ ডাল ও সব্জির স্যুপ : সোনা মুগ ডাল, গাজর ও পেঁপে সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে প্রেসার কুকারে ভালভাবে সেদ্ধ করে নিন। নামানোর আগে এক চামচ ঘি ও ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। এটি হজমে সাহায্য করার পাশাপাশি শিশুর রোগ প্রতিরোধ শক্তিও বাড়াবে।

শিশুর শরীর সুস্থ রাখতে সর্বদা টাটকা ও ঘরোয়া খাবার খাওয়ান। রাস্তার কাটা ফল, বাসি খাবার বা বাইরের শরবত এড়িয়ে চলাই ভাল। শিশুর যদি বমি বা ডায়ারিয়ার মাত্রা বেশি থাকে, তবে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

—সংবাদ সংস্থা

যদি গরমেও শীতের অনুভূতি হয়

হাত এবং পা মাঝে-মধ্যেই কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া বেশ পরিচিত একটি সমস্যা। অনেকেরই হয়। অফিসে বসে কাজ করছেন, দেখলেন হাতের পাতা কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অবশ হয়ে আসছে আঙুল। আবার, প্রচণ্ড গরমে যখন ঘাম হচ্ছে, তখনও হয়তো আপনার হাত-পায়ে শীতল অনুভূতি হচ্ছে। মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল স্রোত নামছে। কেন এমন হয়?

পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কম থাকলে শরীর তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে যেমন, হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসকে গরম রাখার জন্য হাত-পায়ের রক্তনালি সঙ্কুচিত করে দেয়। ফলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়, যা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বা গরমের সময়েও হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তবে তা স্বাভাবিক নয় বলেই ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কখন সতর্ক হতে হবে, তা জেনে রাখা জরুরি।

বরফের মতো ঠাণ্ডা হচ্ছে হাত-পা, কখন সতর্ক হবেন?

রক্তনালিতে ব্লকেজ : শরীরে রক্ত সঞ্চালনে যদি সমস্যা হয়, তা হলে এমন হতে পারে। খেয়াল করে দেখবেন, যখন-তখন যদি হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বিশেষ করে ঘুমের সময়ে যদি বেশি হয়, তা হলে বুঝতে হবে হাত বা পায়ের রক্তনালিগুলোতে কোনও ব্লকেজ হচ্ছে। রক্ত সঞ্চালনের সমস্যার জন্যই এমন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

রেনড'স ফেনোমেনন : এটি একটি বিশেষ শারীরিক অবস্থা। নামটি প্রায় অচেনা। তবে লক্ষণ অনেকেরই দেখা দেয়। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে বা অত্যধিক মানসিক চাপ হলে হাত ও পায়ের আঙুলের রক্তনালিগুলো হঠাৎ তীব্রভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এর ফলে হাত ও পায়ের আঙুল কনকনে ঠাণ্ডা হতে থাকে। অনেক সময়ে আঙুলের রং বদলে ফ্যাকাসে বা নীলচেও হয়ে যায়। এমন হলে সতর্ক হতে হবে।

হাইপোথাইরয়েডিজম : গলায় শ্বাসনালির সামনের দিকে থাকে থাইরয়েড গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন শরীরের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, বিপাকক্রিয়া, শিশুদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, বুদ্ধির বিকাশ, বয়ঃসন্ধির লক্ষণ, মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুচক্র, সন্তানধারণ, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ— এগুলো নির্ভর করে থাইরয়েড গ্রন্থির থেকে নিঃসৃত হরমোনের ওপর। যদি হরমোন নিঃসরণের হার কমে যায়, তা হলে শরীর পর্যাপ্ত তাপ উৎপন্ন করতে পারে না। সেক্ষেত্রেও ঠাণ্ডার অনুভূতি বেশি হয়। সবসময়ই মনে হবে শীত করছে।

পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি : মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বার্তা ও সংবেদন শরীরের নানা অংশে পৌঁছে দেয় বিভিন্ন স্নায়ু। স্নায়ুপথে সমস্যা তৈরি হলেই এ রোগ দেখা দেয়। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির স্নায়বিক সমস্যা। তার নানা ধরন হয়। রোগটি হলে শরীরের বিভিন্ন স্নায়ু কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। রোগটি এমনই যে, গোড়ায় রোগী নিজেও বুঝতে পারেন না তাঁর আদৌ কোনও অসুবিধা হচ্ছে। স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ কমে আসায় হাত-পা কাঁপে। ঠাণ্ডা ও অসাড় হয়ে যেতে থাকে। অনেক সময়ই হাতে ও পায়ে সাড় থাকে না। তাই এমন হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

—সংবাদ সংস্থা

চা পানের সময় বেঁধে মিলবে উপকার

বাঙালিদের রোজের জীবনে চায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সকাল হোক বা সন্ধে, অলস সময় কাটানোর জন্য হোক অথবা কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে, এক কাপ চা না হলে চলেই না। চা-প্রেমীরা মনে করেন, দিনভর কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো এনার্জি কেবলমাত্র জোগান দিতে পারে চা-ই। অন্য সময় না-ও যদি জোটে, সকাল ও বিকেলে এক-এক কাপ চা চাই-ই চাই! পুষ্টিবিদরা অবশ্য বলেন, কতখানি এনার্জি পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করে দিনের কোন্ সময় চা পান করা হচ্ছে, আর কেমনভাবে— তার ওপর। সঠিক সময়ে সঠিক চা পান করা গেলে, আরও নানা শারীরিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সকালে চা পান করলে তা কেমনভাবে উপকারে লাগে?

দিনের সূচনা যদি চা পান করে করা যায়, তবে শরীর সজাগ হয়ে ওঠে সহজেই। মেটাবলিজম সক্রিয় হয়, যা হজমে সাহায্য করে। একাগ্রতা বাড়ে। এক কাপ চায়েই দেহ-মন ঝরঝরে লাগে। খিদে বাড়ে। ফলে জলখাবার খাওয়ার সময়, পেট ভার লাগে না। বরং শরীরের কতটুকু খাবার দরকার, তা বুঝতে পারা যায়।

বিকেলে চা পানের উপকারিতা কী কী?

সারাদিন বাড়ির কাজের মধ্যে কাটুক, অথবা বাইরের কাজের ব্যস্ততায়, বিকেল নাগাদ শরীর জুড়ে ক্লান্তি ভর করেই। এমন অবস্থায় এক কাপ উষ্ণ পানীয় শরীরকে অনেকখানি চাঙা করে তোলে। এমনকী এই হতোদ্যম ভাব কাটাতে অনেকেই গরমের দিনেও ঠাণ্ডা পানীয়ের চাইতে পছন্দ করেন গরম চা-ই। দিনশেষে শান্ত মনে চা পান করলে মাথাধরা কমে। বিরক্তি-উদ্বেগও থিতু হয়। হজমে সাহায্য হয় নিঃসন্দেহে। বাকি সন্ধে কাটানোর মতো স্ফূর্তি পাওয়া যায়।

কোন্ চা পান করবেন?

যে কোনও চা পান করলেই যে ভরপুর স্বাস্থ্যগুণ মিলবে, এমনটা নয়। দুধ-চা অনেকেই ভালবাসেন বটে, তবে এতে শরীরের ক্ষতিই হয়। হজমের সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন পান করলে হতে পারে ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম-ও। তাছাড়া দিনের শুরুতে খালিপেটে কখনও কড়া চা পান করা উচিত নয়। বেছে নিন হালকা স্বাদের হার্বাল টি। সকালে আদা-চা বা লেবু-চা পান করলে হজমে সুবিধে হয়। গ্রিন টি-তে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, ফলে মেটাবোলিজম সক্রিয় হয়, হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। চটজলদি এনার্জি পেতে সাহায্য করে সাধারণ লিকার চা। ক্যামোমাইল টি পান করলে ঘুম গভীর হয়। পেপারমিন্ট টি পেটের ভার ভাব কমাতে সাহায্য করে। তুলসী চা অনাক্রম্যতা বাড়ায়।

অন্য যে কোনও খাবারের মতোই চা-ও পান করা উচিত নির্দিষ্ট মাত্রায়। নয়তো ভাল হওয়ার বদলে, নতুন রোগের পথ প্রশস্ত হয়!

—সংবাদ সংস্থা

প্রথম ম্যাচের আগে চোট সামলানো চ্যালেঞ্জ আন্সেলোত্তির

রিও, ৩ জুন : বিশ্বকাপ দল নির্বাচনের আগে ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি যেখানেই যেতেন, একজনকে নিয়ে তাঁকে একটা প্রশ্ন সর্বত্র শুনতে হয়েছে। নেইমারকে নিয়ে। রাস্তা-ঘাটে। ব্রাজিলে। ইউরোপে। সব জায়গায়।

'আমি যখন ইউরোপ গিয়েছি, সেখানেও নেইমারকে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। লোকে জিজ্ঞাসা করেছে, নেইমারকে আমি দলে রাখব কি না। নেমার গ্লোবাল থিম হয়ে গিয়েছিল', মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে বলে দিয়েছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। কিন্তু নেইমারের ফিটনেস আপডেট সম্পর্কে কি তিনি পুরোপুরি জানতেন?

'কেন জানব না? সেই সময় প্রচুর লোকে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড নির্বাচনের আগে আমি সমস্ত তথ্যই পেয়েছিলাম, সবাইকে নিয়ে। এটা সত্যি যে, নেইমার বিশ্বকাপের স্কোয়াড নির্বাচনের আগে হট টপিক ছিল। কিন্তু আমরা পুরো বিষয়টা ভালো ম্যানেজ করতে পেরেছি বলেই বিশ্বাস করি', যোগ করেছেন ডন কার্লো।

মঙ্গলবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা দিল ব্রাজিল। নেইমার-সহ পুরো টিমই পৌঁছে গিয়েছে আমেরিকায়। ব্রাজিল কোচকে একটা বিষয়ই চিন্তায় রাখছে, দলের ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট। 'কারও চোট লেগে গেলে সেটাই সবচেয়ে চিন্তার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যে সমস্ত প্লেয়ার বিশ্বকাপ খেলবে, তাদের ওয়ার্কলোডের দিকটা দেখা দরকার। তাই বলছি, চোট-আঘাত সামলানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমাদের দেখতে হবে, ঝরঝরে ভাবে, সম্পূর্ণ ফিট থেকে যাতে প্লেয়াররা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকে খেলতে নামতে পারে। আর একটা ব্যাপারও আমাদের দেখতে হবে, কার পরিশ্রম প্রয়োজন, আর কার বিশ্রাম', বলে দিয়েছেন কোচ আন্সেলোত্তি।

মার্কিন গরম, মেক্সিকোর উচ্চতা, চিন্তিত ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৩ জুন : এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলের কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে আমেরিকার গরম ও আর্দ্রতা। তবে এমন পরিস্থিতিতে যে পড়তে হবে তাঁর ছেলেদের, তা আগে থেকেই জানতেন বলে দলের কোচ টমাস টুখেল আগে থেকেই বেশ কিছু বিশেষ পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। পরামর্শ নিয়েছেন গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে অলিম্পিক খেলে আসা ক্রীড়াবিদ এবং বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের।

ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ড দল বিশ্বকাপ খেলার জন্য বার্মিংহ্যাম থেকে মায়ামির উদ্দেশে উড়ে গিয়েছে। সেখানে পৌঁছে বিশ্বকাপে নামার আগে মার্কিন মুলুকের আর্দ্রতা এবং উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দশদিনের একটি বিশেষ শিবির করতে চলেছে ইংল্যান্ড। যাতে পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেন হ্যারি কেনরা। তবে সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলে আসা আর্সেনালের বুকায়ো সাকা, ডেকলান রাইস, ননি

মাদুয়েকে ও এবেরচি এজেকে রিকভারির জন্য আরও কয়েকদিন সময় দিতে চান ইংল্যান্ড কোচ। একই সঙ্গে ক্রিস্টাল প্যালেসের ডিন হেন্ডারসনকেও রিকভারির সময় দিচ্ছেন তিনি। ডিন কনফারেন্স লিগ ফাইনাল খেলেছেন গত সপ্তাহে।

এই ফুটবলাররা ছাড়া বাকি ২১ ফুটবলারের মধ্যে বেশ কয়েকজন ফুটবলার আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন, তারাও আগামী শনিবারে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামার আগেই ওয়েস্ট পাম বিচে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেবেন। টুখেল মনে করেন, সদ্য দীর্ঘ ক্লাব মরশুম শেষ করা ইংল্যান্ড ফুটবলারদের কাছে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট এমন আর্দ্র আবহাওয়ায় খেলা সহজ কাজ নয়। ইংল্যান্ড কোচ বলেন, 'আমাদের ফুটবলাররা এমন আর্দ্রতায় খেলায় অভ্যস্ত নয়। শুধু গরমই নয়, পাশাপাশি মেক্সিকোর মতো উচ্চতায় খেলাও যথেষ্টই কঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। এই বিশ্বকাপে এমন অনেক কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হবে। তবে আমরা পুরোপুরি তৈরি রয়েছি। গ্রেট ব্রিটেন দলের বিশেষজ্ঞদের থেকে এই বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি।'

এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে টুখেল আরও যোগ করেন, 'আমাদের মিশন খুব পরিষ্কার। আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমেরিকা যাচ্ছি। জাতীয় দলের জার্সিতে আরও একটা স্টার যোগ করতে চাই।' বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া। গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ ঘানা। তৃতীয় ম্যাচে তারা খেলতে নামবে পানামার বিরুদ্ধে।

হাইতির কাছে বিধ্বস্ত নিউজিল্যান্ড

ওয়াশিংটন, ৩ জুন : প্রীতি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে হাইতি। ম্যাচজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে চার গোলের দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের গ্রুপসঙ্গী এই ক্যারিবীয়ান দলটি।

যা হাইতির উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের আনন্দিত করেছে এবং অল হোয়াইটস অধিনায়ক ক্রিস উডের একটি মাইলফলক ম্যাচকে ম্লান করে দিয়েছে।

ইন্টার মায়ামি সিএফ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১২ মিনিটেই গোল করে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া হাইতিকে লিড এনে দেয় রুবেন প্রভিডেন্স। বিরতির ছয় মিনিট পর বদলি খেলোয়াড় হিসেবে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লেনি জোসেফ। ম্যাচের ৬০ মিনিটে এক দুর্দান্ত হেডে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ফ্রানৎসদি পিয়েরো।

এরপর মার্কুস লাক্রোয়া এক দূরপাল্লার রকেট শটে গোল করে ৪-০ ব্যবধানের বড় জয় তুলে নেয়।

'ওয়াটার স্যালুট'

মিয়ামি, ৩ জুন : বিশ্বকাপে অংশ নিতে দেশ ছেড়েছে ব্রাজিলের ফুটবল দল। তাদের বহনকারী বিমান পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে বিমানটি রানওয়ে ছাড়ার আগে দু'টি ফায়ার ইঞ্জিন দিয়ে পানি ছিটিয়ে সেটিকে পুরো ভিজিয়ে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে যা দেখে মনে হয় গোসল করানোই হচ্ছে বিমানটিকে। দীর্ঘ ২৪ বছরের বিশ্বকাপ শিরোপার খরা কাটানোর মিশন নিয়ে মাঠে নামছে ব্রাজিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক যাত্রার শুরুতে দলের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে এবং তাদের প্রতি শুভকামনা জানাতে এই বিশেষ উদযাপনের আয়োজন করা হয়। বিমান চালনা শিল্পে এটিকে বিমানের প্রতীকী আশীর্বাদ বলা হয়ে থাকে।

জার্সি ঠিক হল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা নিজেদের জার্সির ছক চূড়ান্ত করে ফেলেছে। মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশন।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তাদের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে ঐতিহ্যবাহী আকাশি-সাদা জার্সি এবং অন্য ম্যাচে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের কালো রঙের 'অ্যাওয়ে' জার্সি পরে মাঠে নামবে।

আগামী ১৬ জুন কানসাস সিটিতে 'জে' গ্রুপে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে আলবিসেলেস্তেরা মাঠে নামবে তাদের চিরচেনা আকাশি-সাদা ডোরাকাটা জার্সি ও নীল শর্টস পরে। এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার গোলকিপারকে দেখা যাবে সম্পূর্ণ কমলা রঙের কিটে।

গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনবারের বিশ্বজয়ীরা ঐতিহ্যবাহী আকাশি-সাদা জার্সিতেই খেলবে। তবে গোলকিপারের কিটে আসবে পরিবর্তন। তিনি পরবেন হালকা সবুজ রঙের জার্সি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে ডালাসের মাঠে প্রথমবারের মতো নতুন কালো 'অ্যাওয়ে' জার্সি পরে খেলবে আর্জেন্টিনা। কালো রঙের এই জার্সিতে থাকছে নীল ও আকাশি

নীলের আকর্ষণীয় কম্বিনেশন, আর জার্সি নম্বর ও লোগো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সাদা রঙে। এই ম্যাচে গোলকিপার পরবেন কিছুটা গাঢ় শেডের সবুজ জার্সি। আর্জেন্টিনার নতুন এই অ্যাওয়ে জার্সিটির নকশায় দেশটির রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী অলংকরণ শিল্পের অনুপ্রেরণা রাখা হয়েছে।

এদিকে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও গ্রুপ পর্বের জন্য আর্জেন্টিনার মতো দুই ধরনের জার্সি ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছে। 'সি' গ্রুপের তিন ম্যাচের মধ্যে দুই ম্যাচে তাদের চেনা হলুদ এবং এক ম্যাচে নীল রঙের অ্যাওয়ে জার্সিতে দেখা যাবে সেলেকাওদের।

আগামী ১৩ জুন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নেইমারদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু। এই উদ্বোধনী ম্যাচে ব্রাজিল দল মাঠে নামবে প্রথাগত হলুদ জার্সি ও সাদা শর্টস পরে।

২০ জুন হাইতির বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের নীল রঙের 'অ্যাওয়ে' জার্সি গায়ে পরবে সেলেকাওরা। আর ২৬ জুন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আবারও চিরচেনা সেই ক্যানারি হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

ভারতে বিনামূল্যে দেখা যাবে ফুটবল বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : শুরু হচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপ। এই প্রথমবার বিশ্বকাপে ৪৮টি দল অংশগ্রহণ নিচ্ছে। ১০০টিও বেশি ম্যাচ খেলা হবে এবার বিশ্বকাপে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলা বিশ্বকাপ দেখা নিয়ে সম্প্রতি সংশয় কেটেছে ভারতীয়দের। জি-তে দেখানো হবে ম্যাচ। টিভি ও অনলাইন দুটো জায়গাতেই ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন সমর্থকরা। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বকাপ দেখতে বেশ মোটা টাকা খরচও করতে হবে। তবে কিছু উপায় আছে, যেটা ব্যবহার করে বিনামূল্যে বিশ্বকাপ দেখতে পারেন। এবার বিশ্বকাপের জন্য দুটো প্যাক এনেছে জি— একটি তিন মাসের, যেটির খরচ ৭৯৯ টাকা ও অন্যটি ১২ মাসের, যেটির খরচ ১৬৯৯ টাকা। তবে এই বিপুল টাকা খরচ করতে হবে না। এজন্য রয়েছে কিছু টিপ্‌স। সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে বান্ডল অফারের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেখতে পাবেন। ACT ফাইবারনেট ইউজাররা এক মাসের Zee5 Premium সাবস্ক্রিপশন বিনামূল্যে পাবেন। অর্থাৎ, যদি ACT ফাইবারনেটের নির্দিষ্ট প্যাক কেনেন তা হলে Zee5 Premium সাবস্ক্রিপশন পেতে পারেন। এজন্য সংস্থার ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন। তবে মাথায় রাখবেন, এই ফ্রি কিন্তু এক মাসের জন্য আর বিশ্বকাপ চলবে ৩৮ দিন। প্রথম ৩০ দিন বিনামূল্যে পেলেও পরের ৮ দিনের জন্য টাকা দিতে হবে। এটা হিসেব করে নিতে হবে। এটার জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে মোবাইল রিচার্জ। Jio-Airtel-Vi-র মতো সংস্থা মোবাইল রিচার্জের সঙ্গে বিভিন্ন OTT প্যাকের সাবস্ক্রিপশন দেয়। সেখানে থাকে Zee5 অ্যাপও। জিও-তে যেমন জিও টিভিতে পাওয়া যায়। ফলে নিজের মোবাইল অপারেটর অনুযায়ী প্ল্যান বেছে নিতে পারবেন। এর সঙ্গে রয়েছে Jio Fiber-Jio Airfiber Airtel Xtreme-র বান্ডল প্যাক। এখানে OTT প্ল্যান-সহ রিচার্জগুলো করলে সেখানেও Zee5 দেখতে পাবেন। যেমন, Jio Airfiber-এ ৫৯৯ টাকার রিচার্জে Hotstar-Zee5, Sony Liv-র মতো একাধিক অ্যাপের সাবস্ক্রিপশন পাওয়া যায়। একই ছবি Airtel-র ক্ষেত্রেও। বিশ্বকাপ দেখার জন্য Zee5 দুটো প্যাক রেখেছে। একটি তিন ও অন্যটি ১২ মাসের। তিন মাসের প্যাক All Access + Sports Pack নামের এই প্যাকের মূল্য ৯৯৯ টাকা। তবে বিশ্বকাপের সময় বিশেষ ছাড় দিয়ে তার দাম হয়েছে ৭৯৯ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি মাসে ২৬৬ টাকা করে খরচ পড়বে। টিভি, অ্যান্ড্রয়েড, ফায়ার স্টিক, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং ট্যাবে অ্যাপ ডাউনলোড করে বা লগ-ইন করে দেখা যাবে ম্যাচ। এক্ষেত্রে এককালীন খরচ বেশি হলেও, প্রতি মাসের হিসেবে খরচ কম। এই প্যাকের আসল দাম ৩৫৮৮ টাকা। তবে বিশ্বকাপের সময়ে ১২ মাসের এই প্যাকের মূল্য কমিয়ে করা হয়েছে ১৬৯৯ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি মাসে খরচ পড়বে ১৪২ টাকা করে।

বিশ্বকাপে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে রোবট কুকুর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : ফিফা মঙ্গলবার ২০২৬ বিশ্বকাপকে আরও নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে অত্যাধুনিক রোবট কুকুর মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে। টুর্নামেন্টের প্রধান ব্রডকাস্ট সেন্টারের নিরাপত্তা জোরদারে ব্যবহার করা হবে এই স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক ইউনিটগুলো।

ফিফা জানিয়েছে, রোবট কুকুরগুলো ২৪ ঘণ্টা বিশ্বকাপে নজরদারি পরিচালনা করবে। রোবটগুলিতে উন্নত সেন্সর, ক্যামেরা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তারা সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে পারবে এবং নিরাপত্তা কর্মীদের তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা পাঠাতে পারবে।

ফিফা জানিয়েছে, রোবট কুকুরগুলো নির্দিষ্ট রুটে পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতেও পর্যবেক্ষণ চালাবে। এছাড়া রোবটগুলো রিয়েল-টাইম ভিডিও ও তথ্য সরবরাহ করবে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তোলা যাবে।

২০২৬ বিশ্বকাপে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা।

পেলের ফাইনালের জার্সি নিলামে উঠতে চলেছে

রিও, ৩ জুন : আসন্ন বিশ্বকাপে কিংবদন্তী খেলোয়াড় সম্রাট পেলের ১৯৫৮ সালের ফাইনালে পরা জার্সিটি নিলামে উঠতে চলেছে। প্রয়াত পেলের এই ১০ নম্বর জার্সিটি ২৯ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত একটি অনলাইন নিলামে তোলা হবে। সোথবি'র আধুনিক সংগ্রহযোগ্য সামগ্রীর প্রধান ব্রাহম ওয়াখটার এক বিবৃতিতে বলেছেন। এই ১০ নম্বর জার্সিটি পেলে তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালে পরেছিলেন। এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো; যিনি পেলে নামেও পরিচিত; স্টকহোমের রাসুনডা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সুইডেনের বিপক্ষে ব্রাজিলের ৫-২ গোলের জয়ে দু'টি গোল করার সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। তিনিই বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

সূত্র : পাশাপাশি ১) কন্যা, মেয়ে ২) বিয়ের কনে ৪) যেখানে মামলা মোকদ্দমার বিচার হয় ৬) আঁখি, চক্ষু ৭) শকুনির পিতা মাথা কাটলে শক্তি ১০) রাবণের এক পুত্রের নাম ১২) শিবের রুদ্ররূপ ১৩) বিরাট, বৃহৎ। **উপরনীচ :** ১) অরি, শত্রু ২) আদরের পুত্র, স্নেহপালিত পুত্র ৩) মুসলমানের প্রার্থনা বা ইবাদত ৪) মন যখন অস্থির বা আকুল তখনকার অবস্থাকে বলে ৫) ঋণ স্বীকার পত্র, কর্জ নেওয়ার আইনি দলিল ৮) রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের একটি ৯) মানুষের আদি পিতা, পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ১১) রাঙা, রক্তিম।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) আপন ৩) দিনকর ৬) রথ ৭) বল ৮) তাস ৯) দানা ১০) টিপ ১১) মাতা ১২) দিয়া ১৩) শালী ১৪) আল ১৫) আদি ১৭) বানা ১৮) বিগ ১৯) মামাবাড়ি ২০) উত্তর। **উপরনীচ :** ১) আরম্ভ ২) পথ ৩) দিবস ৪) নল ৫) রসনা ৮) তাপ ৯) দাতা ১০) টিয়া ১১) মালী ১২) দিল ১৩) শাদি ১৪) আমামা ১৫) আনাড়ি ১৬) নগর ১৭) বাবা ১৮) বিত্ত।

মাহতাবুর রহমান

অভিজ্ঞ কিমিচ থেকে তরুণ স্যালিবা, নজরে ডিফেন্ডাররা

নিউইয়র্ক, ৩ জুন : ফুটবলের অন্যতম মূল আকর্ষণ গোল। যাঁরা গোল করেন, তাঁরা নায়কের মর্যাদা পান। লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেদের কাজটা মোটেও সহজ নয়। তাঁদের আটকানোর জন্য থাকেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারেরা। যাঁদের পরাস্ত করতে বা টপকাতে না পারলে গোল করা সম্ভব নয়। এ বারের বিশ্বকাপে খেলবেন বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের ডিফেন্ডার। যাঁরা প্রতিপক্ষ দলগুলির কোচ বা স্ট্রাইকারদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন। যাঁদের নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করতে হয়। দলগুলির রক্ষণের শক্তি খতিয়ে দেখে পাঁচ ডিফেন্ডারকে বেছে নিল আনন্দবাজার ডট কম। প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভোঁতা করতে যাঁদের জুড়ি মেলা ভার।

উইলিয়াম স্যালিবা (ফ্রান্স)

২৫ বছরের সেন্টার ব্যাক ফ্রান্স এবং আর্সেনালের রক্ষণের অন্যতম ভরসা। অসম্ভব ঠান্ডা মাথার ফুটবলার স্যালিবা। চাপের পরিস্থিতিতেও নিখুঁত থাকার চেষ্টা করেন। দ্রুত জায়গা বদল করতে পারেন। অনুমান ক্ষমতা দুর্দান্ত। মাঠের অনেকটা অংশজুড়ে খেলেন। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে প্রায় চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায় স্যালিবাকে। বিশ্বের সবচেয়ে চতুর এবং দক্ষ উইঙ্গারেরাও ফরাসি ফুটবলারকে সমীহ করেন। বিশ্বকাপের সেরা ডিফেন্ডার হওয়ার দৌড়ে স্যালিবা নিশ্চিত ভাবে থাকবেন। ফ্রান্সের সমর্থকদের তো বটেই, অন্য দলের সমর্থকদেরও নজর থাকবে তাঁর উপর।

জোশুয়া কিমিচ (জার্মানি)

অভিজ্ঞ কিমিচ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ৩১ বছরের রাইট ব্যাক জার্মানির হয়ে শতাধিক ম্যাচ খেলেছেন। বায়ার্ন মিউনিখের ফুটবলার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসাবেও খেলতে পারেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডারের বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অসাধারণ। জার্মানির রক্ষণ ভাগ তাঁর নেতৃত্বেই লড়াই করে। পাশাপাশি দলের আক্রমণও শুরু হয় তাঁর পা থেকে। কিমিচকে জার্মানির মাঝমাঠের জেনারেল বললে ভুল হয় না। মাঝ মাঠ থেকে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স চেরা পাস দিতে পারেন। সেট পিসে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ বারের বিশ্বকাপে কিমিচের মতো আক্রমণাত্মক ডিফেন্ডার সম্ভবত দ্বিতীয় কেউ নেই। কিমিচকে নজরে না রাখলে যে কোনও দল বিপদে পড়তে পারে বিশ্বকাপে।

এজরি কনসা (ইংল্যান্ড)

ক্লাব ফুটবলে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে খেলেন ২৮ বছরের ডিফেন্ডার। রাইট ব্যাক এবং সেন্টার ব্যাক; দু'জায়গাতেই সমান স্বচ্ছন্দ। বিশ্বের অন্যতম সেরা টেকনিক্যাল ডিফেন্ডার। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইংল্যান্ডের হয়ে আটটি ম্যাচেই খেলেছেন কনসা। ওই আটটি ম্যাচে একটাও গোল খায়নি ইংল্যান্ড। ৬ ফুট উচ্চতার কনসা ভেসে আসা বলে (এরিয়াল বল) প্রায় অপ্রতিরোধ্য। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁকে টপকে গোল করা ফুটবলের অন্যতম কঠিন কাজগুলির একটি। বিশ্বকাপেও তিনি ইংল্যান্ডের হ্যারি কেনের দলের অন্যতম ভরসা। তাঁর পারফরম্যান্সের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে ইংল্যান্ডের খেলা। মার্ক গেহি এবং কনসা আসন্ন বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা রক্ষণাত্মক জুটি।

কিম মিন-জায়ে (দক্ষিণ কোরিয়া)

৬ ফুট ৩ ইঞ্চির সেন্টার ব্যাক কিম পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন দক্ষিণ কোরিয়ার বক্সের সামনে। বায়ার্ন মিউনিখের প্রথম একাদশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ২০২২ থেকে ইউরোপে ক্লাব ফুটবল খেলছেন। ডিফেন্ডার হলেও কিম সহজাত আক্রমণাত্মক ফুটবলার। সতীর্থদের সঙ্গে পাস দেওয়া-নেওয়া করতে করতে যে কোনও সময় পৌঁছে যান প্রতিপক্ষের বক্সে। আবার বড় শরীরের সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকারদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রতিপক্ষ দলে ২৯ বছরের কিম থাকলে বিশ্বের যে কোনও কোচকে অতিরিক্ত মাথা ঘামাতে হয়।

NO.SMB/1-18/15 FC (Untled)/2026-27/

QUOTATION NOTICE

Sealed Quotations are invited by the undersigned from reputed Contractors/vendors/suppliers/dealers/manufacturers for the **Supply and Installation of Play Equipments and Furnitures at Sribhumi Children Park** with the following specifications affixing nonrefundable Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees Eight and paisa Twenty Five) only from Govt. Register Contractors/Vendors/Manufacturers.

DETAILED SPECIFICATION:

SL. No.	Product	Unit
1.	Kids Slide (Small)	1
2.	Slide (Medium)	2
3.	See Saw (Kids)	2
4.	See Saw (Medium)	2
5	Swing	2
6.	Merry go round Type I	1
7.	Merry go Type II	1
8.	Spring Rider	2
9.	Climber for playground	1
10.	Multiplay System	1
11.	Garden Bench	10

Eligibility Criteria:

Interested Quotationers must fulfil the following eligibility criteria:
1. Registered business entity in India.
2. Valid Goods and Services Tax (GST) registration.
3. Prior experience in supplying similar goods.
4. Adequate financial resources.

TERMS AND CONDITIONS:

1. The quotations should be addressed to the **'Chairman, Sribhumi Municipal Board, Sribhumi** and the sealed envelope containing the quotation should be superscripted **'QUOTATION FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF PLAY EQUIPMENTS AND FURNITURES AT SRIBHUMI CHILDREN PARK** in capital letters.
2. The quotations shall be accompanied by security Deposit of Rs.2,000/-
3. In case of firms/dealers quoting rates on behalf of manufacturers/dealers, an authenticated Letter of Authority from the manufacturer or Dealership Certificate for distribution or sale of the product should be enclosed with the quotation. Original Certificates should be produced at the time of opening, if demanded.
4. Detailed specifications of the materials/items quoted. Sample of the Items OR relevant documents Including catalogue/brochure/literature should also be enclosed
5. Bidders may offer rates in terms of Indian Rupees both in figures and in words. The rates quoted shall be inclusive of all taxes/duties Including GST.
6. Warranty period and availability of after-sales-service facilities during the warranty period should be mentioned clearly
7. The authority reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reasons thereof and also does not bind himself to accept the lowest rate or any other rates.
8. Incomplete quotations are liable to be summarily rejected.
9. The Security Deposit may be forfeited on supply of items of inferior quality and/or for breach of any terms and conditions laid down in the agreement as entered into between the successful bidder and the Board.
10. Successful bidder shall have to Supply and install within 15 days from the date of issue of Work order or as may be decided and indicated specifically In the Work order falling which the Security Deposit will be forfeited and the Work order will be treated as cancelled automatically.
11. The materials supplied shall be exactly similar to the specifications accepted and will be physically checked and received at the Office of the Chairman, Sribhumi Municipal Board. Additionally, Geo-tagged photographs of the Work (before, Ongoing and after Completion of Work) must be submitted as proof of work progress and compliance.
12. All payments will be made only after the materials are received in full and In good condition similar to the specifications quoted and after satisfactory commissioning.
13. In case of any legal disputes/litigations arising out of this tender notice or its terms, the local Court of Sribhumi District shall have the Jurisdiction as per the relevant laws in force.
14. All admissible taxes will be deducted at source at the time of payment as per prevailing norms.

Last date for submission of Quotations: 12-06-2026 at 2.00 P.M.
Date of Opening the Quotations: 12-06-2026 at 3-00 PM

Sd/-
Executive Officer
Sribhumi Municipal Board
Sribhumi

Sd/-
Chairman
Sribhumi Municipal Board
Sribhumi

DIPR/CF/SMK 323 4-Jun-26

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

ইমেল : cosilcharrecovery@pnb.bank.in
প্রযত্নে : এসএএম, শিলচর, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ/নোটিশসমূহ জারি করেছি, যেখানে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদের নোটিশ(সমূহ)-এর তারিখ/উক্ত নোটিশ(সমূহ) প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

যেহেতু ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ অনুসারে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলোর সাথে যেকোনো প্রকার লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অর্থ এবং তার উপর সুদ চার্জ আরোপ করবে।

ব্যাঙ্ক শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	নাম : (ক) ঋণগ্রহীতার (খ) জামিনদার (গ) সম্পত্তির মালিক	জামিনগ্রস্থ সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ জারির তারিখ	দখল নেওয়ার তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ মতে বকেয়া পরিমান
লালা (ডি নং-০০৪০২০)	তরুণ কৃষ্ণ নাথ	ক. তরুণ কৃষ্ণ নাথ খ. তরুণ কৃষ্ণ নাথ	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং বিল্ডিং** যার দাগ নং- ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, যার পাট্টা নং- ৩০, যার বিক্রয় দলিল নং- ১১০/১১২, তারিখ - ২৯-০২-২০১২, মৌজা- লালা টাউন, বার্নারপুর এর অধীনে যার পরিমাপ ৪ কাঠা যা তরুণ কৃষ্ণ নাথের নামে রয়েছে। **যার চতুঃসীমা - উত্তর-** প্রভাস চন্দ্র ধরের সম্পত্তি। **দক্ষিণ-** সূর্য সেন রাস্তা। **পূর্ব-** তনুজ কুমার দে-র সম্পত্তি। **পশ্চিম-** তরুণ কৃষ্ণ নাথের সম্পত্তি।	২৮-০১-২০২৬	০১-০৬-২০২৬	৯,৩৪,৬৮৪.৫৯ পঃ (নয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত চৌরাশি এবং উনষাট পয়সা মাত্র)

তারিখ : ০৩-০৬-২০২৬
স্থান : শিলচর

স্বীকৃতপ্রাপ্ত আধিকারিক,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সৌরভের নিরাপত্তা কমাল বিজেপি সরকার

কলকাতা, ৩ জুন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা কাটছাঁট করল রাজ্য সরকার।

তিন বছর ধরে 'জেড ক্যাটাগরি'র নিরাপত্তা পাওয়া সিএবি সভাপতির নিরাপত্তা দু'ধাপ নামিয়ে 'ওয়াই ক্যাটাগরি' করে দেওয়া হলো।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে মমতার স্পেন সফরে সঙ্গী ছিলেন সৌরভ। মাদ্রিদের বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, শালবনিতে জিন্দলদের ছেড়ে যাওয়া

জমিতে নতুন করে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠবে। যা নিয়ে সম্প্রতি কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এই মুহূর্তে সৌরভকে কী চোখে দেখছে, ওই কটাক্ষের পিছনে সেই বার্তাই প্রচ্ছন্ন ছিল। নিরাপত্তার বহরে কাটাছাঁট করে, যা আরও একবার পৌঁছে দিল বিজেপি সরকার।

নিরাপত্তা কমানোর বিষয়টি নিয়ে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক তথা সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শতবর্ষ উদ্‌যাপনে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সবচেয়ে বড় সিরিজ খেলবে ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : চলতি বছরে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল। যেখানে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে বড় একটি সিরিজ খেলবে তারা। ৪০ দিনের সফরে মোট ১২ ম্যাচের এই সিরিজই হতে চলেছে কিউয়িদের মাটিতে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সফর। এর মধ্যে পাঁচ ম্যাচে মাঠে নামবেন তারকা ক্রিকেটাররা। সবার নজর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার দিকে। বুধবার পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট।

আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সফর। সূচি অনুযায়ী, থাকবে দু'টি টেস্ট, পাঁচটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি। দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্কের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ সিরিজ আয়োজন করা হয়েছে। সফর শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে। তারপর ওয়ানডে সিরিজ এবং শেষে টেস্ট। অকল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচনা। টেস্ট ম্যাচ দু'টি হবে ওয়েলিংটন ও ক্রাইস্টচার্চে।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য বাণিজ্যিক কর্তা গ্লেন ক্রিচলি এই সিরিজ নিয়ে বলেন, ক্রিকেটের দুনিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের মতো বড় আকর্ষণ খুব কমই আছে। আমরা চাই সমর্থকদের এমন অভিজ্ঞতা দিতে, যা তারা আগে পায়নি। শুধু খেলা নয়, ভারত-নিউজিল্যান্ডের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বন্ধনও উদ্‌যাপন করা হবে। বিরাট কোহলি, যশপ্রীত বুমরাদের মতো তারকাদের খেলা দেখার সুযোগ পাওয়া সত্যিই বিশেষ ব্যাপার। অন্যদিকে, আইসিসি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'আয়োজকরা ভারতের মুখোমুখি হবে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি, পাঁচটি ওয়ানডে এবং দু'টি টেস্ট ম্যাচে। মোট ম্যাচের সংখ্যার দিক থেকে এই ১২ ম্যাচের সূচিটি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সফর হতে চলেছে।' উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ মরসুমের পর এই প্রথম নিউজিল্যান্ডে টেস্ট খেলতে যাচ্ছে ভারত। যদিও কিউয়িরা সম্প্রতি দু'বার ভারত সফরে এসেছে। ২০২৪-২৫ মরসুমে ভারতকে হোয়াইটওয়াশও করেছে। নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার ইশ সোধি বলেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে খেলা সব সময়ই উপভোগ করি। ওরা অসাধারণ দল। তারকা ও প্রতিভায় ভরপুর। সিরিজটা খুব কঠিন হতে চলেছে।'

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজের সূচি—

টি-টোয়েন্টি

২২ অক্টোবর, ক্রাইস্টচার্চ
২৪ অক্টোবর, ক্রাইস্টচার্চ
২৭ অক্টোবর, ওয়েলিংটন
৩০ অক্টোবর, অকল্যান্ড
১ নভেম্বর, হ্যামিল্টন

ওয়ানডে

৪ নভেম্বর, অকল্যান্ড
৭ নভেম্বর, ওয়েলিংটন
১০ নভেম্বর, হ্যামিল্টন
১৩ নভেম্বর, মাউন্ট মাউনগানুই
১৫ নভেম্বর, মাউন্ট মাউনগানুই

টেস্ট

১৯-২৩ নভেম্বর, ওয়েলিংটন
২৭ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর, ক্রাইস্টচার্চ।

ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন আরিনা সাবালেঙ্কা

সাবালেঙ্কাকে ছিটকে দিয়ে উল্লাস ডায়ানার।

প্যারিস, ৩ মে : বুধবার রাশিয়ার ডায়ানা স্নাইডার বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় আরিনা সাবালেঙ্কাকে ৩-৬, ৭-৫, ৬-০ গেমে হারিয়ে চমকে দিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন। এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ এবং চারবারের বিজয়ী ইগা সোয়াটেকের বিদায়-সহ বেশ কয়েকটি অঘটন ঘটেছে। সাবালেঙ্কার এই পরাজয় মহিলাদের ওপেন ড্র-তে আরও একটি ধাক্কা দিয়েছে। এক অসাধারণ লড়াইয়ের পর স্নাইডার তার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। শেষ চারে তিনি পোল্যান্ডের কোয়ালিফায়ার মাজা চাওয়ালিনস্কার মুখোমুখি হবেন।

পোল্যান্ডের কোয়ালিফায়ার চাওয়ালিনস্কা বুধবার ফ্রেঞ্চ ওপেনে তাঁর স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রেখেছেন। রাশিয়ার আনা কালিনস্কায়াকে ৭-৬ (৩), ৬-৩ গেমে হারিয়ে তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন।

২৪ বছর বয়সি মাজা ২২তম বাছাই কালিনস্কায়ার শক্তির মোকাবিলা দারুণভাবে করেছেন। তিনি বারবার র‍্যালি দীর্ঘায়িত করে এবং কালিনস্কায়াকে অতিরিক্ত শট খেলতে বাধ্য করে ভুল করতে প্ররোচিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি রোলাঁ গারোঁর সেমিফাইনালে পৌঁছানো দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং গ্র্যান্ড স্ল্যামে এই কৃতিত্ব অর্জনকারী ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাস গড়েন।

শনিবারের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার জন্য বিশ্বের এক নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা অথবা রাশিয়ার ডায়ানা স্নাইডারের মুখোমুখি হবেন মাজা। খেতাব জিতলে কালিনস্কায়া কমপক্ষে ৮৭০,০০০ ডলার আয় করবেন, যা তার বাকি ক্যারিয়ারে সংগৃহীত পুরস্কারের অর্থের চেয়েও বেশি। আলেকজান্ডার জভেরেভ তার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের খুঁজে এগিয়ে চলেছেন। তিনি মঙ্গলবার স্প্যানিশ কিশোর রাফায়েল জোদারকে ৭-৬(৩), ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন।

কার্লোস আলকারাজের অনুপস্থিতিতে এবং বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার ও ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী নোভাক জোকোভিচ উভয়েই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ায়, অবশেষে একটি বড় খেতাব জয়ের সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন আলেকজান্ডার জভেরেভ।

অকালে প্রয়াত লড়াকু ফুটবলার থানজিক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : না-ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন শিলচরের লড়াকু ফুটবলার থানজিক রংমাই। বুধবার বিকেলে শিলচরের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর।

জানা গেছে, কয়েকদিন ধরেই হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। রেখে গেছেন মা ও দাদা জেলার তারকা ফুটবলার জেঙ্গা রংমাইকে। অ্যাটাকিং হাফ হিসেবে বিপক্ষের রক্ষণ চুরমার করে দিতে পারতেন। শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ফুটবলে হাতেখড়ি হয় তাঁর। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দাপিয়ে খেলেছেন শিলচর মাঠে। জেলা এবং রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন থানজিক। ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে খেলেছেন শিলচর স্পোর্টিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, পিএইচইআরসি, অরুণাচল এসএস, টাউন ক্লাবের হয়ে। স্থানীয় লিগে শেষবার খেলেছেন অভিনব ক্লাবের হয়ে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়তেই ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা ও বরাক ভ্যালি প্রাক্তন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

ভরসার নাম এমবাপে! বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে ফ্রান্স

প্যারিস, ৩ জুন : কিলিয়ান এমবাপে কি পারবেন আবার দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে? ২০১৮ সালে তিনি ছিলেন উঠতি তারকা। যদিও ফ্রান্সকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ছিল এমবাপের। আট গোল করে জিতেছিলেন সোনার বুট। কিন্তু ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। সেই সেই ধাক্কা ভুলে এবার নামতে চাইবে ফ্রান্স। এবার দিদিয়ের দেশঁর দলে প্রধান ভরসা এমবাপে।

শক্তি

প্রচুর বিকল্প : ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের বিকল্প। ২৬ জনের দল থেকে অনায়াসে দু'টি দল বানিয়ে ফেলা যায়। বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ বড় ক্লাবে খেলেন ফ্রান্সের ফুটবলারেরা। তাঁদের মধ্যে থেকে সেরা ২৬ জনকে বেছে নিয়েছেন দেশঁ।

গতিময় ফুটবল : ফ্রান্সের তিন ফুটবলার এমবাপে, উসমান দেম্বেলে ও মাইকেল ওলিসের গতি দেখার মতো। উইং ধরে যে গতিতে তাঁরা আক্রমণ করতে পারেন, তা প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের সমস্যায় ফেলে দেবে। এই গতিতেও সৃজনশীল ফুটবল খেলার ক্ষমতা রাখে ফ্রান্স।

জমাট রক্ষণ : ফ্রান্সের দুই সেন্টার ব্যাক উইলিয়াম স্যালিবা ও ডায়োট উপামেকানোকে বিশ্বের অন্যতম দুই সেরা ডিফেন্ডার ধরা হয়। দু'জনেই ফর্মে রয়েছেন। গোলে মাইক মাইগনানও ফর্মে। ফলে এই রক্ষণ ভেঙে যে কোনও দলের পক্ষে গোল করা কঠিন।

দুর্বলতা

তারকা নির্ভরতা বেশি : দলে বিকল্প থাকলেও ফ্রান্সের এই দল মূলত তারকাদের ওপরই বেশি নির্ভর করে। এমবাপে, দেম্বেলেদের দিন খারাপ গেলে সমস্যায় পড়তে পারে তারা।

সেট পিসে সমস্যা : রক্ষণ জমাট থাকলেও সেট পিসে সমস্যায় পড়ে ফ্রান্স। এ বারের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তা দেখা গিয়েছে। কর্নার বা ফ্রি কিক থেকে গোল খেয়েছে তারা। ফ্রান্সের এই দুর্বলতা প্রতিপক্ষ কাজে লাগাতে পারে।

টিম প্রি-ভিউ

চোটপ্রবণ দল : গতবারের বিশ্বকাপে চোটের সমস্যায় পড়েছিল ফ্রান্স। রক্ষণে লুকাস হের্নান্দেজ ও থিয়ো হের্নান্দেজ চোট পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিল তারা। এমবাপে কিছু দিন আগেই চোট সারিয়ে ফিরেছেন। ফলে তাঁকে নিয়েও চিন্তা থাকবে দেশঁর।

সম্ভাবনা

নতুনদের তারকা হওয়ার মঞ্চ : ওয়ারেন জাইরে এমেরি, ডেজিরে ডুয়ের মতো ফুটবলার ক্লাব ফুটবলে নজর কেড়েছেন। এ বার তাঁদের প্রথম বিশ্বকাপ। এমবাপে, দেম্বেলে, কান্তেদের ভিড়ের মধ্যে তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ থাকবে তাঁদের।

সহজ গ্রুপ : অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রুপে পড়েছে ফ্রান্স। বাকি তিন দল সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ে। ফলে এই গ্রুপের শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে যাওয়া অনেকটাই সহজ।

দেশঁকে গুরুদক্ষিণা : ফুটবলার ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার বিরল কৃতিত্ব রয়েছে দেশঁর। এবারের বিশ্বকাপের পরেই ফ্রান্সের কোচের পদ ছাড়বেন তিনি। ফলে এমবাপেদের কাছে সুযোগ রয়েছে দেশঁকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার। কোচের জন্য তাঁরা বিশ্বকাপ জিততে চাইবেন।

শঙ্কা

স্পেন-কাঁটা : ২০২৪ সালের ইউরো কাপ ও ২০২৫ সালের নেশন্স লিগের সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে হেরেছিল ফ্রান্স। এবার বিশ্বকাপেও নকআউটে দু'দল মুখোমুখি হতে পারে। স্পেনের বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রতিক রেকর্ড চাপে রাখবে ফ্রান্সকে।

প্রত্যাশার চাপ : যে দল যত ভাল, সেই দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ তত বেশি। গত দু'বারের মধ্যে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। একবার হয়েছে রানার্স। ফলে এবারও তাদের দিকে সবার নজর থাকবে। এই চাপ দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

শারীরিক ধকল : ফ্রান্সের বেশিরভাগ ফুটবলার ঘরোয়া ফুটবলে বড় দলে খেলেন। সারা বছর খেলতে হয় তাঁদের। ফলে ধকল থাকে। সেই ধকল সামলে বিশ্বকাপে খেলতে হবে তাঁদের। শারীরিক ধকল এমবাপেদের সমস্যায় ফেলতে পারে।

বিশ্বকাপে ফ্রান্স দল :

গোলরক্ষক : মাইক মাইগনান, রবিন রিসার, ব্রাইস সাম্বা।

ডিফেন্ডার : লুকাস ডিগনে, মালো গুস্তো, লুকাস হের্নান্দেজ, থিয়ো হের্নান্দেজ, ইব্রাহিমা কোনাতে, জুলস কুন্ডে, ম্যাক্সিন্স লাক্রোইক্স, উইলিয়াম সালিবা, ডায়োট উপামেকানো।

মিডফিল্ডার : এনগোলো কান্তে, মানু কোনে, আদ্রিয়েন হাবিয়ো, অঁরেলিয়েঁ চুয়ামেনি, ওয়ারেন জাইরে এমেরি।

ফরোয়ার্ড : মাঘনেস আকলিয়োউচে, ব্র্যাডলি বার্কোলা, রায়ান চেরকি, উসমান দেম্বেলে, ডেজিরে ডুয়ে, জাঁ ফিলিপে মাতেতা, কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে, মার্কাস থুরাম।

ইন্দোনেশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ থেকে সাত্ত্বিক-চিরাগ অবসর নিলেন

জাকার্তা, ৩ জুন : বুধবার ইন্দোনেশিয়া ওপেন ২০২৬-এ মালয়েশিয়ার অ্যারন তাই ও কাং খাই জিং-র বিপক্ষে পুরুষদের ডাবলস প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ থেকে ভারতের চিরাগ শেঠি ও সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি অবসর নিয়েছেন।

২৫ বছর বয়সি সাত্ত্বিককে কাঁধের হালকা চোট অনুভব করতে দেখা যায়। কিছু দিন আগে থেকেই তিনি এই চোটে ভুগছিলেন। যার কারণে চলতি বছরের শুরুতে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে এই জুটিকে ছিটকে যেতে হয়েছিল।

অবসরেরর আগে প্রথম গেমে সাত্ত্বিক ও চিরাগ তাদের মালয়েশীয় প্রতিপক্ষের কাছে ৬-১১ গেমে পিছিয়ে ছিলেন।

'সামনের গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টগুলোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি এই জুটি এখন সুস্থতা ও পুনর্বাসনের দিকে মনোযোগ দেবে। আমরা সাত্ত্বিকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং শীঘ্রই এই জুটিকে কোর্টে ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলাম,' ঘোষণা করেছে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া।

হাইলাকান্দি ডিএসএ-তে সংবর্ধিত বিধায়ক ড. মিলন দাস

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩ জুন : হাইলাকান্দি ডিএসএ-র উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে বিধায়ক ড. মিলন দাসকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলার ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক মিলন দাস। নিজের বক্তব্যে তিনি জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি যুবপ্রজন্মকে খেলাধুলোর সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে ডিএসএ-র উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, খেলাধুলো শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়, বরং সমাজে সুস্থতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হাইলাকান্দিকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান মানব চক্রবর্তী। কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন ডিএসএ-র সভাপতি গৌতম রায়। তিনি ড. মিলন দাসকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে জেলার ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নের স্বার্থে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একইসঙ্গে ডিএসএ-র সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকারও প্রশংসা করেন। ডিএসএ-র সাধারণ সম্পাদক শৈবাল সেনগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসএ-র সহ-সভাপতি পিনাকী ভট্টাচার্য, সিকন্দর সরওয়ার হুদা চৌধুরী ও সামস উদ্দিন বড়লস্কর, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান বড়লস্কর, মুফাজ্জল হোসেন লস্কর প্রমুখ।

পঞ্চায়েত কাপ ফুটবলে সেমিতে মারিয়া এফসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধলাই, ৩ জুন : ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চায়েত কাপ ২০২৬ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ৩-০ গোলে জয়ী হয়েছে মারিয়া এফসি। চমক দেখাল রাজগোবিন্দপুর এফসি। বুধবার রাজঘাট রাজীব গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স খেলার মাঠে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় জয়ধনপুর এফসি বনাম মারিয়া এফসি। কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলা জমে ওঠে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে মারিয়া এফসি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আরও দু'টি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করে মারিয়া এফসি। এদিনের খেলায় ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে মারিয়া এফসি। এদিন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মারিয়া এফসি-র খেলোয়াড় চাংতে জুয়ালা। তাঁর হাতে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন সপ্তগ্রাম জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য জাহেদ হোসেন লস্কর, জেলা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি ময়না মিয়া লস্কর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতার হোসেন লস্কর। এছাড়া এদিন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলেন ভিয়া কিমা। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রীর প্রতিনিধি মনসুর হিলাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রুহুল আমিন মজুমদার, জাবির হোসেন লস্কর। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠে নামবে রাজঘাট এফসি ও বাপ্পন এফসি।

কোচ বাহুতুলে

নয়াদিল্লি, ৩ জুন : রবিচন্দ্রন অশ্বিনের শূন্যস্থান এখনও পূরণ হয়নি। ক'দিন বাদে হয়তো অবসর নেবেন রবীন্দ্র জাদেজাও। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলে তাঁদের বিকল্প কে হবেন? ওয়ানডে দলে কুলদীপ যাদবের বিকল্পটা কে? কিংবা বিশ্বকাপের শেষদিকে যেভাবে বরুণ চক্রবর্তী মার খেলেন, তেমন পরিস্থিতি হলে তাঁর জায়গা কে নেবেন? কিংবা বরুণদের কোনও সমস্যা হলে শুধরে দেবেন কে? এমন যাবতীয় ধাঁধার উত্তর খুঁজতে এবার এক প্রাক্তন স্পিনারকে টিম ইন্ডিয়ার স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করল বিসিসিআই। টিম ইন্ডিয়ার নতুন স্পিন বোলিং কোচ হলেন সাইরাজ বাহুতুলে। মঙ্গলবার কুলদীপ যাদবদের নতুন স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে বাহুতুলের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। গৌতম গম্ভীরের কোচিং স্টাফের পঞ্চম সদস্য হবেন তিনি। এতদিন ভারতের পেস বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন মর্নি মর্কেল, ফিল্ডিং কোচ হিসেবে রয়েছেন টি দিলীপ, ব্যাটিং কোচ শীতাংশু কোটাক। সেই স্টাফে এবার স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন বাহুতুলে।

বালাজি-ডেমোলিনা জুটির বিদায়

প্যারিস, ৩ জুন : ফ্রেঞ্চ ওপেনের পুরুষ ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালেই অভিযান শেষ হলো ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় এন শ্রীরাম বালাজি এবং তাঁর ব্রাজিলিয়ান জুটি মার্সেলো ডেমোলিনারের। দ্বিতীয় বাছাই জুটি হ্যারি হেলিওভারা ও হেনরি প্যাটেনের কাছে সরাসরি সেটে পরাজিত হন তাঁরা। সাইমন-ম্যাথিউ কোর্টে এক ঘণ্টা ১৭ মিনিটের এই ম্যাচে ইন্দো-ব্রাজিলিয়ান জুটি ৩-৬, ৪-৬ সেটে হেরে যায়। এই পরাজয় সত্ত্বেও, বালাজি এবং ডেমোলিনার তাঁদের স্মরণীয় টুর্নামেন্ট যাত্রার জন্য গর্ববোধ করতে পারেন। তৃতীয় রাউন্ডে ষষ্ঠ বাছাই জার্মান জুটি কেভিন ক্রাভিয়েৎজ এবং টিম পুটজকে ৭-৫, ৬-৪ সেটে হারিয়ে তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

ধলাইয়ে পক্ষকালের ফুটবল প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : ধলাইয়ে পক্ষকালের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপন হলো বুধবার। এদিন বিকেলে ধলাই বিএনএমপি এইচএস স্কুলের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পের সমাপ্তি হয়। ধলাইর মাতৃভূমি ক্লাব ছিল এই ক্যাম্পের উদ্যোক্তা। সহযোগিতায় ছিল শিলচরের প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন।

এএফসি সি লাইসেন্স কোচ দীনদয়াল থাপা ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রধান প্রশিক্ষক। তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন মণিকেতন সিংহ ও এলমিন খাসিয়া। সব মিলিয়ে মোট ৬৭ জন খুদে খেলোয়াড় এই কোচিং ক্যাম্পে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৫১ জন ছেলে ও ১৬ জন মেয়ে।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে কোচ দিয়ে সাহায্য করায় প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মাতৃভূমি ক্লাবের সভাপতি সীতাংশু দাস। আগামীতে ফাউন্ডেশনের

সাহায্য নিয়ে ধলাইয়ে খেলোয়াড়দের জন্য আরও কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি। ফাউন্ডেশনের পক্ষে মৃণালকান্তি রায় প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া খুদে খেলোয়াড়দের জরুরি কিছু পরামর্শ দেন। কোচিং ক্যাম্প সমাপ্ত হলেও নিয়মিত অনুশীলন করে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ফাউন্ডেশনের পক্ষে প্রণবানন্দ দাশ ক্যাম্পে সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মণিকেতন সিংহকে শিলচর ফুটবল অ্যাকাডেমির সাহায্যে কোচের ট্রেনিং দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, স্থানীয়ভাবে একজন কোচ থাকলে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। এ ব্যাপারে ফাউন্ডেশন সবধরনের সহযোগিতা করবে। এছাড়াও খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ মেডিক্যাল ও ফিটনেস ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।

ফাউন্ডেশন ও মাতৃভূমি ক্লাবের পক্ষে ক্যাম্পের কোচ ও সহকারী কোচদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেওয়া হয়। মাতৃভূমি ক্লাবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি শঙ্কর ভট্টাচার্য, সচিব অশোক দাস, কোষাধ্যক্ষ বাপ্পা পাল, ক্রীড়া সচিব পিঙ্কু বর্মন, বর্ষীয়ান প্রাক্তন ফুটবলার কান্তি বর্মন প্রমুখ। ফাউন্ডেশনের পক্ষে ছিলেন বিজেন্দ্রপ্রসাদ সিং, দেবজ্যোতি স্বামী, পার্থপ্রতিম ঘোষ, রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত, শ্যামল দাস, অজয় চক্রবর্তী, সত্যব্রত রায়, উত্তম চৌধুরী, চন্দন শর্মা ও নিরঞ্জন দাস।

খোঁজ ফুটবলের ফাইনালে স্বাধীনবাজারের সামনে বেঙ্গল টাইগার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩ জুন : খোঁজ আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সোনাই টাউন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠল বেঙ্গল টাইগার। ৭ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন পৌদুন রাংমাই। তাঁর এই গোলেই কঠিন লড়াইয়ের পর জয় নিশ্চিত করে ফাইনালের টিকিট পায় বেঙ্গল টাইগার। দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য বেঙ্গল টাইগারের পৌদুন রাংমাইকে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার প্রদান করা হয়। সোনাই টাউন একাদশের লালুংখামকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যাচ পরিচালনা করেন টিটু লস্কর, সহকারী রেফারি আবু আব্বাস, রাকিব হোসেন এবং আব্দুল জলিল। পুরস্কার বিতরণ করেছেন জেলার বিশিষ্ট রেফারি শঙ্কর ভট্টাচার্য, তাহেরা সুলতানা, দীপুকুমার দাস প্রমুখ।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80